জনশিক্ষা প্রকাশন

(ইউনেস্কো)

ইণ্ডিয়ান এডাল্ট এডুকেশন এসোসিয়েসন

জনশিক্ষা প্রকাশন

চার্লস গ্রানস্টন রিচার্ডস
কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত
গবেষণা ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিবরণী
(ইউনেস্কো)

ইণ্ডিয়ান এডাল্ট এডুকেশন এসোসিয়েশন
১৭-বি, ইন্দ্রপ্রস্থ মার্গ
নিউ দিল্লী
প্রাপ্তিস্থান : বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ ১।৬, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৬৫

মূল্য চার টাকা

শ্রীসত্যেন মৈত্র, বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ,
১/৬,রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মুদ্রাকর : লাহিড়ী প্রিণ্টার্স, ২৬-বি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বীকৃতি

ভারতে সমাজ শিক্ষার উদ্যোগে সাক্ষরতা শিক্ষা একটি অতি মূল্যবান অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষার প্রবর্তন সাধারণত যতখানি সহজ বলে ধরে নেওয়া হয় তত সহজ নয়। বয়স্ক-শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনায় নবশিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য সংস্থানের গুরুত্ব সর্বোচ্চ। নবশিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য প্রণয়ন ও বিতরণের কাজটি কুশলী বিদ্যার পর্যায়ে পড়ে। এই কৌশল ও দক্ষতার দিক্‌টি অবহেলিত হওয়ার জন্য আমাদের সাক্ষরতা-শিক্ষা-প্রসারের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে; এবং এই অবনতি এই মুহূর্তেই রোধ করা উচিত।

এই বিষয়টি অবলম্বন পূর্বক ইউনেস্কো 'Provision of Popular Reading Materials' নামে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি (Indian Adult Education Association) মনে করেন যে এই গ্রন্থটির ভাবাবলম্বনে ও সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ হলে আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক ও সমাজশিক্ষার কর্মীদের পক্ষে নানা দেশের নবশিক্ষিতদের সাহিত্য প্রণয়ন, উৎপাদন ও বিতরণের যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা জানার যথেষ্ট সুবিধা হবে।

এই প্রসঙ্গে ইউনেস্কো এবং তাঁদের ভারতস্থ জাতীয় শাখা আমাদের এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আর্থিক সাহায্য দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং বইটির অনুবাদ এবং অতি অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য বেঙ্গল সোস্থাল সার্ভিস লীগকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বেঙ্গল সোস্থাল সার্ভিস লীগের এই প্রশংসনীয় কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য আমরা তাঁদের প্রদান করলাম।

২৮. ১২. ১৯৬৫
শাফিক মেমোরিয়াল
১৭-বি, ইন্দ্র প্রস্থ মার্গ
নিউ দিল্লী

স্বাঃ এস. সি. দত্ত
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি
(Indian Adult Education Association)

সূচনা

বর্তমান গ্রন্থটি ইউনেস্কোর মহাকরণের অভিমতে একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে মাত্র একখানি গ্রন্থে সাহিত্য উৎপাদন বিষয়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বিগত দশ বছরে বয়স্ক ব্যক্তিদের লেখা ও পড়ার কৌশল আয়ত্ত করার সমস্যা নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গোড়া থেকেই অন্য একটি সত্য যথার্থ ভাবেই উপলব্ধি করা হয়েছে। সেটি হল এই যে, যে পরিমাণ চেষ্টা, অর্থব্যয়, এবং সময় বয়স্কদের সাক্ষরতা অর্জনের জন্য ব্যয় করা হয় তা পরবর্তী পাঠ্যবস্তুর সংস্থানের অভাবে সম্পূর্ণ অপচয় হয়ে যায়। এই বিষয় ব্যর্থতার জন্যই সাক্ষরতার আন্দোলনের বিজয় অপেক্ষা পরাজয় বেশী ঘটেছে। একজন লেখকের মতে সাহিত্যবিহীন সাক্ষরতা একটি স্বতঃবিরোধী উক্তি।

তবুও এ অবধি সাক্ষরদের জন্য সাহিত্য প্রণেতাদের কয়েকটি মামুলী নির্দেশ দেওয়া ছাড়া, নবশিক্ষিতদের এবং স্কুল-ত্যাগকারীদের ভাষাজ্ঞান এবং তাদের ক্ষমতার মধ্যে সাহিত্য উৎপাদনের সব কিছু বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করা হয় নি।

১৯৫৫ সালে ইউনেস্কো জাতীয় সংগঠনগুলিকে এই সমস্যার ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনার জন্য সাহায্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে অঞ্চলে সাহিত্যের অভাব সর্বাধিক, এবং সমস্যার প্রতিটি দিক্, যথা ভাষা, অর্থনীতি, প্রশাসনিক, সম্পাদকীয় এবং উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেইখানে একটি দীর্ঘপ্রসারী যোজনাকে রূপ দেওয়া হয়। ইউনেস্কোর এই সাহায্যদানের মধ্যে ছিল গবেষণার সাহায্য; শিক্ষাগ্রহণের সহায়তা; বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রেরণ; প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা। ১৯৫৬ সালে ব্রহ্ম, সিংহল, ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এঁদের এক একটি জাতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনা করতে অনুরোধ করা হয় এবং ভবিষ্যতে ইউনেস্কোর কর্মপন্থা সম্পর্কে উপদেশ দিতে বলা হয়। এই কার্যক্রমের ফলস্বরূপ যে বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রযুক্তি মূলক তথ্যপত্রগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেইগুলিই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে। মিঃ চার্লস রিচার্ডস পূর্ব আফ্রিকায় সাহিত্য উৎপাদন ও বিতরণের ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তাঁর সহযোগিতায় এই গ্রন্থটির সম্পাদনা সফল হয়। ডাঃ রুপার্ট ইষ্ট ইতিপূর্বে উল্লেখিত প্রতিনিধিদের বৈঠকের ব্যবস্থাপনা করেন এবং এই গ্রন্থে তিনি তাঁর মতামত টিকাকারে স্থানবিশেষে যুক্ত করেছেন।

সূচী

স্বীকৃতি

সূচনা

ভূমিকা

ভারতের নব-শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ১

—মুস্তাক আহমেদ

পাকিস্তানে বয়স্ক-শিক্ষা-প্রসারের সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধা ১৪

—ইমদাদ হুসেন ও স্যামুয়েল ইফতিকার

সিংহলে পাঠ্যবস্তুর উৎপাদন ২১

সাহিত্য পরিষদ : সংগঠন ও পরিচালনা ২৪

—ব্রুস রবার্টস

সারাংশ ৭৩

—ডাঃ রুপার্ট ইষ্ট

ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতি ৭৬

লাতিন আমেরিকায় মৌলিক শিক্ষা প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ৯২

মুদ্রিত পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে গবেষণা ১০২

—সেঠ স্পলডিং

মৌলিক শিক্ষা পাঠ্যবস্তুর কার্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা সমূহ ১১৩

গ্রামবাসীর বইয়ের চিত্রাঙ্কনের মর্ম বুঝতে পারার পরীক্ষা ১১৮

শব্দের আবর্তন সংখ্যার প্রয়োগ ১২২

—ডাঃ রুপার্ট ইষ্ট

ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অধিবেশনে বিশেজ্ঞদের আলোচনার বিবরণী ১২৬

ভূমিকা

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে অশিক্ষা দূর করার প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের সরকারের নিকট একটি বিশেষ দায়িত্বের রূপ নেয় এবং সরকারী বেসরকারী বহু সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ এই সমস্যার সমাধান বিষয়ে চিন্তা ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন। বিগত এক শতাব্দীর ভিতর বহু ভাষার লিখিতরূপ সৃষ্টি হয় এবং পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই কাজ প্রধানত সেবামূলক সংগঠনের উদ্যোগে ধর্মীয় বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানদানের জন্যই করা হত।

সাক্ষরতা এই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মাত্র নূতন ক্ষমতার্জনের একটি ধাপমাত্র হয়েছিল। এবং "নব শিক্ষিত" এই নূতন শব্দটি, উদ্ভাবিত হয়নি। যারা শিক্ষা পেত তাদের সম্মুখে নূতনতর শিক্ষার সীমা অতিক্রম করার আহ্বান আসত—যার সমীপে সাক্ষরতা দ্বার খুলে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সাক্ষরতার উপরেই সবচেয়ে জোর দেওয়া হতে লাগল। প্রথমে সাক্ষরতার প্রবর্তকেরা মনে করেছিলেন যে মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলাই মানবতাকে একটি মহৎ সম্পদ দান করা। তাঁরা মনে করেছিলেন সাক্ষরতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনেকেই নিরক্ষর সম্প্রদায়ের লোকদের স্বেচ্ছায় সাক্ষরতা অর্জনে সাহায্য করবে—এবং সদ্যসাক্ষররা প্রথম পাঠ থেকে যে সাহিত্য বর্তমান, সেখানে আপনা থেকেই পৌছবে। কিন্তু যে বিষয়টি গণ্য করা হয় নাই তা হল—'প্রয়োজন' থাকলেই যে চাহিদার সৃষ্টি হবে এমন স্থিরতা নেই, এবং এর ফলে নবশিক্ষিতদের উপযোগী গ্রন্থপ্রণয়নের সমস্যাটি অবহেলিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এই ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হওয়া সম্ভব হয়েছে। সাক্ষরতা শিক্ষার আরেকটি মর্ম হল অশিক্ষিত মানুষকে সমাজ ও দেশের কর্মক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্থান অধিকার করতে সাহায্য করা। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি দেখলেই পাঠ্যবস্তু বিতরণের জন্য যে একটি প্রশস্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার তা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এই সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ইউনেস্কো পাকিস্তানে নবশিক্ষিতদের পাঠ্য-প্রণয়ন-বিশেষজ্ঞদের একটি আঞ্চলিক বৈঠকের আয়োজন করে। এই আলোচনায় যে বিবরণী রচিত হয় তাতে বলা হয়েছিল :

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সাক্ষরতা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে যে কারণে তার মধ্যে প্রধান, নবশিক্ষিতের সাক্ষরতা-শিক্ষার পর অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে পড়ার উপযোগী পাঠ্যের একান্ত অভাব, যা পড়ে সে আনন্দ ও লাভ উভয়ই পেতে পারে। যে বয়স্ক ব্যক্তি কোনো সাক্ষরতার পাঠক্রম সফল ভাবে সমাধা করেছে মাত্র, শব্দ চিনতে পারার একেবারে প্রাথমিক ক্ষমতাটুকুই সে আয়ত্ত করেছে,

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরে যে বইগুলি তার পক্ষে সহজ লভ্য হয় তার ভাষা আর বিষয় তার ক্ষমতার অনেক বাইরে। ফলে সে বই পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং যেটুকু ক্ষমতা সে বিপুল অধ্যবসায় ও শ্রমের পরিবর্তে অর্জন করেছিল তাও হারায়। এই একই ঘটনা ঘটে যারা স্কুলে কিছুদূর পড়ে পড়া ত্যাগ করে এবং উপযোগী বোধগম্য সাহিত্যের অভাবে পড়ার অভ্যাস হারায়। পড়ার অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত করা সময়সাপেক্ষ এবং জ্ঞান ও আনন্দ আহরণের স্বকীয় ক্ষমতা অর্জন করা নবশিক্ষিতদের মাত্র কয়েক মাস পাঠাভ্যাসে আয়ত্ত হয় না।

'নব শিক্ষিত' এই আখ্যাটিকে বিশেষ সংকার্ণ অর্থে ধরার প্রয়োজন নেই। 'নব' এই পদটি কালবাচক এবং সেই জন্যই ভ্রান্তিকর, কারণ প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ কালই এখানে নির্দিষ্ট নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যায় নবশিক্ষিতের অর্থে কোন বয়স্ক বা কিশোর ছাত্রকে বোঝায় যে কিনা পড়ার মূল কৌশল কোন না কোন সময় আয়ত্ত করতে পেরেছে কিন্তু, সম্পূর্ণ বুঝে, অনায়াসে এবং দ্রুত পড়তে পারে না। হয়ত কয়েক বছর আগে সে এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছে বা মাত্র গত মাসেই তার পাঠ শেষ করেছে। যে কোন বিচারেই তার পড়ার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া বলা যায় পাঠ্যবস্তুর অভাবে সে তার জ্ঞানকে আর বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। অবশ্য পঠনক্ষমতার মাত্রান্তর আছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতাও অর্জিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে আঞ্চলিক বৈঠকে বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক ব্যাপক ও ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষরতার প্রথম পাঠ ও প্রকাশক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রকাশনের মধ্যে যে ব্যবধান, তা কিভাবে অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে তার বিবরণী পেশ করা হয়। বিভিন্ন তথ্যপত্রে নানা অবস্থায় উপযুক্ত সাহিত্য উৎপাদনের উদ্যোগ ও তার সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবশিক্ষিতদের সাহিত্য যাতে সার্থকভাবে উৎপন্ন করা সম্ভব হয় তার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে বহুবিধ পন্থা বলা হয়েছে এবং বিতরণেরও বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতে নব-শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য উৎপাদনের ব্যবস্থা

এই প্রবন্ধে ভারতে নব-শিক্ষিত বয়স্কদের উপযোগী পাঠ্যবস্তু এবং তার প্রকাশন ব্যবস্থা, প্রকাশিত বই, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী ও বিতরণের ব্যবস্থা, এ সবের একটি প্রাথমিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই কাজ সফল করার পথে যে সকল বাধা ও অসুবিধা দেখা দিয়েছে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। সব শেষে ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর পাঠ্যবস্তু প্রকাশের জন্য অতি আবশ্যকীয় বিষয় ও প্রয়োজনাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সকল ভাষায় পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে হলে গ্রাম ও সহরের লাইব্রেরীগুলির কাজ, শিক্ষা সম্প্রসারণে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদের নির্বাচন, শিক্ষাদান ও পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা, এবং এ সবকিছুর একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন স্থির করা কর্তব্য। এই বিবরণটি তাই পূর্ণাঙ্গ বলে না ধরে ভবিষ্যত কাজকর্মের পক্ষে সহায়ক একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান হিসাবে গণ্য করা হবে।

পাঠ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ভারতে সরকারী, সেবামূলক এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর বহু সাহিত্য প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠান বর্তমান। সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী এদের নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের পৃথক উৎপাদন বিভাগ আছে।

খ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটি এবং পৃথক উৎপাদন বিভাগ আছে।

গ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা কমিটি আছে, বই উৎপাদনের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মারফত নিষ্পন্ন করা হয়।

ঘ) যে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে, যেমন সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ম্যানেজার। সকল ব্যবসায়ী প্রকাশকদের এই শ্রেণীর বলে গণ্য করা যেতে পারে। এঁরা লেখকদের নিকট পাণ্ডুলিপি আহ্বান করেন। প্রয়োজন বোধ করলে তা সংশোধন করেন এবং তারপর প্রকাশ করেন।

শিক্ষা

উপদেষ্টা কমিটির সভ্য, উৎপাদন বিভাগের কর্মী, এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকদের মধ্যে অল্পজনেরই পুস্তক উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আছে। সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সাধারণত সুশিক্ষিত এবং পুস্তক উৎপাদনের বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সে কথা খাটে না। এঁরা সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভাষা, প্রসঙ্গ ইত্যাদির উল্লেখ অনুযায়ী রচনার আদর্শ স্থির করেন। কোন বইয়ের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যে সেগুলি কেবল বড় হরফে ছাপা এবং সহজ ভাষায় লেখা হলেই যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারে।

হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা

উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ; সাধারণ মানুষের রুচি, আগ্রহ এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞানের চাহিদা সব চেয়ে বেশী তা জানা দরকার। প্রকাশিত বইগুলি জনসাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করে তা লক্ষ্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় উৎপাদন কর্মীরা কালেভদ্রে কোন গ্রামে যান এবং এক রকম ধরেই নেওয়া হয় যে, যে বই তাঁরা ছেপে বার করবেন তা যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

উপদেষ্টা কমিটির সভ্যরা সাধারণত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হলেও বয়স্কদের লেখা ও পড়া শেখানোর উপযোগী পাঠ্য রচনার কাজে অনভিজ্ঞ। অবশ্য এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁদের নয়। তাঁদের কাজ বইয়ের বিষয় ও লেখক নির্বাচন করা, পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা এবং ছাপার ব্যবস্থা করা।

প্রকাশন ব্যবসায়ীরা বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পাঠ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত নব-শিক্ষিতদের ক্ষমতা, রুচি এবং অসুবিধা সম্পর্কে এঁদের যৎসামান্য জ্ঞান আছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন প্রকাশক ইতিমধ্যেই কিছু উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ করতে পেরেছেন।

লেখকের প্রতি নির্দেশ

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে লেখকদের তালিম দেন। নিম্নের উধৃতিগুলি থেকে এই তালিমের প্রকৃতি স্পষ্ট হবে।

মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার নির্দেশ ঃ

এই সাহিত্য প্রধানত গ্রামবাসীদের জন্য, এবং সেই কারণে তা লেখা হবে সাধারণ চলতি ভাষায়। লেখকেরা এই নীতিগুলি মনে রাখবেন ঃ

ক) বইয়ের বিষয়বস্তু বয়স্ক পাঠকদের উপযোগী হতে হবে ; খ) ভাষার ভঙ্গী সরল এবং প্রচলিত বাক্যরীতি, প্রবাদ ইত্যাদি মিশিয়ে লেখা হবে ; গ) ছোট ছোট বাক্য ও জোরালো ভাষায় লেখা হবে ; ঘ) প্রাযুক্তিক (technical) শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে ; বইয়ের বিষয়বস্তু নানা ধরনের হতে পারে যেমন, বর্ণনা, ঘটনা, কথোপকথন, গল্প, নাটক, ইত্যাদি।

বোম্বাই নাগরিক সমাজ শিক্ষা সমিতি সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের পাঠোপযোগী সাহিত্য প্রণয়ন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয় এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হবে। বয়স্কদের পাঠ্যবস্তু রচনার সময় এই নীতিগুলি মনে রাখা দরকার ঃ সরল প্রকাশভঙ্গী ও সহজ ভাষা ব্যবহার ; কঠিন শব্দ ব্যবহার না করা ; ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার ; অদরকারী অলঙ্করণ বাদ দেওয়া ; সুপরিচিত বিষয়ের উপমা ব্যবহার ; লোক-কথা, প্রবাদ, ইত্যাদির প্রয়োগ ; ছন্দের ব্যবহার ; হাস্যরসের যথাসম্ভব প্রয়োগ ; গল্প ও শিক্ষাপ্রদ উপকথার যথাসম্ভব ব্যবহার ; তথ্যের নির্ভুল ব্যবহার ও লেখার ভঙ্গী সহজ আর মনোগ্রাহী হওয়া উচিত, যা পড়ে বয়স্ক পাঠকেরা আনন্দ পেতে পারেন।

এই সব নির্দেশ সহজ লেখায় অভ্যস্ত এবং গ্রামের সঙ্গে সুপরিচিত লেখকের পক্ষে অনুসরণ করা অনায়াসেই সম্ভব। কিন্তু অনভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে এই নির্দেশ মেনে লেখা কঠিন হবে। অধিকাংশ লেখকই সহরে বাস করেন, গ্রামের বয়স্ক পাঠকদের বাস্তব প্রয়োজন, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক অসুবিধা আর সমস্যা সম্পর্কে কোন গভীর জ্ঞান তাঁদের নেই। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখাই লেখকের প্রধান কর্তব্য।

তথ্যের নির্ভুলতা পরীক্ষা।

বহু বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান লেখায় ব্যবহৃত তথ্যসমূহ ছাপাবার আগে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে নির্ভুলতা পরীক্ষা করেন। কিন্তু সাধারণ প্রকাশকেরা তথ্যের নির্ভুলতা সম্পর্কে কেবল লেখকদের নিজস্ব জ্ঞানের উপরই নির্ভর করেন।

শিক্ষা প্রসারের কাজের সহায়-সম্বল এবং বাধা বিপত্তি

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজের বিবরণী পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অর্থ, শিক্ষিত কর্মী, লেখক ও অন্যান্য বহুবিধ অভাব হেতু কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী প্রকাশকদের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ঘটে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির এ বিষয় যথেষ্ট অসুবিধা বর্তমান। উপযোগী মূলধন সরবরাহ করলে এই সব প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সাহিত্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। ডাক ও রেল মারফৎ বই পাঠানোর অত্যধিক খরচ সাহিত্যের প্রসারের একটি বাধা। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এর জন্য যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বই কিনতে পারেন না। ছাপার কাগজের অভাব একটি অন্যতম অসুবিধা। অনেক সময় ভাল কাগজ সংগ্রহ করতে না পারার জন্য ছাপার কাজ বিলম্বিত হয়।

ভারতে ছাপাখানার ক্রমান্বয়ে উন্নতিসাধন হচ্ছে। বিভিন্ন মাপের আর ছাঁদের সুন্দর হরফের টাইপ ঢালাইখানায় তৈরী হচ্ছে। বড় বড় সহরগুলিতে মুদ্রাকরেরা বই ছাপা, বইয়ের অঙ্গসজ্জা, বিষয়বস্তু বিন্যাসের কৌশল ভালমত আয়ত্ত করতে পেরেছেন। কিন্তু উৎপাদনের প্রয়োগবিদ্যায় তাঁরা এখনও সুশিক্ষিত নন। ফলে বইগুলি চিত্তাকর্ষক করে ছাপানোর অভাব সর্বত্র দেখা যায়।

প্রতিষ্ঠানগুলির অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে বয়স্কদের সাহিত্য প্রণয়নের জন্য লেখকের এবং উৎপাদন কর্মীর অভাব নাই। পঞ্চায়েত, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী যথেষ্ট পরিমাণে নব-শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী সাহিত্য ক্রয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সদ্য-সাক্ষর বয়স্ক পাঠকদের প্রয়োজন সম্পর্কে যথার্থরূপে অভিজ্ঞ লেখকের গুরুতর অভাব বর্তমান। অতি অল্প লেখকই এই প্রশ্নগুলির কোন সদুত্তর দিতে পারেন : কাদের জন্য তাঁরা লেখেন? কেন লেখেন? লেখায় যে বিষয়ের অবতারণা করা হয় সে সম্পর্কে পাঠক কতটুকু বোঝেন? তাঁরা কি সেই বিষয়ে জানতে আগ্রহশীল? যে উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয় বইটি কি তা প্রকাশ করতে সক্ষম? লেখাগুলি কি সত্যসত্যই পাঠযোগ্য?

অনেক প্রতিষ্ঠান যোগ্য শিল্পীর অভাবের উল্লেখ করেন। বয়স্ক শিক্ষিতদের বই চিত্রাঙ্কিত করার জন্য যে সহজ, সুস্পষ্ট এবং জোরাল ধরনের অঙ্কন পদ্ধতি

প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে অধিকাংশ শিল্পীই অজ্ঞ। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের বোধগম্য চিত্রাঙ্কন করতে সক্ষম এমন শিল্পী কোথাও কোথাও আছেন, কিন্তু তাঁদের সাহায্য কোন প্রতিষ্ঠানই নিতে পারেন নাই।

পাঠ্য বস্তু

সহায়ক পুস্তক

ভারতে বয়স্কদের বর্ণজ্ঞান লাভ করা থেকে স্বনির্ভরতায় পঠনক্ষম হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ঃ

বর্ণ-পরিচয়ের পর্যায় ঃ এই সময়ে অক্ষর পরিচয় এবং হাতে লেখার প্রাথমিক অভ্যাস আয়ত্ত করার উপযোগী বই দরকার।

বর্ণ-পরিচয়ের পরবর্তী পর্যায় ঃ এই সময়ে নানা বিষয়ের উপর লেখা সহজবোধ্য বই ব্যবহার করা হয়। এগুলি ছাত্রের পড়বার এবং লিখবার অভ্যাস আরও বাড়িয়ে তোলে। এই উভয় পর্যায়ের শিক্ষা ক্লাস মারফত দেওয়া হয়ে থাকে। এই পাঠাভ্যাস ৮ থেকে ১২ মাস কাল অবধি চলে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী পর্যায় ঃ ছাত্র এখন ক্লাসে বসে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হয়ে পড়াশুনা করেন। এই পর্যায়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থা থাকে, যেখানে নানা প্রসঙ্গের উপর সহজ ভাষায় লিখিত পুস্তক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর রচনা কি ভাবে রচিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১। কোন বইয়ের পাঠ্যাংশ মোট পাতার সংখ্যার অর্ধেকের বেশী স্থান অধিকার করবে না। বাকি অংশে সরল মনোগ্রাহী চিত্রাঙ্কন থাকবে।

২। ভাব যথাসাধ্য সহজ হবে।

৩। বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাগুলির ঘনিষ্ঠ হবে।

৪। বইটি যদি বড় আকারের হয় তাহলে তা ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত করা হবে।

৫। বাক্যগুলি সর্বদা ছোট আকারের হবে।

৬। কেবল মাত্র চলিত শব্দের ব্যবহার করা হবে।

৭। যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ যথাসম্ভব কম করা হবে।

হরফের মাপ ২৪ পয়েন্ট থেকে ছোট হবে না। সুদৃশ্য প্রচ্ছদ এবং নিখুত ছাপা বয়স্ক-শিক্ষিতদের পাঠ্যবস্তুর একটি আবশ্যকীয় দিক বলে গণ্য করা হবে।

পরবর্তী পর্যায়ের বই

সদ্য-সাক্ষর বয়স্ক পাঠকদের জন্য সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ্যবস্তু, বিশেষত হিন্দী ভাষায়, উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৯৩৬ সালে বিহারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উপর হিন্দী ভাষায় লেখা একশ'টি পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়। এদের দাম ১ আনা মাত্র ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর এই কাজে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। সরকারের সাহায্যক্রমে "প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-গ্রন্থমালা" (Adult Education Series) নামে অনেকগুলি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে "সমাজ শিক্ষামূলক সাহিত্য" উৎপাদনে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু সরল লেখায় অভিজ্ঞ লেখকের অভাবে পাছে কাজ বন্ধ হয়ে যায় এই আশঙ্কায় তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে অনেকগুলি "সাহিত্য কর্মশালা" স্থাপন করেন, যেখানে সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের প্রণালীতে লেখকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার কাল কম হওয়া সত্ত্বেও লেখকেরা নব-শিক্ষিতদের উপযোগী বই রচনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সমর্থ হন। এই "কর্মশালায়" লেখকেরা তাঁদের লিখিত বিষয়গুলি ভাবী "পড়ুয়া"দের পড়িয়ে তার গুণাগুণ পরীক্ষারও সুযোগ পান। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক বইয়ের খসড়াও তৈরী হয়।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর একটি লোক-সাহিত্য কমিটি প্রবর্তন করেন। এই কমিটি ভারতের সকল ভাষায় লোক-সাহিত্য মূলক রচনার পাণ্ডুলিপি কিংবা ছাপানো বই আহ্বান করেন, এবং যেগুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় তাদের লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম পুরস্কার ১০০০৲ টাকা

এবং দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০০৲ টাকা। এ ছাড়া যে বইগুলি পুরস্কার লাভ করে তাদের প্রতিটির হাজার কপি মন্ত্রীদপ্তর ক্রয় করেন।

মন্ত্রীদপ্তরের আরেকটি প্রশংসনীয় কাজ ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রামাঞ্চলে কথিত ভাষার শব্দ-তালিকা প্রস্তুত করা। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি মন্ত্রীদপ্তর শুরু করেছেন। কয়েকটি রাজ্যে এই কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সমাজ-উন্নয়ন কেন্দ্র এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী এই শ্রেণীর পাঠ্যবস্তু ক্রয় করতে আরম্ভ করে। ক্রমে রাজ্য সরকার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশন ব্যবসায়ীরা এই সাহিত্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যোগ দেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে নব-শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী বই প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি এই সাহিত্য প্রণয়নের কাজে উৎসাহ ভরে লেগেছেন। বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মারাঠী, মালায়ালী, গুজরাটী, ইত্যাদি ভাষায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। 'বেঙ্গল ম্যাস এডুকেশন সোসাইটি' নামে একটি সংস্থা বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ে অনেকগুলি বই প্রকাশ করেছেন। বইগুলি ক্লাসে পড়াবার এবং ছাত্রের আপনি পড়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত বইগুলিতে বিষয় বৈচিত্র্য যেমন প্রকাশ পায় তেমনি রচনারীতিরও বহু প্রভেদ দেখা যায়। গ্রাম্য জীবনের নিতান্ত সুপরিচিত বিষয় থেকে জ্ঞান বৃদ্ধির উপযোগী বইও লেখা হয়ে থাকে।

কিন্তু যে প্রশ্নটি পুনরায় করা সঙ্গত হবে, তা হল—এই বিপুল পরিমাণ বইয়ের মধ্যে কতগুলি যথার্থরূপে সন্ত-সাক্ষর গ্রামীণ পাঠকদের পরবর্তী শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম? এর মধ্যে কয়টি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত বহন করে?

পত্রিকা

বয়স্ক পাঠকদের পড়ার আগ্রহ বজায় রাখার পক্ষে সাময়িক পত্রিকা অত্যন্ত উপযোগী, কারণ এদের মারফত দৈনন্দিন সংবাদ সরবরাহ হয়। প্রায় সকল রাজ্যই আপন আপন সাময়িক পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করেন।

প্রদর্শনের উপকরণ

শিক্ষাদানে সহায়তা করার উপায় হিসাবে ভারতে এ অবধি কেবলমাত্র বড় অক্ষরে ছাপা বর্ণমালাই ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া নানা ধরনের

প্রাচীর পত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয় প্রচার করা হয়ে থাকে। যেমন উন্নত ধরনের বীজের ব্যবহার, বসন্ত মহামারী, হাঁস মুরগীর ব্যাধি, চাষবাস, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য, এই ধরনের নানা বিষয়ের প্রাচীর পত্র ব্যবহার করা হয়।

বয়স্কদের শিক্ষার ক্লাসে প্রদর্শনীয় উপকরণ বিশেষ লাভজনক উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের প্রত্যক্ষ উপায় হিসাবে এবং জনশিক্ষা আন্দোলন পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক হিসাবে এদের প্রয়োজন হতে পারে।

জন সাধারণের পাঠরুচি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে গবেষণা ঃ পাঠ্যবস্তুর পূর্বপরীক্ষণ

ভাষা, লিখনরীতি ইত্যাদি বিষয় উপদেষ্টা কমিটি অথবা লেখক ও প্রকাশকের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেখানে প্রতিষ্ঠানের পৃথক উৎপাদন বিভাগ এবং কর্ম বিভাগ আছে সেখানে ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের (শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, গ্রামীণ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ) কাছে যে বিষয়গুলি কমিটি নির্বাচন করে তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে মতামত চাওয়া হয় এবং নূতন বিষয়ের অভিমত চাওয়া হয়। এ ছাড়া বয়স্ক শিক্ষিতদের নিজস্ব আগ্রহ, পাঠরুচি ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট চর্চা করা হয় নাই।

ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের মতানুযায়ী গ্রাম্য বয়স্ক-শিক্ষিতদের মনে যে প্রসঙ্গ আগ্রহ সৃষ্টি করে তা হল প্রধানত ক) ধর্ম বিষয়ক এবং পৌরাণিক গল্পের বই, খ) জাতীয় নেতা, ধর্মপ্রধান এবং সমাজ সংস্কারকদের জীবনী, গ) গল্প এবং পালা পার্বণের গান, ঘ) চাষবাস সংক্রান্ত বই।

কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের নির্বাচিত বই বহুসংখ্যায় ছাপতে দেওয়ার আগে বয়স্কদের ক্লাসে সেগুলি পড়িয়ে পরীক্ষা করে তারপর অনুমোদন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাপাবার আগে বইয়ের পাণ্ডুলিপি সাইক্লোষ্টাইল করে শিক্ষকদের ক্লাসে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এই ক্লাসগুলির কাজ তত্ত্বাবধায়করা লক্ষ্য করেন ; সময় সময় উর্ধ্বতন কর্তারাও আসেন। লেখায় ব্যবহার করা কোন শব্দ, বাক্য, চিত্র যদি সহজবোধ্য কিংবা স্পষ্ট না মনে হয় তা হলে তা বদলানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ, এমন কি বানানের রীতিও প্রয়োজন মত পাল্টে নেওয়া হয়। এই ধরনের পরীক্ষা প্রণালী অবশ্য পুরোপুরী ফলপ্রদ নয়।

পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী সংগঠন

পাঠ্যবস্তু বিতরণের কাজ যে সংগঠনগুলির মারফত করা হয়ে থাকে তা হল, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা; সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের কেন্দ্র; সরকারী ও বেসরকারী লাইব্রেরী; সেবা প্রতিষ্ঠান; প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতা।

প্রথম চারটি প্রতিষ্ঠান বই সরাসরি বিতরণ করে। এরা আপন আপন কর্মী মারফত গ্রামে গ্রামে বই পাঠায়। সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি এবং অন্যের মারফত উভয় পদ্ধতিতেই তাদের প্রকাশিত বই বিলি করে। প্রকাশকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শাখাসমূহ, খুচরা পুস্তকবিক্রেতা এবং তাদের অনুমোদিত এজেন্সীর কাছে বই সরবরাহ করে। প্রকাশকেরা এবং শাখা প্রতিষ্ঠান আবার সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে বই বিক্রি করে।

গ্রামীণ লাইব্রেরী সংগঠনের পদ্ধতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন। "মহীশূর বয়স্ক শিক্ষা সমিতি"র অনুসৃত নীতি হল, কোন গ্রাম পঞ্চায়েত যদি প্রথমে একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি হয় তা হলে লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য বাকি অর্থ সমিতি দিতে স্বীকৃত হয়। এই লাইব্রেরীগুলি সদ্য-সাক্ষর ব্যক্তিদের পাঠ্য বই ছাড়াও অন্যান্য বই, পত্রিকা, এবং খবরের কাগজ রাখে। মাদ্রাজ রাজ্যের লাইব্রেরী সংগঠনের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। এই সংগঠনের চূড়ায় একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রয়েছে। এর অধীনে জেলা লাইব্রেরী, শাখা লাইব্রেরী এবং গ্রামীণ সরবরাহ কেন্দ্র পরিচালিত হয়।

গ্রামীণ পুস্তক সরবরাহ কেন্দ্র যে গ্রামের জনসংখ্যা ৫০০০ এর কম সেই গ্রামেই কেবলমাত্র সংগঠিত হতে পারে। বর্তমানে প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রামীণ লাইব্রেরী স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকদের এই লাইব্রেরীগুলির কাজ কর্ম করার জন্য মাহিনা দিয়ে নিয়োগ করা হয়। সহরের শাখা লাইব্রেরী থেকে এই সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতে বই পাঠানো হয়।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতে সর্বাধিক। এই রাজ্যের জনসাধারণ ত্রি-কোচি গ্রন্থশালা সঙ্ঘের নেতৃত্বে সর্বত্র নিজেদের গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছেন। রাজ্য সরকার ত্রি-কোচি গ্রন্থশালা সংঘকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং লাইব্রেরীগুলিকে অর্থসাহায্য এই সংঘের মারফত করা হয়ে থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের কোন কোন গ্রামীণ লাইব্রেরীতে সাধারণের পড়বার ঘর, মেয়েদের পৃথক পড়বার ঘর, রেডিও, মাসিক ও সংবাদপত্রের সুব্যবস্থা আছে।

অর্থভাণ্ডার

প্রতি স্থানীয় লাইব্রেরীর একটি তহবিল আছে যাতে নিম্নলিখিত প্রাপ্ত অর্থসমূহ জমা করা হয়।

১৯০৮ সালে মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন অনুসারে সংগৃহীত সেস্, সাধারণ গ্রন্থাগারকে প্রদত্ত দান দাতব্য ইত্যাদির মারকত গৃহীত অর্থ; সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ অর্থবরাদ্দ; চাঁদা, জরিমানা ইত্যাদি খুচরা আদায়।

রাজ্য সরকার লাইব্রেরীর তহবিলে অর্থ প্রদান করে থাকেন। এই অর্থের পরিমাণ মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে সংগৃহীত সেসের কম নয়।

যে সকল গ্রামাঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা যে রাজ্যে সমাজ শিক্ষা পরিকল্পনাকে চালু করা হয়েছে সে সকল স্থানের অধিবাসীদের লাইব্রেরী গঠন করার উৎসাহ দেওয়া হয়। কিছু পরিমাণে অর্থবরাদ্দ করা হয় এবং সমাজ শিক্ষা বিভাগের কর্মী এবং উৎপাদন বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় লাইব্রেরীর বইয়ের তালিকা প্রস্তুত এবং খরিদ করা হয়।

গ্রামীণ লাইব্রেরী

ভারতে সাধারণত যেখানে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে সেখানে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়।

গ্রামীণ লাইব্রেরীতে প্রধাণত নবশিক্ষিত বয়স্কদের উপযোগী বিশেষ ধরনে লেখা বই আর সাধারণ বইয়ের তালিকা থেকে বাছাই করা কিছু বই সংগ্রহ করা হয়। নবশিক্ষিতদের উপযোগী সাময়িক পত্র এবং খবরের কাগজ রাখা হয়। বয়স্কদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকদের লাইব্রেরীর কার্য পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য নামমাত্র পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের কাজ মাত্র দুটি: বই জমা ও বিলির খাতার হিসাব লেখা।

স্বভাবতই, এই সব গ্রামীণ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষেরা কাজে যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখান না। নবশিক্ষিত গ্রাহকের সংখ্যাও নিতান্ত কম এবং বইয়ের চাহিদাও সামান্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় পাঠক বই না পড়েই তা ফেরত দেয় কারণ বইয়ের ভাষা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কিংবা পড়ার সময় একটুও নেই। আবার অনেক সময় একটি বই নিয়ে গ্রাহক একা নয়, পরিবারের বহু জনে, বিশেষ করে বাড়ীর মেয়েরা পড়ে আনন্দ পায়।

গ্রামাঞ্চলে গ্রাহকদের মধ্যে সাধারণত পূর্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং স্কুলের ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী। নবশিক্ষিতদের মধ্যে অতি অল্প জনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বই পড়ার চেষ্টা করে। ইউনেস্কোর একটি শিক্ষা সংক্রান্ত দলের (Unesco Group Training Scheme Mysore) কর্মীরা ১৯৫৫ সালে কয়েকটি গ্রামে বয়স্কদের উপযোগী পাঠ্য প্রচার সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে দেখেন মাত্র দু একজন ছাড়া সদ্য-সাক্ষরদের মধ্যে একজনও কোন বই পড়ার চেষ্টা করেনি।

অবশ্য ভারতে সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাবৃত্তির চিত্র সর্বত্রই এইরূপ হতাশাব্যঞ্জক নয় বা এর কোনও উন্নতির আশা নেই এমন নয়। বয়স্কদের শিক্ষার আরও উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পরও তাদের দীর্ঘকাল উৎসাহ এবং সাহায্য করা প্রয়োজন। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষদের এমন ভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার যে তারা বয়স্ক পাঠকদের পড়বার ক্ষমতা এবং তাদের আগ্রহ যথাযথ বিচার করে উপযুক্ত বই বাছাই করে দিতে পারেন। কোন ঘটনা যদি জনসাধারণের মনে সাময়িক ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে তাহলে সে বিষয়ে লেখা বই গ্রামবাসীদের মধ্যে সহজেই কাটে। এইরূপ বিশেষ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা লাইব্রেরী অধ্যক্ষের বিশেষ কর্তব্য।

জনসাধারণের ব্যাপক অশিক্ষা দূর করার কাজে গ্রামীণ লাইব্রেরী এবং তার অধ্যক্ষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতের প্রয়োজন

প্রাথমিক শিক্ষা দান, পাঠ্যবস্তু উৎপাদন এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের সর্বাধিক প্রয়োজনগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

১। বয়স্কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সব রাজ্য সরকারই বয়স্কদের শিক্ষা দানের পাঠ্য-তালিকা তৈরী করেছেন বটে কিন্তু এই তালিকা প্রণয়নের কোন নির্দিষ্ট নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী নেই। তালিকাগুলি পরীক্ষা করে দেখলে মনে হবে যে এদের মান যথেষ্ট উঁচু। কিন্তু এই উচ্চ মান অনুসারে যে শিক্ষা প্রদানের যন্ত্র গঠন করা হয়েছে তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ উপযোগী নয়।

কোন প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষেই, যে কিনা মাত্র সাত বছর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে এবং সমাজ শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে নাম মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছে,—তার পক্ষে বয়স্কদের শিক্ষাদানের পাঠমালা যোগ্যতার

সঙ্গে পড়ানো প্রায় অভাবনীয়। যে বিষয়গুলি তাকে পড়াতে হয় সেই সম্পর্কে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা সে পায় না, কোন সহায়ক বইও তাকে সরবরাহ করা হয় না। সমাজ শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়কদের কাছেও কোন তালিম সে পায় না। এছাড়া তার পারিশ্রমিক নিতান্ত অল্প।

২। অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত তা পরীক্ষামূলক ক্লাসে প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ক) বর্তমান পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা; খ) মৌলিক পাঠ্যবস্তু প্রণয়ণ করা; গ) শিক্ষাদানের আরও কার্যকরী উপায় আবিষ্কার করা এবং অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে এই কাজের যোগাযোগ সাধন, এগুলি অতি জরুরী প্রয়োজন।

৩। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতা নির্ণয় করা আবশ্যকীয়।

৪। নবশিক্ষিতদের পাঠরুচি এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে জানা।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে সহায়ক বইগুলির গুণাগুণ নির্ণয় করা। পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ভারতের ক্ষেত্রোপযোগী করে স্থির করা এবং সেই নিরীখ অনুযায়ী পরীক্ষামূলক পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন করা।

৬। পাঠ্যবস্তুর উপযোগিতা নির্ধারণের সহজ পন্থা উদ্ভাবন করা।

৭। লাইব্রেরী এবং অন্যান্য বিতরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ণয় করা।

৮। মৌলিক পাঠ্যবস্তু এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়ক পাঠ্যের তালিকা প্রস্তুত করা।

৯। বর্তমান শিক্ষা উদ্যোগের সংগঠনের চরিত্র নিরূপণ। প্রতিষ্ঠান গুলির সাংগঠনিক বিবরণ, শিক্ষকদের নিয়োগ, শিক্ষাদান এবং পরিচালনার মান নির্ণয়; তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন ও তাদের শিক্ষাদান; অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

১০। যারা নবশিক্ষিতদের উপযুক্ত পাঠ্যবস্তু তৈরীর কাজে যুক্ত, তাদের শিক্ষার জন্য "সাহিত্য কর্মশালা" প্রবর্তন করা। এই কর্মশালা ৩ মাসের চেয়ে কম সময়ের জন্য স্থাপিত হলে চলবে না। যারা এখানে শিক্ষাগ্রহণ করবে তাদের কেবল মাত্র সরল ভাষায় লেখার কায়দা মাত্র আয়ত্ত করা নয়, বই উৎপাদনের সকল বিষয়েই তাদের শিক্ষা দিতে হবে। এই কর্মশালাতে কয়েক জন মুদ্রাকর ও শিল্পীর অংশ গ্রহণও বাঞ্ছনীয়।

১১। বড় ছাপাখানায় এই জাতীয় পাঠ্যবস্তু ছাপার ব্যয় অত্যধিক বলে ছোট ছোট ছাপাখানার পরিচালকদের ৩।৪ সপ্তাহ এই কর্মশালায় যোগ দিলে এবং বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করলে ছাপার মানের উন্নতি হতে পারে।

১২। "সমাজ শিক্ষা যোগাযোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র" (social education clearing house) এই ধরনের একটি কেন্দ্র প্রবর্তন করা। এই কেন্দ্রের কাজ হবে, ক) সমাজ শিক্ষার সংগঠনগুলিকে শিক্ষা উদ্যোগের বিস্তারিত খবরাখবর জানানো, পাঠকদের মধ্যে পাঠ্যবস্তুর প্রচার এবং প্রয়োজনের বিষয় জানানো, খ) গবেষণার কেন্দ্রগুলিতে তথ্য সরবরাহ করা, গ) সমাজ শিক্ষায় নিযুক্ত কর্মীদের সমস্যাসমূহ গবেষকদের জানানো, ঘ) কর্মীদের প্রয়োজন মত সাহায্য লাভের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা।

১৩। গ্রামীণ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষদের লাইব্রেরী পরিচালনার অন্তত সামান্যতম প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাঁরা বয়স্ক শিক্ষিতদের রুচি ও আগ্রহ উপলব্ধি করবেন এবং সমাজ শিক্ষায় গ্রামীণ লাইব্রেরী তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবেন।

১৯৫৬ সালে শ্রীমুস্তাক্ আহমদ্ কর্তৃক প্রদত্ত জামিয়া মিলিয়ার গবেষণা, শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র, এবং ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত একটি অনুসন্ধান কার্যের বিবরণী অনুসারে এই প্রবন্ধটি রচিত।

পাকিস্তানে বয়স্ক-শিক্ষাপ্রসারের সমস্যা ও সুযোগ-সুবিধা

পাকিস্তানে বয়স্ক শিক্ষার প্রচেষ্টাকে রূপ দেওয়ার উপলক্ষ্যে যে প্রয়োজন-গুলি অনুভব করা গেছে তা হল ঃ

অশিক্ষিত বয়স্ক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা লাভের উৎসাহ এবং আগ্রহ সঞ্চার করা ;

জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন সফল করার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ এবং আগ্রহ সৃষ্টি করা ;

শিক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী পুস্তকের গভীর অভাব। প্রায়ই বহু শিক্ষার্থী মিলে একখানি বই পালা করে পড়ে। এ ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ের সহায়ক বইয়েরও একান্ত অভাব।

নানা আঞ্চলিক ভাষা এবং তার আরও বিভিন্নতর কথ্য রূপ আছে, কোন কোনটির লিপিরূপ পর্যন্ত বর্তমানে নাই। পাকিস্তানে দুটি প্রধান ভাষা, বাংলা ও উর্দু সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃত। এই ভাষা দুটির শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বের।

সাধারণ ভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যাপক অভাব।

দিনের বেলা বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস ধারাবাহিক ভাবে চালু করা সম্ভব হয় না। বিশেষত গ্রামের সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই দিনের বেলা মাঠে কাজ করেন।

বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস বেশীর ভাগ খোলা জায়গায় মাটিতে বসে নেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে দারুণ গরমে পড়াশুনা সম্ভব হয় না। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা নেই এবং রাত্রিবেলা লণ্ঠনের আলোয় পড়াশুনার অসুবিধা হয়।

গ্রামবাসীদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই।

বয়স্কদের লেখাপড়া শেখার মানসিক সঙ্কোচ। পড়ায় ভুল করায় অন্যেরা পরিহাস করলে ছাত্র ক্লাসে আসা বন্ধ করে দেয়।

পাকিস্তানে গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে চিরাচরিত অভ্যাস পাল্টাবার চেতনা অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। নূতন ভাবধারাকে প্রায়ই তারা বাধা দেয় এবং যে কোন নূতন শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য অতীতে পাকিস্তানে যে কারণ দেখান হোত তা হল : শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারবে ; চিঠিপত্র নিজেরাই পড়তে পারবে ; মহাজনদের কাছে প্রতারিত হতে হবে না ; নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজন আরও ভালমত বুঝতে পারবে।

শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য ধর্মীয় প্রেরণার যুক্তি মেনে নিয়েও অন্য আর একটি সত্য মনে রাখা দরকার। সেটি হল—যে বিষয়ে কারও আগ্রহ সর্বাধিক সেটি সে শেখে সবচেয়ে সহজে। আর তার একান্ত প্রয়োজন যেটি সেটিই তার আগ্রহের বিষয়।

বয়স্কদের শিক্ষার পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে প্রথমে এই শিক্ষার বাস্তব সার্থকতা জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন করতে হবে। এই পথেই শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভব ; এবং শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে সমাজোন্নয়ন মূলক অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনাকে গেঁথে নেওয়া উচিত। পাকিস্তান সরকার এই প্রয়োজনটি যথার্থ উপলব্ধি করেছেন এবং শিক্ষা-পরিকল্পনাকে গ্রামীণ কৃষি-শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার (Village AID) মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এই কাজের সমূহ ভার অর্থনৈতিক মন্ত্রীদপ্তরের উপর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাপ্রসারের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত শিক্ষকদের যথার্থরূপে শিক্ষা দেওয়া। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে লেখা ও পড়ার প্রাথমিক অভ্যাস কয়েকটি সুপরিচিত প্রণালীতে, যেমন "মৌলিক শব্দ পরিচয় পদ্ধতি" (Ke,-Word Methcd) অথবা ডাঃ লবাক এর "চিত্র পরিচয় পদ্ধতি" (\ssociation Picture Method) এদের মারফত সহজে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই শিক্ষা দেওয়া যায়। বয়স্ক শিক্ষার ক্রিয়াপদ্ধতি, মনস্তত্ত্ব, এবং সাংগঠনিক জ্ঞানে শিক্ষকদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পাকিস্তানে বয়স্কদের শিক্ষা প্রসারের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের এরূপ একটি জটিল কাজে নিয়োগ করা। মনস্তাত্ত্বিক কারণে বয়স্ক শিক্ষার জন্য গতানুগতিক পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয়। এই কাজের ভার নেওয়ার জন্য যথার্থ সুযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন, এবং সেই শিক্ষককে বিশেষত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সুপরিচিত হতে হবে।

গ্রামীন AID পরিকল্পনা অনুসারে বয়স্ক শিক্ষার কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষকদের তালিম দেওয়ার এবং উপযোগী পাঠ্য

প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশেই এই কাজ শুরু করা হয়েছে।

কথ্য ভাষার সমস্যা

বহু সংখ্যক কথ্য ভাষা থাকায় এবং এদের অনেকেরই আক্ষরিক লিপি না থাকায় শিক্ষা প্রসারের গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার তা হল ঃ

শিশু ও বয়স্ক সকলেই তাদের মাতৃভাষায় সবচেয়ে সহজে শিক্ষার মর্ম গ্রহণ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা কোন কোন অবস্থায় মৌখিক উপায় এবং দৃষ্টি সহায়ক (visual) উপায়ে দেওয়া যেতে পারে, বিশেষরূপে যে সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন আক্ষরিক লিপি সৃষ্টি হয় নাই। কোন বিকল্প ভাষা কেবল আঞ্চলিক সুবিধা অনুসারে স্থির না করে আন্তর্জাতিক ব্যবহারের সুবিধানুযায়ী স্থির করা কর্তব্য।

বয়স্কদের প্রয়োজন সাপেক্ষ সাহিত্য প্রণয়ন

এ পর্যন্ত যে পাঠ্যবস্তু পাকিস্তানে প্রস্তুত করা হয়েছে তা বয়স্কদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সমকক্ষ নয়; যে জ্ঞান তাদের রুজি-রোজগার ও পেশার পক্ষে প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিতে পারে এই বইগুলিতে তা পাওয়া যায় না। বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য বস্তু কি প্রকৃতির হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ইউনেস্কোর তথ্য পত্রিকায় বলা হয়েছে ঃ বয়স্কদের শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য তাদের গঠনক্ষম করে তোলা; দ্বিতীয়ত তা হবে এমন শিক্ষা যা তাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করতে পারে; বিশেষত স্বাস্থ্য আমোদ প্রমোদ, অবসর সময়কে সুব্যবহার করা এবং উদার জ্ঞানের বিষয় সমূহ থাকা প্রয়োজন।

মূল সমস্যাটি হল—সদ্য-সাক্ষরদের পক্ষে যথার্থরূপে উপযোগী সাহিত্যের একান্ত অভাব।

বর্তমান সাহিত্য

বর্তমানে যে বইগুলি বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

পুস্তক আকারে—'দানা ইকবাল' 'ইল্‌ম কি আইনাক্' 'আক্কেকি কাহানী' "ভাইকি রাওয়াদারা" 'সুনেরী জিন্দগী' 'মির্জা সাহিবান' 'ইসলাম কি মুজাহিদ' 'পুরান ভগত' 'বড়দের লেখাপড়া' ইত্যাদি।

প্রচার পত্র ও পুস্তিকা

নানা প্রয়োজনায় বিষয়ে বয়স্কদের জন্য প্রচার পত্র প্রকাশ করা হয় : রোগ নিবারণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, লেখাপড়া শেখার গুরুত্ব, বিশুদ্ধ জল পান, বয়স্কদের ভোটাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে লেখা প্রচার পত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে অন্যান্য দেশে অত্যন্ত উপযোগী বলে বিবেচিত হয় এবং ঐ গুলি ছাপার খরচ খুব বেশী নয়। গ্রামীণ AID সংগঠন সম্প্রতি কয়েকটি এই ধরণের মনোগ্রাহী পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

পাঠ্য ও সহায়ক সাহিত্য উৎপাদনের একটি মৌলিক প্রয়োজন—লেখকদের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার পরিচয় গ্রহণ করা, চাষী, শ্রমিক, কেরাণী এদের চলতি ভাষা জানা। লেখায় চলতি কথার ধরন ও শব্দ ব্যবহার করা বিশেষ উপযোগী।

মিঃ বিভার এবং তাঁর সহযোগীরা এই জাতীয় নূতন পাঠ্য প্রণয়ন করেছেন।

ছাপার সমস্যা

কাগজ : স্বল্প ব্যয়ে কাগজ, ছাপা, বাঁধাইয়ের দুর্মূল্যতা হেতু সস্তায় বই উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। সদ্য-সাক্ষরদের পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য বিশেষতঃ নিউজ্ প্রিন্ট আরও অধিক সরবরাহ হওয়া দরকার।

ছাপার মেশিন এবং শিক্ষিত কারিগর : সরকারী পর্যায়ে মুদ্রণ শিল্পে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য লেখক, শিল্পী, সম্পাদক এবং মুদ্রণ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বিদেশে শিক্ষা লাভের সুবিধা দান প্রয়োজন। বর্তমানে বেশীর ভাগ কারিগরই অশিক্ষিত। এ পর্যন্ত লিথো মুদ্রণের প্রচলিত পদ্ধতি অত্যন্ত অপব্যয়কারী। ছাপার মেশিন সরবরাহ করারও অধিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

লিপি কলা (Calligraphy)

ইউনেস্কোর বুনিয়াদী শিক্ষা মিশন পাকিস্তানের লিপি পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন যে পুরানো পদ্ধতি অনুসারে সব কিছু পাথরের চাতালের উপর হাতে লিথো করার অভ্যাস বর্তমানে অচল। এই পদ্ধতির বিশেষ অসুবিধা হল, গোটা বইটি একজন মাত্র লিথো শিল্পীকে দিয়ে খোদাই করাতে হয়। যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করতে হলে নাস্তালিক লিপি নাস্খ লিপিতে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। নাস্খ লিপির ব্যাপক প্রচলন দরকার।

বিতরণ ও লাইব্রেরী ব্যবস্থা

পাকিস্তানে লাইব্রেরী এখনও সম্পূর্ণ প্রসার লাভ করে নাই। গ্রামগুলি

প্রায়ই দূরে দূরে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভাল নয়। লাইব্রেরীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, একটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীকেই বহু গ্রামের চাহিদা মেটাতে হয়। কর্মীর অভাবও যথেষ্ট।

গ্রামাঞ্চলে বই সরবরাহ সাধারণত প্রকাশকরাই করে থাকে। তারা পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে বই পৌঁছে দেয়, যাদের মারফৎ বইগুলি খরিদ্দারদের কাছে পৌঁছায়। কখনো বই নিয়ে বইএর এজেণ্টরা গ্রামে গ্রামে যায়, চাষীদের কাছে বই দিয়ে আসে, আবার ফসল তোলার সময় মূল্য ফেরত পায়।

সদ্য-সাক্ষরদের জন্য বই স্কুল পরিদর্শকের মারফৎ পৌঁছান হয়। প্রকাশক এবং শিক্ষাবিভাগ উভয়ই স্কুল পরিদর্শকের কাছে বই পাঠায়। পরিদর্শকেরা বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে হেডমষ্টারদের কাছে এই বই দেন, এবং তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষকদের দেন।

বর্তমানে গ্রামীণ AID সংগঠনের কর্মীরা বই বিতরণের ভার নিয়েছেন। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিও এদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

শিক্ষাপ্রসার সংক্রান্ত গবেষণা

পাকিস্তানে গ্রামবাসী মানুষদের পাঠরুচি সহরে মানুষের রুচি থেকে ভিন্নতর। গ্রামীণ মানুষ আন্তর্জাতিক ঘটনা নিয়ে তত মাথা ঘামাতে ইচ্ছুক নয়। স্থানীয় বিশেষ বিশেষ সংবাদ ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা তার মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বের ও জাতির খবর যদি একান্ত ঘরোয়া ভাবে তাকে এনে দেওয়া যায় তা হলেই তার মনে তা কৌতূহল জাগাতে পারে।

উপযোগী বিষয় সমূহ এবং তার বিভাগ

পাকিস্তানে গ্রাম্য জনসাধারণের আগ্রহের বিষয়গুলি নিম্নলিখিত বিভাগে ফেলা যায়:

কৃষি বিষয়ক

পাকিস্তানের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ গ্রামবাসী; এই কারণে পাঠ্য বিষয় কৃষি সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেমন জমি সংরক্ষণ, জলসেচ, বৃক্ষরোপন, ইত্যাদি। আবহাওয়া, ফসলের হানিকর ব্যাধি, উন্নত ফসল ও ফলন বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সার, কৃষির যন্ত্রপাতি, বাজারের সংবাদ এ সকল বিষয়ের খবরাখবর খুব দরকারী। পাকিস্তানের সমুদ্রোপকূল ৭৪০

মাইল দীর্ঘ এবং মাছের ব্যবসা একটি প্রধান উপজীবিকা। সামুদ্রিক মাছের তথ্য, মাছের চাষ ও অন্যান্য খবর খুবই আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে।

ধর্ম ও নীতি মূলক

পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ, সে কারণে ধর্ম এ দেশের মানুষের অধিকাংশের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বের বিষয়। এজন্য পয়গম্বর, ধর্মগুরু এবং পীরদের কাহিনী বয়স্ক জনসাধারণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার বিষয়। ধর্ম ও নীতিমূলক মনোগ্রাহী লেখা খুবই উপযোগী বিবেচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষক ও গ্রামীণ AID কর্মীরা জনসাধারণের ধর্মমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহকে ইতিমধ্যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে ব্যবহার করেছেন।

সংস্কৃতি

পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে লোককথা, লোকাচার, নানান দেশজ প্রথা এবং আচরণ সমাজজীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত মানুষেরাও এই সব গান, কথা, ছড়া অনায়াসে বলতে পারে। বয়স্কদের সাহিত্যে এই সকল বস্তুর ব্যবহার বিশেষ উপযোগী।

স্বাস্থ্য এবং অনাময় ব্যবস্থা (Sanitation)

ভগ্নস্বাস্থ্য পাকিস্তানের একটি প্রধান সমস্যা। রোগ ও দারিদ্র্যের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয় যদি জনসাধারণের মধ্যে এই সম্পর্কে শিক্ষামূলক প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করা যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জল, মশামাছি, খোস-পাচড়া, চোখ ওঠা, বায়ু চালন, গ্রামের অনাময় ব্যবস্থা, মহামারী, ইত্যাদি বিষয়ে এই সব প্রচার পত্র ছাপা যেতে পারে।

সামাজিক জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, পেশাগত শিক্ষা

পাকিস্তানের জনসাধারণের মনে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হারে প্রকাশ পাচ্ছে। রেডিও, টেলিফোন, সিনেমা, আধুনিক কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসা, এই সকল বিষয়ে জ্ঞানের ঔৎসুক্য গ্রামবাসীদের শিক্ষায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিবাহের সমস্যা, কুসংস্কার, সাংসারিক অর্থনীতি, নাগরিক অধিকার, ভোট ও তার গুরুত্ব, শাষণব্যবস্থা, দেশবিদেশের মহাপুরুষদের জীবনী, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, এ সকল উপযোগী বিষয়।

নারীদের প্রয়োজনীয় বিষয়

গৃহের পরিচ্ছন্নতা, রান্নাবান্না, জামা তৈরী, গার্হস্থ্য বিদ্যা, শিশুপালন, সঞ্চয়, বিখ্যাত নারীদের জীবনী, শিশুদের মনস্তত্ত্ব, প্রসূতির সেবা, ধর্মোপদেশ, কুটীর

শিল্প, সাংসারিক সম্পর্কের উন্নতি, আচার, মোরোব্বা, চাটনী তৈরা, ইত্যাদি। অনেক মহিলা লেখিকা ইতিমধ্যেই নারীদের জানবার বহু বিষয়ে সাহিত্য প্রণয়ন করছেন।

পাঠ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে পাঁচটি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান সদ্য-সাক্ষরদের জন্য পুস্তক রচনায় নিযুক্ত। এরা হল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগ; পাঞ্জাব ধর্মপুস্তক সমিতি; মেসার্স ফিরোজসন্স; আনসার সংগঠন; সদ্য-সাক্ষরদের পুস্তক প্রণয়ণে এই প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য হলেও যথেষ্ঠ নয়। গ্রামীণ AID সংগঠন এই কাজে সহযোগিতা করবেন স্থির করেছেন।

কয়েকটি সহায়ক উপদেশ

বয়স্ক পাঠকদের রুচি এবং পাঠ্য বিষয়ের আগ্রহ নিরূপণ করার জন্য ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন। এ কাজ সফল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা গ্রহণ করা কর্তব্য। সরকারী বিভাগ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের নিয়ে একটি সম্মিলিত বোর্ড গঠন করা কর্তব্য।

প্রত্যেক ভাষাঞ্চলের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক সাপ্তাহিক প্রকাশ করা কর্তব্য। এই সাপ্তাহিকের ভাষাও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। ডাঃ. লবাকএর অধুনাতম eclectic পদ্ধতি পাকিস্তানে ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

সুযোগ্য লেখকদের সাহার্য্য নেওয়া দরকার, যাঁরা পাকিস্তানের সদ্য-সাক্ষর বয়স্কদের ভাষা ও প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করে এদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে পারবেন।

কাগজ ইত্যাদির সুলভ ব্যবস্থা করা উচিত। পাঠ্যবস্তুর মূল্য কম করার জন্য অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

লেখক, মুদ্রাকর, শিল্পী এবং প্রকাশকদের বয়স্ক-সাহিত্য উৎপাদনের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

যথাসম্ভব, গ্রামগুলিতে ছোট ছোট লাইব্রেরী গঠন করা।

শ্রুতি-নিরীক্ষণ ব্যবস্থা, (audio visual aid) যেমন ফিল্ম, চার্ট ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলন করা।

উত্তরপর্যায়ের পাঠ্যবস্তু কেবল বয়স্কদের জন্যই দরকার নয়; যে অসংখ্য শিশু প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের পর আর পড়ার সুযোগ পায় না এবং পরে অশিক্ষিতদের মধ্যে স্থান নেয়, তাদের জন্যও বিশেষ দরকার।

সিংহলে পাঠ্যবস্তু উৎপাদন

সিংহলে বয়স্কদের শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র অশিক্ষা নিবারণের পর্যায়তেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই। সিংহলে শিক্ষিতের হার অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে যথেষ্ট অধিক, প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। এখানে বয়স্ক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য গ্রাম্য মানুষদের খাদ্য উৎপাদন, অবসর সময় লাভর্জনরূপে ব্যবহার করা, স্বাস্থ্য এবং যোগ্য নাগরিক হওয়ার শিক্ষা দান।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

প্রাচীন কাল থেকে পিরিভেনা নামে দেশীয় পাঠশালা বড় বড় বৌদ্ধ মঠে জনসাধারণের শিক্ষার কাজ নিষ্পন্ন করত।

এই মঠগুলি সিংহলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বয়স্কদের ধর্ম, দর্শন এবং প্রাচ্য ভাষার শিক্ষা দিতেন। বিদেশী শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষা কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়, যদিও এরা সিংহলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখা ও তা প্রসারিত করার দায়িত্ব ধারাবাহিকরূপে পালন করে যায়।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে, সিংহলের শিক্ষাবিভাগের আর্থিক সাহায্য এবং উদ্যোগে বয়স্কদের জন্য নৈশ পাঠশালা স্থাপনের আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই পাঠশালাগুলিতে ইংরাজি শেখার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। ফলে গ্রামের অশিক্ষা দূর করতে সমর্থ হয় নি।

১৯১৪ সালে শিক্ষাবিভাগ গ্রামীণ স্কুলগুলিতে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস প্রবর্তন করেন। স্কুল পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে স্কুলের শিক্ষকেরা সন্ধ্যাবেলা এই ক্লাসে পড়াতেন। ১৯৪৫ সালে শ্রুতি-নিরীক্ষণ উপায় (A-V aids) ব্যবহার করার ফলে ক্লাসগুলির সাফল্য অনেক প্রসারিত হয়। দূর দূরাঞ্চলে রেডিও সরবরাহ করা হয় এবং ভ্রাম্যমাণ সিনেমা বয়স্কদের নানা শিক্ষামূলক চিত্র গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শন করে ঘুরতে থাকে।

১৯৪৮ সালে একটি নূতন স্থচনা হয়। এই বছরে এক নূতন ধরনের কেন্দ্র খোলা হয়। লেখাপড়া শেখানো ছাড়াও বয়স্কদের বহুতর আনন্দদায়ক ব্যবস্থা করা হয়, যেমন খেলাধূলা, সংগীত, নাটক ইত্যাদির চর্চা ও উপভোগ।

বর্ত্তমান অবস্থা

বৌদ্ধ মঠের পরিচালিত পিরিভেনাগুলির মারফত দেশের বহুস্থানে দর্শন, ধর্ম এবং ভারতীয় আর্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্নতর পিরিভেনায় ১৫ হতে ২০ বছর বয়সের ছাত্রদের ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়। পিরিভেনার কাজ শিক্ষা বিভাগের পর্যবেক্ষকেরা নিয়মিত পরিদর্শন করেন।

নৈশ পাঠশালা

যে সকল বয়স্কদের লেখাপড়া শেখা সুযোগাভাবে অসমাপ্ত থেকে যায়, তারা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্লাস এবং শিক্ষাকেন্দ্র

১৯৪৮ সালে গ্রামোন্নয়ণ পরিকল্পনা প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ক্লাস সর্বত্র খোলা হতে থাকে। এ ছাড়া শিক্ষাবিভাগ গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও, নাগরিকতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়েও জ্ঞানদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলাধূলা, সংগীত, নাটক, রেডিও, সিনেমা এবং লাইব্রেরী ও পাঠগৃহের ব্যবস্থা আছে।

শ্রুতি-নিরীক্ষণমূলক ব্যবস্থা (Audio-Visual aid)

গ্রামের স্কুল এবং সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে রেডিও সেট বিতরণ করা হয়েছে। সিংহলের বেতার কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

গ্রামোন্নয়ন সমিতি

সিংহলের গ্রামে গ্রামে এই সমিতি গঠিত হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের সহযোগ এবং স্বয়ম্ভর হতে শিক্ষা দেওয়া; খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া। বর্তমানে এই ধরনের প্রায় ৬০০টি সমিতি আছে।

বয়স্ক শিক্ষার সংগঠন

দুই ধরনের বয়স্ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে: একটি বয়স্কদের প্রাথমিক পাঠশালা; অন্যটি শিক্ষাকেন্দ্র। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি ক্লাস খোলা হয়। পরে সেটি জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে তাকে কেন্দ্র হিসাবে পরিণত করা হয়। সেই অঞ্চলের কোন স্কুলমাষ্টার স্থানীয় স্কুল, উন্নয়ন কেন্দ্র অথবা

বৌদ্ধ মন্দিরের সভাগৃহে ক্লাস নেন। সপ্তাহে তিনদিন ১ ঘণ্টা করে ক্লাস নেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক বিষয়, যেমন গান, অভিনয় এবং খেলাধুলা এর সাথে যুক্ত হয়। হাতের কাজ, যেমন বেত, দড়ি ও ছোবড়ার কাজ, মেয়েদের জন্য বোনা, তাঁত ও ঝাঁপি তৈরী শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রের সঙ্গে একটি লাইব্রেরী যুক্ত থাকে।

প্রচলিত ও বর্তমান পাঠ্যবস্তু

বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি বই বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে মিনেরীয়াতে প্রতিষ্ঠিত মৌলিক শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনা সদ্য-সাক্ষরদের জন্য বিশেষ ধরনের সাহিত্য উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যে বইগুলি এই সূত্রে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে "রাজা রত পোথা" (রাজার দেশের কথা) প্রথম। এই বইখানি স্থানীয় ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত, এবং এর উদ্দেশ্য ছিল পাঠকদের পূর্বপরিচিত কাহিনী বর্ণনা করে বইখানিতে আগ্রহ সৃষ্টি করা। এরপর "জন কবি" (লোকসংগীত), "লঙ্কা মাতা" "আপে আহারায়া" (আমাদের খাদ্য) "দুতুগেমুনু রাজথুমা" (নৃপতি দুতুগেমুনু) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ইউনেস্কোর অর্থ সাহায্যক্রমে "বোদু কথামালা" (বৌদ্ধ গল্পের মালা) এবং "লঙ্কা কথা" প্রকাশ হয়।

শিক্ষা বিভাগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বিষয়ক আলোচনার প্রাচীরপত্র বার করেন। একটির বিষয়বস্তু ছিল সিংহলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আরেকটি ধান্য উৎপাদন সম্পর্কে। শিক্ষকদের ছাপানো নির্দেশাবলী দেওয়া হত যা আলোচনার সহায়ক হত। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেকগুলি শিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বিষয়গুলি যথাক্রমে পরিচ্ছন্নতা, ভূমিসংরক্ষণ, সুরাসক্তি, প্ররিশ্রম, শিক্ষা, লেখাপড়া শেখার উপকারিতা, লোকনৃত্য, জুয়াখেলা, কুটীরশিল্প, ফুলের বাগান এবং রোপন। এই পুস্তিকাগুলি ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে ছেপে প্রকাশ করা হয়।

গ্রাম্যগাথা

সিংহলের গ্রামাঞ্চলে পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা ও দেবদেবীর কাহিনী সম্বলিত গ্রাম্যগাথা বিপুল পরিমাণে প্রচলিত। এই সাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয় এবং অল্প মূল্যে ছোট ছোট পুস্তিকাকারে পাওয়া যায়। জনশিক্ষার বাহকরূপে এই সাহিত্য সুদীর্ঘকাল থেকে সিংহলে প্রচারিত হয়ে আসছে। গ্রামের কোন বিশেষ ঘটনা পদ্যে লেখা হয়ে "কবি কোলা" নামে প্রকাশ হয়।

গ্রাম্য কবি ১০ থেকে ২০ ছত্রে এই পদ্য লেখে এবং সেই অঞ্চলের সর্বত্র তা বিক্রি হয়।

সিংহলে গ্রামবাসীদের অক্ষর পরিচয় সাধারণত বৌদ্ধ মঠের পুরোহিতদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুসারে উন্নত জীবন যাত্রার উপযোগী শিক্ষার জন্য নূতন পাঠ্যবস্তুর প্রয়োজন।

পাঠ্যবস্তু উৎপাদন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব "স্বভাষা বিভাগ" গ্রহণ করেছেন। সিংহলে লাইব্রেরীর অভাব গুরুতর। গ্রামাঞ্চলে লাইব্রেরীর অস্তিত্বও নাই। বৌদ্ধ মঠগুলিকে কেন্দ্র করে লাইব্রেরী সংগঠন করা সম্ভব। এই উপায় অবলম্বিত হলে মঠের পুরোহিত শিক্ষকদের সহযোগিতায় ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার সম্ভব।

সাহিত্য-পরিষদ : সংগঠন ও পরিচালনা

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক "এডুকেশন এ্যাব্‌সট্র্যাক্‌ট্‌স্‌" নামে শিক্ষা পত্রিকার একটি সম্পূর্ণ খণ্ডে সাহিত্য পরিষদ ও উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়। এই সূত্রে লেখা হয়, "প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার নিয়ে এ অবধি অনেক লেখা ও তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সদ্য-সাক্ষরদের পরবর্তী পাঠের উপযোগী সাহিত্য প্রণয়নের বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে যখনই অনুসন্ধান করা হয় তখনই দেখা যায় এ বিষয়ে কি সামান্য পরিমাণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য, মর্ম, এ সবের আলোচনা যদিও মূল্যবান কিন্তু তা সাহিত্য উৎপাদনের উপযোগী একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক নয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় :

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে সবচেয়ে উপযোগী সংগঠন কিরূপ ? ব্যয়হার কি ভাবে স্থির করা হবে ? ভাষা, লেখকস্বত্ব, উৎপাদন এবং বিতরণের সমস্যা কি ভাবে সহজেই সমাধান করা সম্ভব ?"

এই প্রবন্ধে প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের অনেক জায়গায় সাহিত্য পরিষদের গঠন ও কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা স্থানীয় প্রয়োজন এবং অবস্থার অনুপাতেই স্থির করা কর্তব্য। তা সত্ত্বেও কয়েকটি সাহিত্য-প্রণয়ন কেন্দ্রের কার্যধারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত কাজের বিষয়ে যথেষ্ট মতৈক্য বর্তমান। এবং এই লক্ষ্যের উপলব্ধির জন্য যে সব বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার গুণগত পর্থক্য খুব বেশী নয়। মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায় : কোন পরিপ্রেক্ষিতে কোন পন্থা সবচেয়ে উপযোগী। কোনটি দূর লক্ষ্যে পৌছবার অনুকূল, কোনটি আশু উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করা উচিত।

কয়েকটি সাহিত্য পরিষদ ও উৎপাদন কেন্দ্রের কাজের বিবরণ এবং বিকল্প পদ্ধতির পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের পটভূমিও প্রদর্শন করা হয়েছে, যা থেকে পাঠক তাঁর নিজ এলাকায় এদের প্রয়োগের উপযোগিতা বিচার করতে পারবেন।

অঞ্চল অনুসারে এককালীন এবং দফায় দফায় ব্যয়ের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়। ব্যয়হারের রূপ তাই ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধে সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন খাতে অবশ্যকীয় ব্যয় ও কর্মীর সংস্থান, এই উভয় বিষয়ই দেখানো হয়েছে। পাঠক এ থেকে তাঁর নিজ এলাকার প্রাথমিক ব্যয় অবস্থানুপাতে স্থির করতে পারবেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, যে হিসাবপত্র পাওয়া যায় তা খুঁটিনাটি বিষয়ের হিসাব দিতে পারে না। অধিকাংশই সাধারণত বিভাগীয় রিপোর্ট বা স্মারকলিপি, যা সাধারণের জ্ঞাত নয়। যাঁরা এই কাজে অগ্রগামী একমাত্র তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বিবৃতির উপর নির্ভর করে এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

সাহিত্য পরিষদের প্রয়োজন কেন?

যেখানে পাঠ্য বস্তুর অভাব সর্বব্যাপী সেখানে তা মেটাবার জন্য সরকারের উপযুক্ত ব্যয়-বরাদ্দ করাই কি প্রকৃত সমাধান নয়? সরকারী বিভাগগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় বিশেষ পাঠ্যপুস্তক এবং আনুষঙ্গিক সাহিত্য প্রণয়নের উপযোগী অর্থবরাদ্দ করা যেতে পারে এবং অন্যান্য যা কিছু তা প্রকাশক ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে উৎপন্ন হতে পারে। সেখানে একটি নূতন সাহিত্য পরিষদ সৃষ্টির কি প্রয়োজন?

এই প্রশ্নের উত্তর বহুমুখী। প্রথমত ব্যবস্থার প্রশ্ন। একটি উন্নতিকামী জাতির সাহিত্যক্ষুধা মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক আর শিক্ষাদান বিষয়ক পুঁথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। সরকারী বিভাগের চাহিদার বাইরেও অনেক মূল্যবান সাহিত্য আছে। তেমনি অতি সাধারণ স্তরের বই উৎপাদন এবং বিতরণ করতে হলেও বহু জনের মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, যারা কোন একটি বিভাগে কাজ করে না। তা ছাড়া অনেকগুলি সরকারী বিভাগ দ্বারা একই কাজ বার বার করার প্রথা অপচয়শীল।

এই জন্যই একটি বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্য সংগঠনের উপর এই কাজের ভার দেওয়া উচিত। সাহিত্য পরিষদ সেই প্রয়োজন মেটাতে পারে।

নিরক্ষরতা কোন স্বতন্ত্র ঘটনা নয়

নিরক্ষরতা, বইয়ের অভাব আর অর্থনৈতিক অনুন্নতি—এগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। ইউনেস্কোর প্রকাশিত সাহিত্য পরিষদের বিষয়ে লেখাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে—"যে দেশে শিক্ষার প্রসার এবং পুস্তক প্রকাশের গতি সমান ভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে অগ্রসর হয় সেখানে পাঠ্য বস্তুর কোন

সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু যে অঞ্চলে পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা উন্নত নয় এবং ভাষার বাধা বর্তমান সেখানে এই সমস্যা বিষম হয়ে ওঠে, যার ফলে বালক, বৃদ্ধ সকলেরই প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু হয় দুর্লভ।"

যে দেশে শিক্ষা এবং পুস্তক প্রকাশ সমান ভাবে অগ্রসর হতে পেরেছে সেখানে জনসাধারণের সাহিত্যের বিরাট দাবী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি "চাহিদার হারে যোগান" এই নিয়মের বশেই মেটাতে পারে। বেশীর ভাগ বই 'ঝুঁকি' নিয়ে প্রকাশ করা হয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না বা পরোক্ষভাবে বাছাই কয়েকটি ক্ষেত্রেই তেমন সাহায্য করা হয়। সাধারণ প্রকাশকেরা জনসাধারণের পাঠরুচি ও প্রয়োজন অনুমান এবং বিচার করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সেই প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে। এখানে বইয়ের কাটতিই হল যোগ্যতার পরিমাপক। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যথেষ্ট উৎকৃষ্ট বই প্রকাশ হওয়া নির্ভর করে পড়তে সক্ষম এবং গভীর আগ্রহশীল পাঠকসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের উপর।

সাহিত্য পরিষদের লক্ষ্য বস্তু

অনুন্নত দেশে এই সকল সমস্যা অবশ্য প্রায়ই দেখা দেয় না। এখানে শুধুমাত্র লেখকের অভাব বা ছাপাখানার অভাব পুস্তক উৎপাদনের অন্তরায় সৃষ্টি করে না। যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা হলে বিশেষ ধরনের কোন বইয়ের অভাব সহজেই দূর করা যায়। কিন্তু যদি আরও দূরে চাওয়া যায় এবং সাহিত্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ এমন রূপে কল্পনা করা যায়, যে সময়ে প্রকাশক এবং পাঠক উভয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করে অগ্রসর হবে, সরকারী তহবিলের সহায়তার প্রয়োজন হ্রাস পাবে এবং একটি প্রকৃত স্থানীয় সাহিত্য মুকুলিত হয়ে উঠতে পারবে, তা হলে সাহিত্যের অভাবের মৌলিক কারণ আরও গভীর ভাবে জানা প্রয়োজন।

এই কারণে সাহিত্য পরিষদকে মাত্র কয়েকটি বিশেষ জাতীয় সাহিত্য উৎপাদনের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে হবে। যে কার্যক্রম অবলম্বন করা হবে তা যেন একটি স্বাধীন স্বনির্ভর সাহিত্যকে যথার্থ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য পরিষদের সংগঠন, সীমানা এবং কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। পূর্বের প্রচেষ্টাগুলি সময় সময় বিশেষ পাঠ্যবস্তুর অভাব দূর করতে পেরেছে সত্য। কিন্তু এমন কোনো ব্যাবস্থাযন্ত্র উদ্ভাবন করা হয় নাই যা কিনা এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার উপযোগী। তাই দেশের

উন্নতি ও জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের অভাব আরও বেড়ে উঠেছে।

পুস্তক সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থা ও রূপ

যে সব এলাকায় শিক্ষা ও প্রকাশন (এবং আনুষঙ্গিক শিল্প ও ব্যবসা) পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছে সেখানে সাহিত্যের যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে করা সম্ভব হয়েছে। এই সকল অঞ্চলে সাহিত্য উৎপাদনের ধারা ও গতিবিধি পরীক্ষা করে জানা যায়ঃ

সকল শ্রেণীর ও সকল বয়সের পাঠকের উপযোগী প্রচুর সাহিত্য উৎপন্ন হয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য, রচনা ভঙ্গী, প্রয়োজনের উপযোগী।

সাহিত্যের রূপ আধুনিক। তা পরিবর্তনশীল রুচি, চাহিদা, এবং নিত্যনূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সমতা রেখে চলে।

এই সাহিত্য দোকান, লাইব্রেরী ইত্যাদির মারফত অনায়াসে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে।

সাহিত্যের সরবরাহ 'চাহিদার হারে যোগান' এই নিয়মে ধার্য হয়। অর্থের সংস্থান কেবলমাত্র খুচরা আর পাইকারী বিক্রির বেচাকেনা মারফৎ ঘটে। সরকারী সাহায্য পরোক্ষভাবে কেবলমাত্র বাছাই করা কয়েকটি ক্ষেত্রে, এবং মোট উৎপাদনের তুলনায় যৎসামান্য পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় পাঠক আপনার রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী বই নির্বাচন করতে পারেন।

নীতি নির্ধারণের প্রধান সমস্যা

অবশ্যই, উপরের লক্ষ্যগুলির সাফল্য নির্ভর করে কোনো দেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি, ভৌগোলিক কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং জনসংখ্যার উপর।

এই দূরবর্তী লক্ষ্যে প্রথমেই পৌঁছানর চেষ্টা করা যুক্তিসংগত নয়, বিশেষত অর্থব্যয় এবং অন্যান্য দিকগুলি চিন্তা না করে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে কয়েকটি আশু লক্ষ্যকে সামনে রাখা দরকার, যাদের সর্বপ্রথমে গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু যে কোন সাহিত্য পরিষদের কর্মপদ্ধতির মূলকথা এইঃ সাহিত্য সংস্থানের কোন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে প্রতি স্তরেই অনেক বিকল্প নীতি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ যেমন সম্পাদকীয় স্তরে, উৎপাদনের স্তরে, বিতরণের স্তরে। যে ব্যবস্থাটি লক্ষ্যে পৌঁছতে সবচেয়ে সহায়ক মনে হবে সেটিই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

এই ছাড়া অন্য কোন উপকারপ্রদ ব্যবস্থা নেই। উন্নতিশীল সমাজ ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সাহিত্যের প্রয়োজন যেমন সম্পূর্ণরূপে সরকারী উদ্যোগে মেটানো সম্ভব নয়, তেমনি এই সাহিত্যের পরিধি সংকীর্ণ করে বা মাত্র কয়েকটি বিশেষ ধরনের পুস্তক প্রকাশ করার মধ্যে সঙ্কুচিত করাও সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং নিষ্ফল।

সাহিত্য সংস্থানের দূরপ্রসারী লক্ষ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ তা উন্নয়নশীল দেশে প্রায়ই কয়েকটি সমাজোন্নয়ন বিভাগের সাময়িক ও অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ প্রয়োজনের অন্তরালে পড়ে থাকে। এই ঘটনাটি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারেঃ কোনো উন্নয়নবর্তী এলাকায় প্রথম দিকে "সরকারী সাহিত্য" (যেমন স্কুল বই, নানা ধরনের শিক্ষণ ও তথ্যমূলক সাহিত্য) প্রয়োজনীয় বইগুলির এক বিরাট অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই জাতীয় পুস্তক প্রকাশ যদি কেবল মাত্র সরকারী উদ্যোগ এবং আর্থিক বরাদ্দের ভিত্তিতে চলতে থাকে তা হলে সাহিত্য প্রণয়নের দূরবর্তী লক্ষ্যে তা পৌঁছুতে পারবে না। 'চাহিদার হারে যোগান' এই নিয়মে একটি ব্যাপক সাহিত্য প্রকাশনের বাস্তব অবস্থাও সৃষ্টি হবে না।

বিতরণ ব্যবস্থা

একটি কার্যোপযোগী বিতরণ ব্যবস্থা না থাকলে সাহিত্যের সন্তোষজনক সংস্থান করা অসম্ভব। প্রায়ই দেখা যায় এই সকল এলাকায় স্কুলের বই আর অনুদেশমূলক (Instruction) সরকারী বই মোট সাহিত্যের যোগানের বেশী অংশ দখল করে। যদি সমস্ত স্কুলপাঠ্য বই সরকারী ব্যবস্থার মারফত সরবরাহ করা হয়, তাহলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বইয়ের ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ অনুভব করবে না। সাহিত্য পরিষদকে কোনমতেই সরকারী প্রকাশন বিভাগের একটি শাখা বলে মনে করার কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এর কাজ হল সরকারী পর্যায় থেকে ব্যবসায়ী প্রকাশন ব্যবস্থায় পৌঁছবার অন্তর্বর্তী প্রয়োজন মেটানো।

পাঠ্যবস্তুর অভাবের কারণ অনুসন্ধান

সাহিত্য পরিষদ তার কাজ শুরু করার প্রারম্ভে আপন এলাকায় অত্যাবশ্যকীয় বইয়ের অভাবের চরিত্র ও কারণ নির্ণয় করবে এবং তা দূর করার উপায় স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী লক্ষ্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা করবে। অঞ্চল অনুসারে এই কর্মের প্রসারতা, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন এবং কোন, বিষয় অধিক গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য তা নির্ধারিত হবে। পরবর্তী বিভাগ অনুযায়ী এই সীমানা নির্দেশ করা যেতে পারেঃ

ঘাটতির চরিত্র

পাঠকের স্তর অনুসারে : ক) বয়স্ক সাধারণ পাঠক। খ) বিশেষ বিশেষ পেশার অন্তর্গত বয়স্ক ব্যক্তি, যেমন গ্রামের ধাত্রী, পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, সহরের কর্মচারী। সমবায় সমিতির সভ্য, ইত্যাদি। গ) বালক বালিকা, ১) যারা স্কুলে পড়ে, ২) বাড়িতে পড়ে।

পঠনের দক্ষতার স্তর অনুসারে : ক) প্রাথমিক শিক্ষার্থী, খ) নব-শিক্ষিত, যারা শিক্ষার প্রথম ধাপ পেরিয়ে মোটামুটি পড়তে সক্ষম কিন্তু স্বচ্ছন্দে পড়ে আনন্দ পেতে বা লাভবান ভাবে পড়তে অপারগ। এদের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সরল ও মনোরম পাঠ্য দরকার, যাতে পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি পায় ও তা সহজ লভ্য হয়। এই শ্রেণীতে অনেক কমবয়সী পাঠক পড়ে, যারা স্কুলের শিক্ষা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ত্যাগ করেছে।

গ) পাঠ-সমর্থ : এরা মোটামুটি স্বনির্ভর হয়ে পড়তে পারে। এদের বই পড়ে জ্ঞান লাভ করা বা আনন্দ পাওয়ার অন্তরায় পাঠের দুরূহতা নয়। এক্ষেত্রে আগ্রহকারী ভালো বইয়ের যোগান দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ঘ) অগ্রবর্তী শিক্ষিত : এরা স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে পঠনক্ষম। এদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিশেষ ধরনের বইয়ের সংস্থান দরকার।

বিষয়বস্তুর ভেদক্রমে :

ভিন্ন ভিন্ন সরকারী বিভাগসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগমূলক, অনুদেশ মূলক, কিম্বা খবরাখবর সম্বলিত সাহিত্য, খ) জনপ্রিয় বিষয় এবং আনন্দ বিধায়ক সাহিত্য যা সাধারণ মানুষের পাঠ এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটাতে পারে।

ভাষা অনুসারে :

উপরে বর্ণিত সাহিত্যবস্তুর কিছুকিছু ক) পাঠকের মাতৃভাষা, খ) আঞ্চলিক প্রধান ভাষা, গ) পৃথিবীর কোন একটি প্রধান ভাষা,—ইংরাজি, ফরাসী, ইত্যাদিতে প্রকাশ করার প্রয়োজন হতে পারে।

ঘাটতির কারণ

সাহিত্যের অভাবের কারণকে মুখ্য ও গৌণ পর্যায় ভাগ করা যায় :

গৌণ কারণ (এদের সমাধান সহজেই সম্ভব) :

১) সাহিত্যের অভাব দূর করার জন্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ইতিপূর্বে অবলম্বন না করার ফলে অনেকগুলি সরকারী বিভাগ, সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষের

শৃঙ্খলাহীন প্রচেষ্টা, অর্থ ও সামর্থ্যের যৎসামান্য বরাদ্দের ভাগ পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

২) সাহিত্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে, সম্পাদনা, উৎপাদন ও বিতরনের কার্যে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ কর্মীর একান্ত অভাব।

৩) সাহিত্য উৎপাদনের সংগঠন ও মুদ্রণ ব্যবস্থার অভাব ; প্রকাশন ব্যবস্থা, বইয়ের দোকান ইত্যাদির অভাব।

৪) ঘাটতির একটি অন্যতম কারণ, পরিমাণের উপর গুরুত্ব না দিয়ে উৎকর্ষের উপর অযথা জোর দেওয়া। প্রথম অবস্থায়, যে জনসাধারণের পক্ষে বই পড়ার অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসটিই সম্পূর্ণ নূতন, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাঠ্য সামগ্রী আর তা সুলভে পাওয়াই বড় কথা। গুণগত দিকটি অবশ্যই গুরুত্বের। খারাপ অগোছালো ছাপা ও বাঁধাই বই কারও পছন্দ হয় না, তা ছাড়া ভুল তথ্যে ভরা হলে তা কখনই অনুমোদন করা সম্ভব নয়। তবে যে দেশের জনসাধারণ সদ্য অশিক্ষার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে তাদের প্রয়োজন এবং রুচি সম্পর্কে জ্ঞান, যে দেশ গুলিতে দীর্ঘকাল মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয়ে আসছে তাদের থেকে অনেক কম হওয়াই স্বাভাবিক। নিখুঁত ও নির্ভুল প্রকাশন করা যতদূর সম্ভব উচিত কিন্তু তা যেন জনতার পাঠ্যের অভাব দূর করার আশু প্রয়োজনের কর্তব্য ব্যাহত না করে।

মুখ্য কারণ

এই কারণগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল। এদের সমাধান সাহিত্য পরিষদের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রচেষ্টা, কেন্দ্রীয় নীতি এবং দেশের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে তা জড়িত। এই সমস্যার সমাধান দীর্ঘপ্রসারী এবং পরোক্ষ।

১। ভাষার সমস্যা :

কোন ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহিত্য সরবরাহ করার কোনই মৌলিক বাধা দেখা দেয় না, যদি সেই ভাষাভাষাদের সংখ্যা যথেষ্ট হয়। যেমন ভারত এবং অফ্রিকায় বিভিন্ন ভাষা লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে প্রচলিত। কিন্তু কোন কোন দেশে ভাষা অত্যন্ত খণ্ডিত আকারে বর্তমান। যেমন নিউ গিনীর জন সংখ্যা কুড়ি লক্ষের বেশী নয়, কিন্তু সেখানে কয়েক'শ ভাষা প্রচলিত। আবার অন্য কোথাও যদিও একটি সাধারণ ভাষা বর্তমান, কিন্তু

জন সংখ্যা নিতান্ত কম, যেমন ফিজি ও সামোয়াতে। এই সব জায়গায় একটি সাধারণ স্বীকৃত ভাষা কিম্বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা সরকারী নীতির দ্বারা গৃহীত হলে পরেই একটি সমাধান হতে পারে, কিম্বা দীর্ঘ কালের অতিবাহনের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা পরিণত হতে পারে। সাহিত্য পরিষদ এই সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ সরকারকে দিতে পারে কিন্তু কোন নীতি প্রবর্তন করা তার ক্ষমতার বাইরে। সরকারী সিদ্ধান্তর অনুবর্তী সাহিত্য প্রকাশ করা, সংগঠন সৃষ্টি করাই তার প্রধান কর্তব্য।

২। প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঃ

যে অঞ্চলে শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে সব অঞ্চলে সমাজের রূপ পরিবর্তনশীল ও উন্নতিশীল। এই সকল স্থানে কেবল উৎপাদনের ব্যবস্থা সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার প্রয়োজনে অসমর্থ হওয়াই অভাবের একমাত্র কারণ নয়। এখানে যে সাহিত্য প্রকাশ লাভ করে তাও অল্প কালের মধ্যেই অচল হয়ে যায়। নিত্যনূতন সাহিত্য প্রণয়নের এবং উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। পরিবর্তনশীল অবস্থাই সাহিত্যে ঘাটতি সৃষ্টির মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছরের অগ্রবর্তী সাহিত্যের রূপ ও চরিত্র স্থির করা প্রয়োজন।

৩। সাধারণ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ঃ সাহিত্যের অভাবের এটি একটি সর্বব্যাপী কারণ।

সাহিত্য পরিষদের চিন্তা পদ্ধতি এবং কর্মনীতি

পূর্বে বলা হয়েছে যে সাহিত্য পরিষদের লক্ষ্য দু'টি ঃ একটি পাঠ্য-বস্তুর বিশেষ ঘাটতি দূর করা ; অন্যটি দূরবর্তী লক্ষ্য, সাহিত্য প্রণয়নের স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির ভূমিকা রচনা করা।

সাহিত্য পরিষদ পাঠ্যবস্তু প্রণয়নের দায়িত্ব আগাগোড়া যদি নিজে বহন করার চেষ্টা করে এবং সে প্রয়োজনে একটি সুবৃহৎ ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে তা হলে বিশেষ সুফল ঘটবে এমন আশা করা যায় না। উপরন্তু, এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে অনেক স্থানীয় সহায়, যেমন যোগ্যতা সম্পন্ন লেখক, ছোটখাটো সুদক্ষ ছাপাখানা, উৎসাহী প্রকাশক, গ্রামের ছোটখাটো মনিহারী ও পুস্তক বিক্রেতা, অন্যান্য বিভাগের কর্মী যারা নানা উপায়ে সাহায্য করতে পারে, কৃতী শিক্ষক এবং গ্রামীণ শিল্পী এবং

সর্বোপরি উৎসাহবান বুদ্ধিমান পাঠক, এদের বহুতর সহযোগিতা এবং অবদান সম্পূর্ণ অকেজো থেকে যাবে। একটি প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় সাহিত্য উৎপন্ন হতে হলে এই সহায়গুলিই হয় তার চিরস্থায়ী প্রাণধারা, এবং সাহিত্য পরিষদের দায়িত্ব এদের খুঁজে বার করা, বর্ধিত করা ও সকল অন্তরায় দূর করা। পরিষদের কর্মীদের মধ্যে এই সমুদায় সহযোগিতার স্থান দেওয়া অবশ্য সম্ভব নয়; এদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আপন কর্মীদের সাহায্যে সমস্ত সাহিত্য প্রণয়নের কাজটি করানোর চেষ্টাও সফল হতে পারে না।

অবশ্য এ জন্য সাহিত্য পরিষদ আপন কাজের সীমাকে অযথা সঙ্কুচিত করবে না। প্রত্যেক দেশে সরকারী প্রয়োজনে কিছু অনুদেশমূলক পাঠ্য বস্তুর বিশেষ দরকার হয়। এ ছাড়া স্কুল পাঠ্যের এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যের অভাব ব্যাপক।

এই কারণে সাহিত্য পরিষদের কাজ সুবিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সহায় ও সহযোগিতার সুযোগ নেওয়ার ভিত্তিতে পরিষদের আপন কর্মী সংখ্যা সংক্ষিপ্ত রাখাই সমীচীন। কিন্তু এই কর্মীদল সুদক্ষ হওয়া উচিত। সর্বদা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যে কেউ এই কর্মে উদ্যোগী হতে প্রস্তুত তাকে প্রেরণা ও সহায়তা প্রদান করা হবে, প্রয়োজন বিবেচনায় আর্থিক এবং কৌশলগত সহায়তা করা হবে। আপনার একাকী প্রচেষ্টায় সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করার চেষ্টা নয়। সাহিত্য পরিষদের পদ সরকারী উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যবর্তী একটি বিশিষ্ট ধরনের হওয়া উচিত।

সাহিত্য প্রণয়ন ও উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর

ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় সাহিত্যের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তার উৎপাদনের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

ক) যে পাঠ্যবস্তু সংগৃহীত হবে এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত যে নূতন প্রকাশনসমূহ সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী, সেগুলি পরীক্ষা করা এবং তৎসংক্রান্ত খবরাখবর সরবরাহ করা; খ) এই সাহিত্যের অনুবাদ এবং ভাবাবলম্বনে রচনা; গ) নূতন সাহিত্য বস্তু সৃষ্টি করা।

শেষের কাজটি তিন পর্যায়ে করা দরকার, যথা ১) সম্পাদকীয় পর্যায়; সন্তোষজনক খসড়া প্রণয়ন করা, এবং প্রয়োজন মত চিত্রাঙ্কন করা; ২) উৎপাদনের পর্যায়; ৩) বিতরণের পর্যায়; গুদামজাত করা, বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিক সরবরাহ করা, খুচরা বিক্রি করা।

ব্যয় ও উৎপাদনের পরিকল্পনা

উৎপাদনের উপরোক্ত তিনটি পর্যায় বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর সম্পর্কিত। প্রতি পর্যায়ে বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

১) প্রথমে স্থির করা কর্তব্য কোন শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোন পাঠ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। সেই পাঠ্য যারা ব্যবহার করবে তাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না করে কোন পাঠ্য বস্তুই প্রণয়ন করা ঠিক নয়।

২) তারপর জানা কর্তব্য সেই শ্রেণীর কি সংখ্যক পাঠক কত সময়ের ভিতর সেই বই কিনবে এবং কি পরিমাণ মূল্য দিয়ে সেই বইখানি কিনতে তারা প্রস্তুত এবং সক্ষম। ক্রেতা কোন সরকারী বিভাগও হতে পারে কিংবা জনসাধারণও হতে পারে। যদি সরকারী বিভাগ ক্রেতা হয়, তা হলে জানা প্রয়োজন কি পরিমাণে সেই বই তারা বিনা মূল্যে বিতরণ করবে এবং তার ফলে কতখানি বইয়ের কাটতি কমবে।

৩) এই সকল তথ্য জানা হলে একটি বই সর্বাধিক কত সংখ্যায় ছাপানো যেতে পারে এবং কি মূল্য ধার্য করা উচিত তা অনুমান করা যাবে।

৪) ছাপার সংখ্যা স্থির করার পর, বইটির অন্যান্য বিষয়—যেমন কতগুলি ছবি দেওয়া যেতে পারে, কেমন বাঁধাই হবে, যে মূল্য ধার্য হয়েছে তার মধ্যেই বইটির আয়তন এবং ছাপা বাঁধাইয়ের উৎকৃষ্টতা কতখানি রক্ষা করা সম্ভব তার বিচার হবে।

৫) যদি সবদিক বিবেচনা করে ধার্য মূল্যের মধ্যে উৎপাদনের খরচ সীমাবদ্ধ রাখা যায় তাহলে বইটি ছাপার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি তা না হয় তখন ভাবা দরকার—ক) কি ভাবে আরও সস্তায়, ছবি কমিয়ে বইটির অন্যান্য তৈরী খরচ কমানো হবে, খ) আরও বেশী সংখ্যায় ছেপে প্রতি সংখ্যায় খরচ কমানো হবে, গ) সরকারী অর্থ সাহায্য নিয়ে দাম কমানো হবে কিংবা পরিষদের আপন সামর্থ্যে লোকসানের অংশ বহন করে নিম্ন মূল্য বজায় রাখা হবে।

এইরূপ বিবেচনা করে অগ্রসর হলে সাহিত্য পরিষদ একটি বাস্তব পরিকল্পনাকে অবশ্যই রূপ দিতে পারবে।

বিনা অভিযোজনে গ্রহণীয় পাঠ্যবস্তু

অন্য ভাষায় লিখিত পাঠ্যবস্তু কয়েকটি অঞ্চলে, যেখানে স্থানীয় পরিণত ভাষার অভাবে বিদেশী ভাষাকে অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন,—সেখানে প্রচলিত হতে পারে।

এই শ্রেণীর সাহিত্য প্রধানত অগ্রবর্তী ও সক্ষম শিক্ষিতদের উপযোগী। কিন্তু এই জাতীয় বইয়ের চাহিদা অত্যন্ত কম। সাহিত্য পরিষদ এই জাতীয় সাহিত্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

পাঠ্যবস্তুর প্রাপ্যতা

বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্য প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খবরাখবরের বিনিময় স্বাভাবিকভাবে ঘটে থাকে। প্রকাশকরাও পরীক্ষামূলক কপি সময় সময় সরবরাহ করে থাকে। যে অঞ্চলে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও পাঠ্যসংস্থানের কাজে নিযুক্ত সেখানে একটি আন্তরনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলে একই বই বহুবার ছাপা হয়ে বেরোতে পারে। সাহিত্য পরিষদ সর্ববিধ সাহিত্যবস্তুর একটি কেন্দ্রীয় সঞ্চয়াগার হিসাবে কাজ করলে এই বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারে। সাহিত্য পরিষদ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সরবরাহ করতে পারে, প্রয়োজন হলে পরীক্ষামূলক কপি পাঠাতে পারে। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য বহুবিধ পন্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে ঃ

১) সাহিত্য পরিষদ তার প্রধান কার্যালয়ে একটি বিশেষ ধরনের লাইব্রেরী রাখে যেখানে এই সব সাহিত্য যে কেউ এসে দেখতে পারে। বিস্তৃত এলাকার জন্য শাখা লাইব্রেরী আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে রাখা যেতে পারে।

২) সংবাদ ও তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা। পরিষদকে কোন বিশেষ বিষয়ের পাঠ্য সম্পর্কে খবর জানাতে লিখলে পরিষদ অবিলম্বে তা সরবরাহ করে এবং পরীক্ষামূলক কপি পাঠায়।

৩) ছাপা কপিতে সার্কুলার পাঠিয়ে, সংবাদপত্রে আলোচনা প্রকাশ করে এবং বিজ্ঞাপন মারফত সাহিত্য সংবাদ প্রচার করতে পারে।

৪) যেখানে আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়েছে সেখানে পরিষদ বিবেচনার জন্য ধারাবাহিকরূপে সাহিত্যবস্তু পাঠাতে পারে।

৫) গ্রামীণ লাইব্রেরী, শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যক্তিবিশেষ, সরকারী বিভাগ ইত্যাদি নানা স্থানে বই পাঠিয়ে মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৬) এই কাজ সম্পাদন করার কালে পরিষদ যে কেবল আপনার উদ্যোগে সাহিত্যের খবরাখবর পাঠায় তা নয়, বিপরীত দিক থেকেও নানা তথ্য ও খবর সাহিত্য পরিষদের কাছে পৌঁছায়। যারা বিভিন্ন বই পরীক্ষা করে মতামত পাঠায় তাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে একটি নির্ভরযোগ্য সাহিত্যের রূপ ও চিত্র স্থির করা যায়। এই মতামতগুলি আরও বেশী সংগ্রহ করা যেতে পারে

যদি পরিষদ, "যে বই পড়ে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি" এই ধরনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করে ও সমালোচনা লেখার অনুরোধ করে।

অনুবাদ ও অভিযোজন (Adaptation)

অনুবাদের প্রশ্নটির অনেকটাই বর্তমানে বিতর্কমূলক। যেখানে পাঠ্যবস্তর সুস্পষ্ট ও গুরুতর অভাব বর্তমান সেখানে প্রচলিত ধারণা যে এই অভাব ব্যাপকভাবে বিশ্বসাহিত্য থেকে অনুবাদ করে দূর করা উচিত। আবার অন্যরা বলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং দেশজ সাহিত্য সৃষ্টি করাই উচিত।

অবশ্যই সম্পূর্ণ নিজস্ব সাহিত্য আবিষ্কার করা ও সুপরিণত করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। তাই গুরুতর সাহিত্যাভাব দূর করতে হলে অনুবাদের সাহায্য নেওয়াই বিশেষ উপযোগী। বিশেষত যে সব এলাকায় ভাষা বহু-খণ্ডিত সেখানে ব্যাপকভাবে অনুবাদ করাই সুবিধাজনক।

অনুবাদের কাজ পরিষদের আপন কর্মীদের দিয়ে কিম্বা বাইরের প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে করা যেতে পারে। অনেক পরিষদ উভয় পন্থাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পরিষদের দূরবর্তী লক্ষ্য সমস্ত এলাকায় সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যম জাগানো, মাত্র একটি কেন্দ্রীয় বিরাট প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে তার মারফত সব কিছু করার চেষ্টা নয়। পরিষদের কর্মীদের দিয়ে অনুবাদ ও অভিযোজন করার সময় এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার।

অনুবাদকের সন্ধান ও শিক্ষার ব্যবস্থা

উত্তম পর্যায়ের নির্ভুল সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করা এবং মাত্র ভাষান্তরিত করার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্তমান। প্রথম পর্যায়ের অনুবাদ সহজে করা সম্ভব নয়, তা করার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দরকার। অনুবাদ করানো ছাড়াও, পরিষদের একটি দায়িত্ব অনুবাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পরিষদ অনুবাদের কাজে তিন শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করে, ক) একজন উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ যিনি এই কাজের সকল সমস্যার সঙ্গে সুপরিচিত। এঁর উপর অনুবাদের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। খ) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত অনুবাদক, যারা ধারাবাহিক অনুবাদের কাজ করে থাকে। গ) কিছু সংখ্যক অস্থায়ী কর্মী যারা সাময়িক চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে যারা দক্ষতা অর্জন করে তাদের পরিষদ আপন সংগঠনে স্থায়ী পদে নিয়োগ করে কিংবা তারা অন্যান্য সমাজ সেবামূলক বিভাগগুলিতে ফিরে গিয়ে সেখানে কাজ করে।

এই পদ্ধতিতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তা মূল্যবান। অনুবাদের দক্ষতা এবং সমস্যাগুলির পরিচিতি পরিষদের আপন অভিজ্ঞতা মাত্র না হয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। যে অনুবাদ-শিক্ষার্থিরা পরিষদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় স্থানীয় বিভিন্ন ভাষা, কার্যপদ্ধতির বিশিষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করতে সমর্থ হয় তারা আপন এলাকায় ফিরে গিয়ে সেই অভিজ্ঞতা লাভজনকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। স্থানীয় সাহিত্য সমিতির সচিব হিসাবে এরা যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারে।

এইভাবে সাহিত্য পরিষদ আপনার অনুবাদ কর্মের সংস্থান করতে পারে এবং সরকারী বিভাগগুলিকেও যথোপযুক্ত সহায়তা করতে পারে। আপন কর্মীদের মারফত অনুবাদ কার্য সম্পাদন করা ছাড়াও পরিষদ সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনুবাদের কাজ করতে রাজী আছে, তাদের একটি নাম তালিকা প্রস্তুত করতে পারে। পরিষদ সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির অনুবাদ সংক্রান্ত সকল কাজের একটি কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

সাহিত্য সমিতি

বিস্তৃত জনবহুল এলাকায় আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতি যেখানে গঠন করা হয়েছে, সেখানে সমিতি অনুবাদযোগ্য লেখা অনুমোদন ও ভাল অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পারে। এদের কাজের পরিধি ছোট; কিন্তু পরিষদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই এরা কাজ করে থাকে। পূর্ব আফ্রিকায় স্থানীয় ভাষার সমস্ত কাজ সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে করা হয়।

অনেক সময় দেখা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অগ্রণী ছাত্রদের দিয়ে অনুবাদের কাজ বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই পদ্ধতি স্কুলগুলিতে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে খুব একটা বাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ কাজের বাবদ স্কুলের অর্থভাণ্ডারে কিছু অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

অনুবাদের খরচ

পরিষদের আপন কর্মী মারফত যে অনুবাদ করা হয় তা পরিষদের ব্যয়ের মধ্যেই গণ্য। অন্য কর্মীদের অনুবাদের জন্য পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে খরচ ধরা যেতে পারে। এই পন্থা গ্রহণে পরিষদের কর্মীসংখ্যা কোন সময় অতিমাত্রায় বেড়ে ওঠে না। আর জনসাধারণের মধ্যেও সাহিত্য কর্মের প্রতি আগ্রহ প্রসার করা যায়। কোন বইয়ের উৎপাদনের ব্যয়হিসাবের সময় অনুবাদের খরচ যোগ করা যেতে পারে। পরিষদের দ্বারা অনূদিত হলে এটি খরচ না ধরে অর্থসহায়তা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অনুবাদের পারিশ্রমিক লেখকের স্বত্বমূল্য (royalty) অপেক্ষা কম। মোট উৎপাদনের খরচের অনধিক শতকরা ১০ ভাগ হারে ধরা হয়।

অভিযোজন

অনুবাদ ও অভিযোজন একই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে।

নূতন সাহিত্য উপাদান সৃষ্টি

নূতন সাহিত্যের উপাদান নিম্নরূপে ভাগ করা যেতে পারে।

বিষয়ের চরিত্রানুসারে : ক) তথ্য ও খবরাখবর, খ) আনন্দবিধায়ক। এর কিছু অংশ মৌলিক এবং কিছু সম্পূরক বা সহায়ক বলে ধরা হবে।

প্রস্তাব ক্রমে :

ক) বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনানুপাতে যেগুলির প্রস্তাব করা হয় ; খ) বেসরকারী এবং জনসংস্থার প্রস্তাবিত (যেমন সাহিত্য-সমিতি, সমবায় সমিতি, সমাজসেবা সমিতি ইত্যাদি ; গ) আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রস্তাবক্রমে—যেমন খুব বড় প্রকাশক, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ; ঘ) সাহিত্য পরিষদের আপন আদর্শ অনুসারে প্রস্তাবিত।

রচনা অনুযায়ী :

ক) সরকারী বিভাগে তৈরী পাঠ্যের উপাদান, খ) পরিষদের আপনার বিভাগে রচিত বস্তু, যা অন্যান্য সংগঠনের অনুরোধক্রমে তৈরী করা হয়েছে, গ) সরকারী নির্দেশে বাইরের লেখককে দিয়ে লেখা বস্তু ; ঘ) স্থানীয় লেখক ও অন্যান্য লেখকদের প্রদত্ত খসড়া।

মৌলিক সাহিত্য

যে সাহিত্যবস্তু কোন অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রশাসনের জন্য অপরিহার্য তা মৌলিক সাহিত্যবস্তু বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক স্কুল ও শিক্ষালয়ের বই, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পুস্তিকা ও অনুদেশ থাকবে। বয়স্ক পাঠকদের জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু থাকবে। যেহেতু এগুলি অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করা হয়, এর জন্য সরকারী অর্থবরাদ্দ করা হয়ে থাকে এবং অনেক সময়ে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই পাঠ্য যে বিভাগের প্রস্তাবক্রমে ছাপা হবে তাদের উদ্যোগেই লেখা হওয়া উচিত। অবশ্য এই কাজে পরিষদের উপদেশ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সহায়ক পাঠ্যবস্তু

এই পর্যায়ে সেই সকল পাঠ্যবস্তু ধরা হয় যেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত, কিন্তু জনতহবিল থেকে এর বাবদ খরচা করা সম্ভব নয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সকল দেশেই স্কুল পাঠ্যের আবশ্যিক তালিকার বাইরে অনেক বই বিশেষ মূল্যবান বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু সেই সব বই ছাপার জন্য সরকারী ব্যয়বরাদ্দ করার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না। আবার স্কুলগুলিতে বালক বালিকাদের একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য বিপুল সময় ব্যয় হয়। কিন্তু স্কুল শেষ করে এই বিদ্যা বজায় রাখা বা বাড়ানোর উপযোগী বই দুর্লভ। অভিধান, ভাষা শিক্ষার বই, প্রবাদের বই আর সাধারণ বই বয়স্কদের জন্য বিশেষ দরকার। একই বই আবার বিচিত্রভাবে লেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বহু রচনা আছে। নানাভাবে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা যেতে পারে—যেমন সাদাসিধে তথ্যপূর্ণ লেখা, কিংবা ব্যঙ্গ চিত্র (Cartoon) এঁকে। গল্পের বা নাটকের আকারেও লেখা যেতে পারে। আবার পাঠকদের রুচি অনুসারে কোন একটি বিষয় প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হতে পারে। যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক, শহুরে মানুষ, চা-বাগিচা ইত্যাদির লোক, ধর্মীয় সম্প্রদায়, নবশিক্ষিত বয়স্ক, এঁদের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের রচনা ও বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন আছে। এ সবই সহায়ক পাঠ্যের অন্তর্গত। এছাড়া আনন্দ বিধায়ক সাহিত্য আছে। সরকারী বিভাগগুলির উপরই প্রয়োজনীয় সাহিত্যের প্রস্তাবের ভার দেওয়া উচিত এবং তা প্রকাশের দায়িত্ব সাহিত্য পরিষদের উপর দেওয়া উচিত। জনসাধারণের রুচি এবং পছন্দ অনুযায়ী বই প্রকাশ করা দরকার। এবং এই বই কেনার আগ্রহ সঞ্চার করাও দরকার। সাহিত্য পরিষদ এই কাজে বিশেষজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার ফলে তার যোগ্যতা সমধিক।

সাহিত্য পরিষদের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্ব

এ অবধি যে সকল কর্তব্যসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে সাহিত্য পরিষদ কি ভাবে সেই কাজ নিষ্পন্ন করে তার আলোচনা করা যেতে পারে।

মৌলিক উপাদান

ছাপাবার উপাদান সবসময়ে পরিষদ নিজে সৃষ্টি করে না। অন্য বিভাগ-গুলিকে এ বিষয়ে উপযোগী সাহায্য সে করতে প্রস্তুত। যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় তার অনুমোদন বিভাগীয় প্রচেষ্টায় করা হয়। পরিষদ এই কাজে যে অংশ গ্রহণ করে তা হল :

১) একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালা তৈরী করে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য ও খবরাখবর সংগৃহীত হয় ও পরিষদ সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের সাহিত্যপ্রণয়নের উপদেশ সরবরাহ করে থাকে ; অন্যান্য স্থত্রে সমপর্যায়ের বস্তুর খবরাখবরও যোগায়। এই কাজটি সমগ্রভাবে সাহিত্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, যার অভাবে অপচয় ও বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টার উদ্ভব ঘটে। সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিষদকে তাদের কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতে পারে এবং কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায় তা জানাতে পারে। পরিষদ এই সমুদায় ক্রিয়াকলাপের বিবরণ সংকলিত আকারে ছেপে ষাণ্মাষিক পর্যায়ে প্রচার করতে পারে।

২) সম্পাদনার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সহায়তা দিতে পারে। বিষয়বস্তুকে শ্রেণীভুক্ত করা, প্রয়োজনমত ভাষাকে সরল করে খসড়াগুলিকে যে স্তরের পাঠকের জন্য তা তৈরী করা হয় তাদের উপযোগী করে তোলা ? এই বিভিন্ন সম্পাদনার কাজ পরিষদের দ্বারা করা সম্ভব।

প্রয়োগমূলক তথ্য সম্বলিত লেখাগুলি বিভাগীয় উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীরা রচনা করতে সমর্থ হলেও সেই লেখা সরল স্থপাঠ্য করে লেখার অভ্যাস তাদের থাকে না। তাছাড়া শিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষার স্তর অনুযায়ী গ্রহণক্ষমতার স্তরভেদ সম্পর্কে জ্ঞান নেই। পরিষদ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্য এই লেখাগুলিকে যথাযোগ্যরূপে তৈরী করতে পারে এবং পাঠকদের উপযোগী করে প্রকাশ করতে পারে।

৩) যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনুবাদের সম্পাদনা করে সহায়তা করা।

৪) বই উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করা। বইয়ের উপাদান কে সাজানো, সচিত্রকরণ, বইয়ের আয়তন, আকার এবং কম খরচে ছাপাবার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

পরিষদ অন্তত একজন এই কাজে উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মীর সংস্থান করবে। চিত্রাঙ্কনের জন্য পরিষদ কোনো শিল্পীকে নিয়োগ না করেও কাজ চালাতে পারে। কয়েকজন শিল্পীর নাম তালিকাভুক্ত করে রাখা উচিত, যেমন অনুবাদকদের ক্ষেত্রে করা হয়। অবশ্য যদি কাজের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি পায় যখন একজন অভিজ্ঞ শিল্পীকে নিযুক্ত করা সমীচীন বোধ হবে, সে ক্ষেত্রে সেই শিল্পীর সাহায্যে স্থানীয় শিল্পীদের শিক্ষিত করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যথেষ্ট স্থবিধাজনক হবে।

৫) যে উপাদানগুলি অনুমোদিত হবে তা কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠানের মারফত ছাপাবার ব্যবস্থা করা।

পরিষদ তার এলাকায় মুদ্রণের প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তালিকা রাখবে। এ ছাড়া ব্যবসায়ী প্রকাশক ও ছাপাখানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৬) পরিষদ স্বত্ব সংরক্ষণের বিষয়ে অন্যান্য সরকারী বিভাগের হয়ে আলোচনাও যথারীতি করবে।

৭) পূর্ববর্ণিত উপাদানসমূহ ছাপা হয়ে প্রকাশিত হলে পরিষদ বইগুলি আপনার সংগঠনের মারফত বিতরণের ব্যবস্থা করবে।

সহায়ক পাঠ্যবস্তু

উপরোক্ত পর্যায়ক্রমে এই শ্রেণীর পাঠ্য প্রকাশ করা হবে, এবং পরিষদ একইভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করবে।

প্রতিযোগিতা

পরিষদ সহায়ক সাহিত্যের সংস্থান ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরূপ বিষয়ে সাহিত্য-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে। এই কাজের উদ্যোগ পরিষদ কিংবা আঞ্চলিক সাহিত্য-সমিতি উভয়ের দ্বারাই করা সম্ভব। এরা স্থানীয় লেখকদের উদ্যোগে লেখা সাহিত্যবস্তুর গ্রাহক হতে পারে এবং তাদের উপদেষ্টারূপেও কাজ করতে পারে। স্থানীয় সাহিত্য প্রণয়নের একটি সমস্যা হল, এইসব লেখকদের সম্ভাবনা থাকলেও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কম। এদের উপাদান, রচনার খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন বিষয়ের রূপদান, লেখার দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া উচিত। গ্রন্থপ্রণয়ণ অবশ্যই একটি শিল্পক্রিয়া। কিন্তু কোন লেখা যতই চিত্তাকর্ষক হোক, তা প্রকাশ করার জন্য ছাপার খরচ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পরিষদ লেখকদের এই বিষয়ে পুস্তিকার আকারে কিছু নির্দেশ ও উপদেশ যোগায়। তার ভিত্তিতে লেখকেরা খসড়া প্রণয়ন করেন।

সাহিত্য প্রকাশন ও উৎপাদন

সাহিত্য প্রকাশন তিন পর্যায়ে সমাধা হয়ঃ যথা সম্পাদনা, উৎপাদন আর বিতরণ। প্রত্যেক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মপ্রণালী ও বিশেষজ্ঞ বিদ্যার প্রয়োজন ঘটে। প্রত্যেক ধাপে বহু ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা যুক্ত হয়, বিভিন্ন পন্থার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। সাহিত্য পরিষদের একটি জরুরী কর্তব্য হল সাহিত্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিস্তৃত প্রচেষ্টা রূপ নেয়, সেখানে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি আদর্শ স্থাপন করা।

সম্পাদনার পর্যায়

এই পর্যায়ে প্রস্তাবিত বিষয় অবলম্বনে একটি সন্তোষজনক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন,—বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক

আলোচনা, সেই আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা, এর পরে সেটি কেটে ছেঁটে সংশোধন করে একটি সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা। তারপর নকশা এবং ছবি আঁকা। সংস্করণটি কি ভাবে কত সংখ্যায় ছাপা হবে, কি ভাবে বিতরণ করা হবে সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা।

যে সকল প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ পুস্তক প্রকাশরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা পরিষদের সাহায্য পূর্বভাগে গ্রহণ করলে সুলভে আর অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদনের কাজ সফল করতে পারে। চিত্রাঙ্কনের বিষয়েও এই সময় স্থির করা উচিত। নানা ধরনের চিত্রাঙ্কন রীতি আছে। যেমন, রেখাচিত্র, হাফটোন, সাদাকালোয় ছবি, রঙীন ছবি, ইত্যাদি। বইয়ের যে মূল্য স্থির করা হবে এবং অন্যান্য সুবিধা বিবেচনা করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা দরকার।

সাহিত্য প্রকাশকেরা তাঁদের অনুমোদিত রচনার একটি মোটামুটি খসড়া পরিষদের কাছে দেবেন। তথ্যাদির দিক থেকে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাঠকের উপযোগী করে রচনাটি তৈরী করার দায়িত্ব এরপর পরিষদের। পরিষদ এখন এই উপাদানকে যথাযোগ্য পাঠ্যের আকৃতি দেবার জন্য রচনার বিভাগ, প্রয়োজনীয় সংশোধন, ইত্যাদির বিষয়ে উপদেশ দেবেন। এই সকল মতামত ও নির্দেশসহ খসড়াটি প্রকাশকদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। তারপর প্রকাশনের জন্য খরচখরচা ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা চালানো হবে।

উপরোক্ত সাহিত্যের বস্তুগুলি বুনিয়াদি বা মৌলিক পর্যায় পড়ে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান উন্নয়নগত বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে এগুলি রচনা ও প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরিষদ এই ধরনের প্রকাশনের কাজ ছাড়াও আপন অনুমোদিত পাঠ্যবস্তু প্রকাশের কাজে অগ্রণী হবে। এই সাহিত্য হবে সহায়ক ও সম্পূরক শ্রেণীর। প্রকৃত পক্ষে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরানো সাহিত্য পরিষদ মাত্রই তাদের অধিকাংশ বই নিজেদের নির্বাচন ও দায়িত্বে প্রকাশ করে থাকে।

পরিষদের আপন উদ্যোগে এবং বাইরের উদ্যোগে, যে প্রকাশনকর্ম সম্পাদন করা হয় তার দায়িত্ব ভাগ এইরূপে স্থির হতে পারে: মৌলিক বিষয়ের সাহিত্য অনুমোদন ও প্রকাশনের ব্যায়ভার এবং দায়িত্ব বাইরের প্রতিষ্ঠানসমূহের; সহায়ক ও সম্পূরক সাহিত্যের প্রকাশের অনুমোদন ও ব্যয়ভার পরিষদের।

সরকারী বিভাগের বিশেষ বিশেষ চাহিদা অনুসারে উপযোগী সাহিত্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিষদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তা সত্ত্বেও পরিষদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব বিদ্যালয়ের সীমার বাইরে যে অগণিত যুবা ও বয়স্কেরা রয়েছেন, শিক্ষার

সুযোগ যাঁদের স্বল্পমাত্র তাঁদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো। সরকারী সাহিত্যের অধিকাংশই প্রচার এবং অনুদেশ মূলক (instruction) পাঠ্য এবং তা সাধারণ মানুষের পাঠ প্রয়োজনের সামান্যই মেটাতে সক্ষম। সাধারণ মানুষের বৃহত্তর চাহিদা মেটাবার জন্য পরিষদ চেষ্টা করবে। এই জন্য জনসাধারণের আপন লেখকদের খুঁজে বার করতে হবে, তাদের উৎসাহ দিতে হবে, শিক্ষা এবং লেখায় উপযুক্ত রীতি প্রয়োগের ধারণা দিতে হবে। পরিষদকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে যার কাছে লেখক এবং প্রকাশক উভয়ই নির্দেশ ও উপদেশের জন্য নির্ভরশীল হবেন।

আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতি

কর্ম এলাকায় জনসংখ্যা, ব্যাপকতা ও চরিত্র বিবেচনা করে পরিষদ কিছু দায়িত্ব ও কাজের ভার বিকেন্দ্রিত করে কয়েকটি আঞ্চালক সাহিত্য সমিতির হাতে অর্পণ করতে পারে। এ ছাড়া একটি **কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতি** (Central Literature Committee) স্থাপন করে তার কাছে সহায়তা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। প্রথম অবস্থায় আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতিগুলির দায়িত্ব হবে সাহিত্য পরিষদকে উপদেশ দেওয়া। এই সমিতির কর্মক্ষেত্র ভাষা, সংস্কৃতি কিংবা ভৌগোলিক চরিত্র অনুযায়ী স্থির করা যেতে পারে। সমিতির সভ্যদের নির্বাচন করা হবে, এই জাতীয় কর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ, দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা ও কর্ম-দক্ষতা অনুসারে। সক্রিয় সমিতিগুলির কার্যনির্বাহের জন্য একজন মাহিনা করা সচিব নিয়োগ করা কর্তব্য।

সমিতির অত্যাবশ্যকীয় কাজ হল লেখার খসড়া গ্রহণ করা, পরীক্ষা করা এবং মতামত সহ পরিষদকে বিশেষ বিশেষ প্রকাশন ও সেই এলাকায় যে যে ধরনের বই খুব সমাদৃত ও সাফল্য লাভ করতে পারে সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া ; আপন এলাকায় লেখক, শিল্পী, অনুবাদক ও ছাপাখানার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপন করা ; পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লেখা ও রচনা পরীক্ষা করা ; অনুবাদ ও ভাবাবলম্বনের চনার (adaptation) বিষয়বস্তুর উপযোগিতা সম্পর্কে মতামত দেওয়া। অনুবাদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করানো ; সাহিত্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ; বিতরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষদকে উপদেশ দেওয়া ; আঞ্চলিক সাধারণ লাইব্রেরীর উপদেষ্টা সমিতিরূপে কাজ করা ; পাঠ্যবস্তু সমূহের একটি প্রদর্শনী গৃহ স্থাপন করা, যেটি স্থানায় শিক্ষক ও পুস্তক বিতারকদের সহায়তা করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় সাহিত্য পরিষদ আপনার দায়িত্ব বিকেন্দ্রিত করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ অর্থ আঞ্চলিক সমিতির জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে। এই অর্থ যে সকল প্রয়োজন বাবদ বরাদ্দ করা হয় তা হল, আংশিক কাল (Part time) হিসাবে নিযুক্ত সচিবের পারিশ্রমিক, সাহিত্য সমিতির মিটিংয়ের খরচ, সাহিত্য প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করার আনুষঙ্গিক খরচ, যথা পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি, কাগজ পেন্সিল কালি ইত্যাদির খরচ, লাইব্রেরী ও প্রদর্শনী সংগঠনের খরচ, পুস্তক-কেন্দ্র স্থাপনের খরচ।

বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনটি পরিষদকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে হবে। স্বল্প মাত্রায় হলেও যথাশীঘ্র সম্ভব এই কাজে তৎপর হয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মুদ্রণ ও প্রকাশন

সম্পাদনার ধাপ অতিক্রম করে উৎপাদনের পর্যায় আসে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে প্রকাশনের জন্য নির্বাচিত উপাদান কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুদ্রিত করার প্রয়োজন ঘটে।

মুদ্রণের কাজ, ১) হাতে করা যেতে পারে, যেমন ষ্টেন্সিল অথবা একটি আধুনিক ধরনের ছোট অফসেট মেশিনে, ২) প্রচলিত মুদ্রাযন্ত্রে। বিষয়বস্তু অনুসারে কোন পদ্ধতিতে ছাপা সঙ্গত তা স্থির করা উচিত। নূতন ধরনের অফসেট মেশিনে খুব অল্প খরচায় ছাপার কাজ নিষ্পন্ন হতে পারে। বিশেষত চিত্রযুক্ত পাঠ্যবস্তু ছাপার কাজে এই মেশিন খুবই উপযোগী।

মোটামুটি সাহিত্যের প্রকাশন ও বিতরণের ব্যবস্থা দুই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ক) গ্যারান্টি পদ্ধতি: পরিষদ দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী প্রকাশকদের মারফত প্রকাশের ব্যবস্থা করে। মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব এরাই বহন করে। পরিষদ প্রকাশকদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং গ্যারান্টি বা রক্ষাকবচ দেয়।

খ) নিজস্ব মুদ্রণের ব্যবস্থা: পরিষদ নিজেই প্রকাশক হয়। মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা নিজস্ব উদ্যোগে করা হয়।

এখন গ্যারান্টি পদ্ধতি এবং নিজস্ব পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

গ্যারান্টি পদ্ধতি ও নিজস্ব পদ্ধতির তুলনা

প্রথম পর্যায়:

গ্যারান্টি পদ্ধতি: পরিষদ রচনার খসড়াটি পূর্বোল্লিখিত উপায়ে সম্পাদনের পর সর্বশেষ রূপদান করে। এই পর্যায়ে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ, যেমন খসড়া টাইপ

করা, চিত্রাঙ্কন, লেখকের পারিশ্রমিক ইত্যাদি সব কিছু পরিষদের খরচ। এই খরচের আংশিক অথবা পুরা ভাগ পরিষদ প্রকাশকের কাছে বই ছাপা হওয়ার পূর্বেই ফেরৎ নিতে পারে। প্রকাশক এই খরচ বইয়ের মূল্যে যোগ করে ক্রেতার কাছ থেকে উশুল করতে পারে।

নিজস্ব মুদ্রণ পদ্ধতি : প্রাথমিক খরচাসমূহ এ ক্ষেত্রে ফেরৎ পাওয়ার উপায় নেই। বইয়ের ধার্য মূল্যে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে বিনিয়োগ করা মূলধন কেবল মাত্র পুরা সংস্করণটি বিক্রি হলেই ফেরৎ পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় পর্যায় :

গ্যারান্টি পদ্ধতি :—এই সময় প্রস্তাবিত পাঠ্যবস্তু পরিষদ নির্বাচিত কোন প্রকাশককে দেয় এবং ছাপার বিবিধ বিষয়, অর্থাৎ কত সংখ্যায় ছাপা হবে, ফর্মার মাপ, লেখকের পারিশ্রমিক, খুচরা বিক্রেতাদের কমিশন, মূল্য নির্ধারণ, এবং প্রকাশককে প্রদেয় গ্যারান্টি ইত্যাদি স্থির করে। সাধারণত গ্যারান্টির সর্ত হল —প্রকাশক প্রস্তাবিত বইটি আপন খরচে নির্ধারিত সংখ্যার সংস্করণে ছাপতে স্বীকৃত হয়। এবং নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে রাজী থাকে। প্রকাশের পর একটি বিশেষ সময় অতিক্রান্ত হলে পরিষদ সমস্ত অবিক্রীত সংখ্যা পাইকারী দরে কিনে নিতে স্বীকৃত হয়। এই সময় দুই থেকে চার বছর সাধারণত ধরা হয়।

নিজস্ব পদ্ধতি : পরিষদ ছাপা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় নিজেই স্থির করে এবং পরে নিজে সেই অনুযায়ী কাজ করে।

তৃতীয় পর্যায় :

গ্যারান্টি পদ্ধতি :—প্রকাশক বইটি ছাপবার নানা দিক চিন্তা করে। পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত এলাকার বাইরে আর কোন বাজার পাওয়া সম্ভব কিনা প্রকাশক তা বিবেচনা করে এবং সর্বাধিক কত সংখ্যায় বইটি সে আপন দায়িত্বে খরচের ঝুঁকি নিয়ে ছাপতে পারবে তা স্থির করে। তারপর মুদ্রাকরদের কাছে দর জানতে চেয়ে সে লেখে।

নিজস্ব পদ্ধতি : পরিষদ কয়েকটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কাছে ছাপার দর জানতে চেয়ে লেখে। মুদ্রাকরদের ছাপার খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন ফর্মার মাপ, বিষয়বস্তু সজ্জিত করা, টাইপের আকার, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদির বিবরণ বুঝিয়ে দেয়।

চতুর্থ পর্যায় :

গ্যারান্টি পদ্ধতি : প্রকাশক এখন বইটি ছাপবার যাবতীয় বিষয় চিন্তা করে প্রস্তাবের একটি জবাব দেবে। পরিষদের উল্লেখিত সর্তের যেগুলি গ্রহণযোগ্য

সেগুলি গ্রহণ করবে, এ ছাড়া কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তা জানাবে। বইটিকে কাটাবার উদ্দেশ্যে কোন নূতন বাজারের সম্ভাবনা থাকলে সে বিষয়ে উল্লেখ করবে এবং কি পরিমাণ বাড়তি সংখ্যায় বই ছাপা সম্ভব ও তার ফলে বইয়ের দাম কত কমানো যেতে পারে তা জানাবে।

নিজস্ব পদ্ধতি: পরিষদ মুদ্রাকরদের একাধিক জনের কাছ থেকে প্রাপ্ত দরের বিবেচনা করবে। ইতিপূর্বে যে ধরনে ছাপার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি মুদ্রাকরদের প্রদত্ত হিসাবের অনুপাতে বাস্তবসাপেক্ষ না মনে হয় তা হলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করার চিন্তা করতে হবে। সাধারণত পরিষদের পক্ষে বইয়ের বাজারের খবর না রাখাই সম্ভব। নিজের এলাকা ছাড়া অন্য কোন বাজারে বইয়ের প্রচার করা একজন ব্যবসায়ী প্রকাশকের সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব। মুদ্রাকর এ বিষয় পরিষদকে সামান্য সাহায্যই করতে পারে।

পঞ্চম পর্যায়:

গ্যারান্টি পদ্ধতি: পরিষদ প্রকাশকের কাছে যে উত্তর পায় তা বিবেচনা করে। প্রকাশের প্রস্তাব পরিষদ গ্রহণ করতেও পাবে, কিম্বা নিজের পরিকল্পনাকে এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন করতে পারে। প্রকাশকের সঙ্গে আলোচনা চালানো হয়, এবং একটি পারস্পরিক সুবিধাপ্রদ ব্যবস্থায় উভয় সম্মত হয়। পরিষদ এখন প্রকাশককে একটি লিখিত গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত থাকে। এই গ্যারান্টিতে পূর্বোল্লিখিত সর্তগুলি থাকতে পারে অথবা আলোচনার পর উভয় পক্ষ যে নূতন সর্তাবলী স্থির করে তা লিখিত হতে পারে। সরকারী বিভাগের কোন মৌলিক পাঠ্য প্রকাশের জন্য পরিষদ প্রকাশকদের যে সংখ্যার জন্য গ্যারান্টি দেবে, সেই সংখ্যায় বই কিনবার আশ্বাস সরকারী বিভাগের কাছ থেকে সে পুনরায় পাবে।

ষষ্ঠ পর্যায়:

গ্যারান্টি পদ্ধতি: প্রকাশক এখন পরিষদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বইটি ছাপার ব্যবস্থা করবে। এর জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় খরচ তা প্রকাশক নিজেই করবে। মুদ্রাকরকে লেখার কপি সে নিজে সরবরাহ করবে, ছাপার অর্ডার দেবে। ছাপা সংক্রান্ত যাবতীয় বিশেষ নির্দেশ দেবে। বইটি যাতে সুষ্ঠুভাবে ছাপা হয় তার জন্য দায়ী থাকবে।

নিজস্ব পদ্ধতি: এক্ষেত্রে পরিষদ নিজেই মুদ্রাকরকে ছাপার নির্দেশ দেবে। এবং এই বাবদ সমস্ত খরচ বহন করবে। ছাপার কালে কোন জানবার বিষয় থাকলে মুদ্রাকর পরিষদকেই সে সকল বিষয়ে জানাবার জন্য বলবে। এই জন্য

পরিষদ একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীকে এই কাজের তদারকীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করবে। যতই কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ততই এ কাজে জটিলতা আসতে থাকবে।

সপ্তম পর্যায় ঃ

গ্যারান্টি পদ্ধতি ঃ—সম্পূর্ণ ছাপা, বাঁধাই হয়ে যাওয়ার পর বইয়ের সমুদায় কপি প্রকাশক মুদ্রাকরের ঘর থেকে তুলে নিয়ে আপনার গুদামে মজুত করবে। এরপর প্রকাশক বইয়ের প্রাথমিক বিতরণের কাজ শুরু করে। সে বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ করে। স্বত্বমূল্য বা ঐ জাতীয় কোন কিছু মেটাবার থাকলে তা মেটায়। মজুত হিসাবের খাতা সংরক্ষণ করে। পরিষদকে ধারাবাহিক মজুত পরিমাণের হিসাব দাখিল করে। যেহেতু প্রকাশক বইটি প্রকাশের যাবতীয় খরচ বহন করে, পরিষদের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সকল অর্থ মিটিয়ে দেয় (যা বিষয়বস্তু রচনার কালে ব্যয় করা হয়েছিল)—এবং খুচরা বিক্রয়ের মূল্য উভয়ের সম্মতিক্রমে ধার্য হয়েছে বলে এই বই বিক্রি থেকে কোনও লাভ উৎপন্ন হলে স্বভাবতই তার অধিকারী প্রকাশকই হয়।

এই লাভের একাংশ প্রকাশকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের খরচ—যেমন, উপরিব্যয় ইত্যাদি। বাকী অংশ তার নীট লাভ—যে লাভ না থাকলে সে এই কাজের দায়িত্বই গ্রহণ করতে রাজী হবে না। পরিষদ যদি তার আপন লভ্যাংশ রাখতে চায় তা হলে বইয়ের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করে লাভের ব্যবস্থা সে করতে পারে।

নিজস্ব পদ্ধতি ঃ ছাপা সমাধা হলে পরিষদ নিজেই বইয়ের সকল সংখ্যা নিয়ে নেয় এবং মজুত করা, বিজ্ঞাপন, বিতরণ, বিক্রির অর্থ সংগ্রহ, পারিশ্রমিক মেটানো, হিসাবপত্র রক্ষা ইত্যাদি সর্ববিধ কাজ করে। যদি কোন লাভের অংশ থাকে পরিষদ তা নিজেই গ্রহণ করে।

অষ্টম পর্যায় ঃ

গ্যারান্টির কাল অতিক্রম করার পর (২ থেকে ৪ বছর), ক) বইটি যদি সমানে স্বচ্ছন্দে কাটতি হতে দেখা যায়, প্রকাশক সে ক্ষেত্রে গ্যারান্টির কাল আরও বাড়িয়ে দিতে রাজী হয় এবং অবিক্রীত বই পরিষদকে কিনে নেওয়ার অনুরোধ জানায় না। খ) যদি বইটি আশানুরূপ সাফল্য না অর্জন করে, পরিষদ সমস্ত অবিক্রীত সংখ্যা পাইকারী দরে কিনে নেয়। এই বইগুলি পরিষদ নিজে বিক্রি করতে পারে কিম্বা বাতিল করেও দিতে পারে। গ) যদি বইটি সফল হয় আর গ্যারান্টির কাল শেষ হওয়ার আগেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

দেখা যায়, প্রকাশক সে ক্ষেত্রে পূর্বভাগেই পরিষদকে জানাবে এবং একটি দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ করার কথা বিবেচনা করবে। এই পুণর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশক আপন খরচে এবং গ্যারান্টি বিনাই ছাপতে প্রস্তুত থাকবে।

পাঠ্য উপাদানের মুদ্রণ ঃ নিজস্ব পদ্ধতি

নিজ ব্যবস্থায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদ বস্তুগুলির মুদ্রণের ব্যবস্থা, ক) নিজের ছাপাখানায় করতে পারে ; খ) সরকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, কিংবা গ) ব্যবসায়ী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান মারফৎ নিস্পন্ন করতে পারে।

যে স্থানে মুদ্রণ-শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে নাই, সেখানে পরিষদ নিজস্ব একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে। আপন ছাপাখানা তৈরীর পূর্বে এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার যোগ্য ঃ

১) নিজের মুদ্রণব্যবস্থা যে দূরবর্তী লক্ষ্যের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল নয় ; কারণ তার প্রকৃত লক্ষ্য হল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সব কিছু গড়ে তোলা।

২) আধুনিক মুদ্রণশিল্পের যন্ত্রপাতি ও ছাপার কৌশল অত্যন্ত জটিল। একটি সম্পূর্ণ মুদ্রণযন্ত্রের মূল্য অত্যধিক। যে মূলধন এ জন্য বিনিয়োগ করা হয় তা ফিরে পেতে হলে একটানা উৎপাদন করা ও কাজের যোগান থাকা চাই। ফলে পরিষদের নিজস্ব মুদ্রণ ব্যবস্থায় দুই ধরনের অসুবিধা দেখা দিতে পারে ঃ তা এতই ক্ষুদ্র আকারের হয়ে পড়ে যে সর্বপ্রকার কাজের উপযোগী হয় না, বা লাভজনক ভাবে তা দিয়ে উৎপাদন সম্ভব হয় না। কিংবা তা এত বড় আয়তনের হয় যে পর্যাপ্ত কাজের যোগান না থাকায় লোকসান হতে পারে।

৩) মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার আর সংরক্ষণ অত্যান্ত দক্ষতার কাজ এবং এ কাজে সুশিক্ষিত কারিগরের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছাপাখানার জন্য বিশেষ গঠনের বাড়ি আর বিশেষজ্ঞ কর্মীদের নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এর ফলে পরিষদকে আরও অধিক সংখ্যায় লোক নিয়োগ করতে হতে পারে। শুধু তাই নয়—একটি সম্পূর্ণ মুদ্রণ বিভাগ চালু রাখার জন্য পরিষদের ব্যয়ের এক বড় অংশ এই জন্যই আবদ্ধ হয়ে পড়বে, সাহিত্য সংস্থানের যে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন তা অবহেলিত হবে।

আপাতদৃষ্টিতে, পরিষদের নিজ ছাপাখানায় বই ছাপার খরচ বাইরে থেকে ছাপার খরচ অপেক্ষা কম বলেই অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ এ ক্ষেত্রে লাভের অংশ বলে কিছু ধরা হয় না। কিন্তু এ ধরনের বিচারে ভ্রান্তির যথেষ্ট

অবকাশ রয়েছে। ব্যবসায়ী মুদ্রাকরদের প্রদত্ত হারের মধ্যে লভ্যাংশ অবশ্যই ধরা হয়, কিন্তু তার মধ্যে দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, ব্যবহারের ফলে যন্ত্রপাতির মূল্য হ্রাস পাওয়া, মূলধনের বিনিয়োগ ও তার সুদ, তদারকী খরচ—অর্থাৎ ছাপার উপাদান এবং মজুরী ব্যতিরেকে আর যাবতীয় খরচ যা উপরিব্যয় বলে গণ্য করা হয়—তা সমুদায় এর মধ্যে পড়ে। এই উপরিব্যয় পরিষদ আপনার মুদ্রণের ব্যবস্থা করলে পরেও কিছুমাত্র কমবার সম্ভাবনা নেই। সচরাচর জন-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বিভিন্ন খরচাদি একটি মাত্র উপরিব্যয় হিসাবে না ধরে বিভিন্ন খাতে ধরা হয়। এ থেকে উৎপাদনের খরচ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য অনেক সময়ে প্রকাশিত হয়।

পরিষদের যথার্থ অবদান এবং লক্ষ্য বিশেষজ্ঞ উপদেশ ও অভিজ্ঞ সাহায্য প্রদান করা মাত্র। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে অভিজ্ঞতার বিশেষ অভাব কিন্তু যা সাহিত্য উৎপাদনে অপরিহার্য, তার সুযোগ দান করা। যে প্রতিষ্ঠানগুলি নানা কাজের কৌশলী বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছে, বা সাহায্য পেলে তা আরও বৃদ্ধি করতে সক্ষম—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়।

কোন্ পাঠ্যবস্তু গ্যারান্টি পদ্ধতি অথবা নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, সেই প্রশ্ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার পর স্থির করা হবে :

১) বিষয়বস্তুর চরিত্র বিচার : অতি সাধারণ সাময়িক প্রয়োজনের ও অল্প গুরুত্বের বিষয়বস্তু পুরাদস্তুর প্রকাশনের যৌক্তিকতা নিতান্ত কম। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব ছাপার ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত।

২) বিনামূল্যে বিতরণের অনুপাতে বিক্রির পরিমাণ : বিনামূল্যে বিতরণের পরিমাণ যত বেশী হবে, প্রকাশনের যৌক্তিকতা তত কমবে। এ ক্ষেত্রেও নিজ ব্যবস্থায় ছাপা যুক্তিযুক্ত।

৩) পরিষদের আপন এলকার বাইরে বিক্রির সম্ভাবনা : বাইরের এলাকায় বিক্রির সম্ভাবনা যত অধিক হবে, নিজস্ব ছাপার চেয়ে প্রকাশনের ব্যবস্থা ততই অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। অবশ্য যে প্রকাশককে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তার অন্যান্য এলাকায় বিক্রি করার ক্ষমতা থাকা চাই।

৪) পাঠ্যবস্তুর ব্যবহার সুদীর্ঘব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা : যেখানে কোনও বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত আকারে দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকার আশা করা যায়, (এই কাল অন্তত তিন বছর হওয়া দরকার) সেখানে নিজস্ব মুদ্রণের চেয়ে প্রকাশক মারফত প্রকাশনই বেশী উপযোগী। যেখানে বিষয়বস্তু মাত্র পরীক্ষামূলক পর্যায়ে কিংবা অল্পদিনেই অপ্রচলিত হওয়ার আশঙ্কা আছে সেখানে নিজে ছাপাই যুক্তিযুক্ত।

৫) স্থানীয় প্রকাশক এবং মুদ্রণ শিল্পের কর্মকুশলতা ও সহজলভ্যতা: প্রকাশকের মারফৎ কোন বই প্রকাশ করে পরে বিক্রি না হওয়ার ফলে গ্যারান্টি অনুসারে সমস্ত বই খরিদ করে ব্যবসায়ীর লাভের অংশ যোগানোর পন্থা মোটেই সুযুক্তিপূর্ণ নয়। যে প্রকাশক সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে এবং বিতরণের একটি কার্যক্ষম ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারবে কেবলমাত্র তার সহযোগিতাই লাভজনক হতে পারে। মুদ্রাকরকে অত্যধিক হারে ছাপার খরচ দিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাপার চেষ্টাও সমান ক্ষতিকর।

প্রদত্ত গ্যারান্টির সংশোধন

প্রকাশকদের সঙ্গে গ্যারান্টির ভিত্তিতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্‌ভাবনের মূল লক্ষ্য হল উৎপাদনের খরচ, দায়িত্ব ও লাভালাভ উভয়ের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নেওয়া। প্রকাশক এই জাতীয় বইয়ের ব্যবসায়ে লাভ করতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু প্রতিদানে পরিষদকে অনেক বিবিধ বিশেষজ্ঞ কর্মের সহায়তা ও সুযোগ দেয়, সর্বোপরি সে বিতরণের ব্যবস্থাপনা করে। তা ছাড়াও বই উৎপাদনের প্রত্যক্ষ খরচের অধিকাংশ তৎক্ষণাৎ সরবরাহ করে। পরিষদ প্রথমে যত্নসহকারে রচিত এবং উপযোগিকৃত পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে দেয়; গ্যারান্টির রক্ষা-কবচ দিয়ে নূতন পথান্বেষী প্রকাশনের অনিশ্চিত বাজারের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রকাশন পরিণামে এমন একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় যেখানে গ্যারান্টি দেওয়ার প্রয়োজন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। প্রথম দিকে পরিষদকে সংস্করণের পুরা সংখ্যার জন্যই সম্ভবত গ্যারান্টি দিতে হতে পারে। পরে কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক গ্যারান্টি দেওয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কিন্তু যতই সাহিত্য প্রকাশের প্রগতি ঘটে, মানুষের পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং এই জাতীয় সাহিত্যের বাজার স্থায়িত্ব অর্জন করে—ততই পরিষদ কেবলমাত্র সংস্করণের প্রথম ভাগের কিছু সংখ্যক বই কেনার গ্যারান্টি দেওয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করবে। অবশেষে এমন এক অবস্থার উদয় হয় যখন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিগুলির অধিকাংশই প্রকাশকদের মাত্র প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহ দেওয়া হয় এবং তারা বিনা গ্যারান্টিতেই তা ছাপতে রাজী থাকে। অর্থাৎ সেই অবস্থা এমন এক লক্ষ্যের নির্দেশ বহন করে যখন পরিষদ প্রকাশক সম্প্রদায়ের মাত্র উপদেষ্টা এবং সাহিত্যের সংস্থাপক রূপে কাজ করে।

ব্যয় হিসাব ও অর্থবরাদ্দের পর্যায়

কোন ব্যবসায়ী প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অর্থব্যয়ের পরিমাণ বইয়ের মূল্য ধার্যে প্রতিফলিত হয়। বই বিক্রি থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত

কর্মচারীদের মাহিনা, উৎপাদন ও মুদ্রণের উপকরণের মূল্য ও মজুরা, লেখক, চিত্রকরের পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য প্রদেয়, মূলধনের বিনিয়োগ, প্রতিষ্ঠানের আবাসিক খরচ, বিজ্ঞাপন, সৌজন্যমূলক সংখ্যার দাম, খুচরা বিক্রির কমিশন, অসমর্থ প্রকাশনের দরুণ ক্ষতি ইত্যাদি বাবদ ব্যয়ের সংকুলান করতে সক্ষম হবে। পুস্তক বিক্রেতাকেও মাহিনা, উপরিব্যয়, লভ্যাংশ এ সব বিক্রির অর্থ থেকে পেতে হবে।

সাহিত্য পরিষদ একটি সরকারী তথা জনস্বার্থসেবী প্রতিষ্ঠান হওয়ার ফলে এই বিবিধ খরচ লোপ পেয়ে যাবে এমন আশা করা অনুচিত। পরিষদের উদ্যোগে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং তার জন্য যে মূল্য জনসাধারণের ক্রয়ার্থে ধার্য করা হয়, উপরোক্ত খরচগুলি হয়ত এই মূল্যে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা যথার্থরূপেই খরচ করা হয়ে থাকে এবং তা একই উপায় মেটাতে হয়। প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলে এই বিভিন্ন পর্যায়ের খরচগুলি পরিষদের পক্ষে জানা একান্ত দরকার, যে ভাবেই তার সংস্থান করা হোক না কেন। অবশ্য গোড়ায় যে প্রতিকূলতার মধ্যে পরিষদকে এই কাজের পথ সন্ধান করতে হয়, সে অবস্থায় অনেক বছর অবধি বইয়ের বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ খরচের সমপরিমাণ হবে না। কিন্তু পরিষদের আয়ব্যয়ের হিসাব এবং খরচের হিসাবনিকাশে এই সমুদায় বিষয় যথাযথরূপে ধরা হবে, এবং এর সাহায্যে এই কাজের নানা পর্যায়ে অগ্রগতি নির্ভুলভাবে গণনা করা যাবে। ব্যয় হিসাবের যে পদ্ধতি পরিষদ গ্রহণ করে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল : ক) তা এমনভাবে প্রদর্শিত হয় যে এ থেকে সরকার সেই এলাকায় সাহিত্য সংস্থানের জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার একটি নির্ভুল পরিমাপ স্থির করা যায়। খ) কাজের বিভিন্ন ধারা অনুসারে অগ্রগতির একটি চিত্র তুলে ধরে। গ) এই হিসাব পরিষদের লক্ষ্য উপলব্ধির পক্ষে যথার্থ প্রেরণা দিতে পারে, কেবল মাত্র হিসাবের যোগ দেওয়ার অর্থবিহীন উপকরণ মাত্র না হয়ে।

বিভিন্ন এলাকায় আয়ব্যয়ের হিসাব রচনার আপন আপন পদ্ধতি বর্তমান। পরবর্তী বিশ্লেষণ থেকে কি ধরনের আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন তা নির্দেশিত হবে :

মূলধন নিয়োগ : এর মধ্যে প্রয়োজন মত ঘরবাড়ি তৈরীর খরচ, বড় রকমের ব্যবহারোপযোগী জিনিস কেনা, যেমন মুদ্রণের যন্ত্রপাতি, টাইপরাইটার, কপি করার মেশিন, পরিদর্শন, মালবহনের জন্য মোটরকার, ভ্যান ইত্যাদি।

স্বাভাবিক পৌনপৌনিক ব্যয় : ক) বেতন এবং ভাতা, পরিদর্শন, ভ্রমণ ইত্যাদি বাবদ ব্যক্তিগত খরচ, খ) ঘরবাড়ী সংরক্ষণ ও সংস্কার, আলো,

টেলিফোন ইত্যাদি, কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি বিবিধ জিনিস, আপিসের ছোটখাটো সরঞ্জাম, সাময়িক পত্র, বই এবং অন্যান্য পাঠ্যবস্তু যেগুলি পরিষদের নিজস্ব লাইব্রেরী, সাহিত্য সমিতি ও শাখা সংগঠনগুলিতে বিতরণের জন্য দরকার, নানাবিধ পরীক্ষামূলক মুদ্রণের কাজের খরচ, সাংগঠনিক কাজের খরচ, চলতি খরচ, পুরস্কার ইত্যাদির খরচ, সাহিত্য সমিতিগুলিকে সাহায্য দান ইত্যাদি।

প্রকাশন তহবিল : এটি একটি পৃথক অর্থভাণ্ডার, সাহিত্য প্রকাশনের জন্য যে মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়, এই তহবিল থেকে তা সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক পাঠ্যবস্তুর উৎপাদন খরচ পৃথকভাবে এই তহবিলে ব্যয় বলে লেখা হয়, আর বিক্রি থেকে লব্ধ অর্থ আয় বলে দেখানো হয়।

বিতরণের তহবিল : সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ দায়িত্ব বিতরণ ব্যবস্থা সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। এর বাবদ যাবতীয় খরচ পৃথকভাবে ধরাই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশন তহবিল

পাঠ্যবস্তুর উৎপাদন ও প্রকাশনের বিভিন্ন পর্যায়ে জমাখরচের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখা কর্তব্য। কোনো পাঠ্যবস্তু সম্পাদনা থেকে প্রকাশনের ধাপ অবধি পৌঁছতে নানাবিধ আয়ব্যয়ের সূচনা হয়, যেগুলি পরিষদের কার্য পরিচালনার সাধারণ খরচের থেকে বিভিন্ন।

প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ সম্পাদনার পর্যায়ে, লেখক, অনুবাদক, চিত্রশিল্পীদের পারিশ্রমিক বাবদ খরচা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ পরিষদ যদি নিজস্ব উদ্যোগে বই ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হলে ছাপাখানার পাওনা মেটাতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে যখন মুদ্রিত হয়ে বই বিক্রির জন্য বাজারে প্রেরণ করা হয়—তখন বিক্রি বাবদ অর্থের আমদানী হতে শুরু হয়। কিন্তু এই পর্যায়েও কতিপয় খরচ ধরা স্বভাবিক, যেমন বিজ্ঞাপন, সৌজন্যমূলক ও পরীক্ষামূলক কপির দাম, হারানো-নষ্ট হওয়া কপি এবং অবিক্রীত কপি বাবদ ক্ষতি। প্রতিটি বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশের সময় এই হিসাব পর্যায়ক্রমে লেখা কর্তব্য। এই হিসাব পরিষদকে প্রত্যেকটি প্রকাশিত বইয়ের সাফল্য অথবা ব্যর্থতার একটি বাস্তবচিত্র প্রদর্শন করে।

পরিষদের অর্থভাণ্ডার আবর্তনের নীতিতে গঠিত হওয়া উচিত। একটি বই প্রকাশ করার সময় থেকে নিয়োজিত মূলধন ফিরে পাওয়া যেহেতু কয়েক বছর সময় অতিক্রম করে সেইজন্য অর্থভাণ্ডারটি আবর্তনভিত্তিক হওয়া উচিত। কোনও সাহিত্য পরিষদ সংগঠিত হলে পরে সাধারণত সরকার এই ভাণ্ডারে

একটি সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন। পরিষদ এই ভাণ্ডার থেকে প্রকাশনের কোন কাজের জন্য দরকারমত টাকা তুলে নেয়। এরপর পুনরায় সরকারী সাহায্য লাভ করে অর্থ ভাণ্ডার ভরে তোলা হয়। যদি এই তহবিলে মজুত অর্থ পর্যাপ্ত মনে না হয়, তা হলে পরিষদ সরকারকে আরও অধিক অর্থবরাদ্দের সুপারিশ করে, নয়ত তার প্রকাশনের বহর কমায়। আবর্তিত অর্থভাণ্ডার পরিষদের সংগঠনের শুধু একটি অপরিহার্য অঙ্গ মাত্র নয়। এর সাহায্যে সরকার পরিষদের কাজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং দরকার হলে তা বর্ধিত করতে পারে।

মূল্য নির্ধারণের বিধি

প্রকাশিত বইয়ের মূল্য নির্ধারণে পরিষদের নীতি এরূপ হওয়া উচিত যেন প্রত্যেক সংস্করণের সম্পূর্ণ সংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর লাভ লোকসান কোনটিই পরিদৃষ্ট না হয়। এজন্য পরিষদের ধার্য মূল্য অর্থাৎ যে মূল্যে সরকারী বিভাগ, পুস্তককেন্দ্র কিংবা খুচরা বিক্রেতারা খরিদ করবে, তা উৎপাদনের মোট খরচের সমবর্তী হয়। যদি কিছু অংশ অবিক্রীত থাকে—তাহলে সেই অংশের মূল্য হিসাবের খাতায় খরচা বলে দেখানো হবে।

মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে যে বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব তা হল, একই বই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মূল্যে পাওয়া উচিত নয়। এ জন্য ক) এলাকায় একটি মাত্র খুচরা বিক্রির মূল্য ধার্য করা থাকবে; খ) এই মূল্য খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের যথেষ্ট লভ্যাংশ রোজগারের অবকাশ দেবে যাতে তারা বই বিক্রি করায় উৎসাহ অনুভব করে।

উপরের বিচারানুযায়ী ব্যয় হিসাবের নীতি হল: ১) প্রকাশনের তহবিলে প্রত্যেক প্রকাশিত বইয়ের জন্য একটি পৃথক আয় ব্যয়ের হিসাব খোলা হবে।

২) সম্পাদনা পর্যায়ের সমস্ত খরচ এই তহবিল থেকে করা হবে এবং তা উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩) বিষয়বস্তু প্রস্তুত হলে পর বই উৎপাদনের জন্য গ্যারান্টি পদ্ধতি বা নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাপার ব্যবস্থা হবে। যদি গ্যারান্টি পদ্ধতিতে ছাপা হয় তা হলে মুদ্রণের খরচ কিছু থাকে না। প্রকাশকের কাছে সম্পাদনার জন্য কিছু অর্থ ফেরত পাওয়াও যায়। এই অর্থের হিসাব যথাস্থানে জমা করা হবে। অনেক সময় প্রকাশিত পাঠ্যবস্তুর নিম্নমূল্য রাখার জন্য প্রকাশকের কাছে সম্পাদনা ইত্যাদি বাবদ কোন মূল্য দাবী করা হয় না।

৪) ছাপা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেক বইয়ের খুচরা বিক্রির মূল্য নির্ধারণ পরিষদকে করতে হবে।

মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর বই বিতরণের জন্য দেওয়া হবে। বই বিক্রি থেকে যে অর্থ আমদানী হয় তা জমার হিসাবে তোলা হয়। এই সময় অপর কয়েকটি খরচ হওয়া সম্ভব, যেগুলি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্যান্য খরচ, যেমন, হারানো, নষ্ট হওয়া, অবিক্রীত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়েও খরচা দেখানো হবে।

৬) পুরা সংখ্যা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরই সেই সংস্করণের হিসাবটি বন্ধ করা হয় এবং লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

আঞ্চলিক মূল্য নির্ধারণ

কোনো পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের সময় প্রকাশনতহবিলে যে হিসাব খোলা হয় তাতে সেই বইটির উৎপাদনে কত খরচ হয়েছে তার সম্মিলিত হিসাব পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি খরচ যোগ করা হয়,—যেমন প্রকাশের পরবর্তী খরচ, বিজ্ঞাপন, খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের কমিশন এবং উপরিব্যয়।

প্রকাশের পরবর্তী খরচ : বিজ্ঞাপনের বিবিধ খরচ, পুস্তিকা মুদ্রণ, বিনামূল্যে নমুনাকপি বিতরণ ; ছাপাখানা থেকে কিছু কপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসতে পারে। এ সবের কোন মূল্য পাওয়া যায় না। এই জন্য এদের খরচের হিসাবে গণ্য করা হয়।

খুচরা বিক্রেতার কমিশন : ধার্যমূল্যের শতকরা ২০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে। ৩৩⅓% এবং ২৫% সাধারণত প্রচলিত কমিশনের হার।

পাইকারের কমিশন : শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে ধার্য হয়। উপরিব্যয় : ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণত সেইগুলিই উপরিব্যয় বলে ধরা হয় যা উৎপাদনের জন্য সরাসরি ব্যয়ের মধ্যে পড়ে না, যেমন কর্মচারীদের বেতন, বাড়িভাড়া, আলো, টেলিফোন এবং দপ্তর পরিচালনার ব্যয়। পরিষদ নিজস্ব প্রকাশনের মূল্য নির্ধারণ করার সময় এইসব উপরিব্যয় ধরে না। এই ব্যয় নূতন সাহিত্য প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার সহায়ক সরকারী সাহায্য হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রথম দিকে না হলেও পরবর্তী কালে পরিষদ এই খরচ বইয়ের মূল্য নির্ধারণের সময় গণ্য করবে ও যোগ দেবে। উপরিব্যয়ের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে সাধারণত উৎপাদন খরচের শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ এই বাবদ ধরা যেতে পারে।

পরবর্তী উদাহরণগুলিতে খুচরা বিক্রয়ের মূল্য নির্ণয়ের প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্থানীয় বাজারের চরিত্র অনুযায়ী এই হিসাবের কম বেশী পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ (১) : উৎপাদন খরচার শতকরা ২৫ ভাগ উপরিব্যয় হিসাবে ধরা হল;
৫ ভাগ পাইকারের মুনাফা, এবং ৩৩$\frac{১}{৩}$ ভাগ খুচরা বিক্রেতার কমিশন ধরা হল।

পাঠ্যবস্তু প্রণয়নের ব্যয় = a

মুদ্রণের ব্যয় = b

$a+b$ এর ২৫% হারে উপরিব্যয় = c

পরিষদ যে পরিমাণ অর্থ প্রতি সংখ্যার বিক্রি থেকে আশা করতে পারে =
$(a+b+c) = x$ মোট ব্যয়।

খুচরা মূল্য ধরা যাক y। তাহলে পরিষদ খুচরা বিক্রেতার অংশ বাদ দিয়ে
$\frac{২}{৩}y$, এবং তা থেকে পাইকারের মুনাফা $\frac{১}{২০}y$ ও অন্যান্য বিবিধ খরচ বাবদ $\frac{১}{২৫}y$
অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ পায়।

তাই প্রস্তাবিত মূল্য x কখনও $\frac{২}{৩}y-\frac{১}{২০}y-\frac{১}{২৫}y$ থেকে কম হবে না,
অর্থাৎ খুচরা বিক্রির ধার্য মূল্য y ১·৭৩৪ x বা ১·৭৫ x থেকে কম হবে না।

উদাহরণ (২) : উপরিব্যয় হিসাবে উৎপাদনের খরচার ২৫%, পাইকারের
মুনাফা ৫% এবং খুচরা বিক্রেতার ২৫% ধরা হল :

পাঠ্যবস্তু প্রণয়নের ব্যয় = a

মুদ্রণের ব্যয় = b

a & b এর ২৫% হারে উপরিব্যয় = c

পরিষদের কপি পিছু প্রাপ্য = x

খুচরা মূল্য ধরা যাক y। পরিষদ তা হলে খুচরা বিক্রেতার $\frac{১}{৪}$ অংশ বাদ
দিয়ে $\frac{৩}{৪}y$, এবং তা থেকে পাইকারের মুনাফা $\frac{১}{২০}y$, বিবিধ খরচ $\frac{১}{২৫}y$, বাদ দিয়ে
বাকি অংশ পায়। প্রস্তাবিত মূল্য x $\frac{৩}{৪}y-\frac{১}{২০}y-\frac{১}{২৫}y$ অপেক্ষা কম হওয়া
উচিত নয়, অর্থাৎ y ১·৫১৫ x থেকে কম হবে না।

উদাহরণ (৩) : যদি লেখককে পরিশ্রমের বদলে শুধু বিক্রয়ের উপর স্বত্বমূল্য
প্রদানের ব্যবস্থা হয়, সে ক্ষেত্রে খুচরা দামের ভিত্তিতে এই স্বত্বমূল্য গণনা করা হয়।
সাধারণ শতকরা ১০ ভাগ হারটিই বিবেচনা করা যাক। তা হলে মূল্য নির্ণয় হবে :

ধরা যাক x = পরিষদের প্রাপ্য মূল্য।

y = বিক্রয় মূল্য।

পরিষদ খুচরা বিক্রির ৩৩$\frac{১}{৩}$% কমিশন বাদ দিয়ে পাবে

$\frac{২}{৩}y-\frac{১}{২০}y-\frac{১}{২৫}y-\frac{১}{১০}y$.

বিক্রির ধার্য মূল্য y কে ২·০৯৮ x থেকে কম রাখা চলবে না।

গ্যারান্টি পদ্ধতিতে প্রকাশিত বইয়ের মূল্য

যেখানে পরিষদ প্রকাশকের মারফৎ বই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করে সেখানে বইয়ের খুচরা বিক্রির মূল্য পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়। যদি সেই সংস্করণের কিছু সংখ্যক বই পরিষদ আপন সংগঠনের মারফৎ বিতরণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে প্রকাশকের কাছে পাইকারী দরে সে তা কিনবে, খুচরা বিক্রেতা ও পাইকারী বিক্রেতা উভয়ের মুনাফার অংশ বাদ দিয়ে। অবিক্রীত সংখ্যাগুলির জন্যও এই একই দাম ধরা হবে।

প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত বইয়ের ধার্য মূল্য পরিষদের নিজস্ব প্রকাশের মূল্যের তুলনায় কিঞ্চিত বেশী হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এক্ষেত্রে প্রকাশকের লাভের অঙ্ক যোগ হয়। যদি প্রকাশক শতকরা ১০ ভাগ হারে নীট লাভ রাখতে চায়, তাহলে তৃতীয় উদাহরণের হিসাবে ২·০৯৮x এর স্থলে ২·৭৫x ধার্য করতে হবে।

সাহায্য (Subsidy)

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বইয়ের মূল্য তার উৎপাদনের মোট ব্যয়ের নীচেও ধার্য করার প্রয়োজন ঘটে। যেমন জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের বই, ভূমিক্ষয়, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। জনস্বার্থের খাতিরে এইগুলি সর্বসাধারণ অক্লেশে কিনতে পারে এমন মূল্যই ধার্য করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে এই বইগুলি বিনামূল্যে বিতরণের থেকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করার গুরুত্ব অনেক বেশী। মূল্য আদায়ের ফলে বই কোথায় বিক্রি হচ্ছে তার হদিস রাখা সম্ভব হয়, যেটি পরিষদের দীর্ঘপ্রসারী লক্ষ্যের পক্ষে অনুকূল।

সরকারী বিভাগের প্রস্তাবানুযায়ী যে সকল বই পরিষদ প্রকাশ করবে তাদের ক্ষেত্রে যে সাহায্য প্রয়োজন তা সেই বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির করতে হবে। এবং বিভাগ পরিষদকে সেই সাহায্য দেবে। পরিষদের নিজস্ব প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন ঘটে না। কেবল বইয়ের মূল্য খরচের অপেক্ষা কম রাখা হবে এবং এই রূপে সাহায্য বাবদ যথাযথ হিসাব খাতায় লেখা হবে।

পরিষদের নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রকাশিত পুস্তকের সাহায্যের হিসাব নিম্নরূপে নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রথমত, ইতিপূর্বে মূল্য নির্ধারণের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে a, b, c বাবদ খরচগুলি অংশত বা সম্পূর্ণ ধরে উৎপাদনের ব্যয় x কে স্থির করা যেতে পারে। এই খরচগুলি বিভাগীয় প্রকাশনের ক্ষেত্রে অবশ্য পরিষদকে দেওয়া হবে। পরিষদের নিজস্ব প্রকাশনের বেলায় এই খরচ সাধারণ খরচের অন্তর্ভুক্ত

করে প্রকাশন তহবিলে ধরা হবে। এর ফলে বইয়ের মূল্য y, যেটি x এর অবলম্বী (functional) সেটির পরিমাণ হ্রাস পাবে কিন্তু পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের মুনাফার শতকরা হার কমবে না (যদিও পরিমাণ কমবে)।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাবে মূল্য কম করার পন্থা না নিয়ে একটি নিধারিত নিম্নমূল্য ধার্য করা প্রয়োজন হতে পারে। পরবর্তী উদাহরণ থেকে এটি বোঝা যাবে ঃ

ব্যয়ের আনুপাতিক মূল্য $= x$

যে খুচরা মূল্য ধার্য করা সিদ্ধান্ত হয়েছে $= z$

যে অর্থ এই খুচরা মূল্য z ধার্য করার ফলে পরিষদ পাবে

$= \frac{২}{৩}z - \frac{১}{২০}z - \frac{১}{২৫}z$, অর্থাৎ $০.৫৮z$

অতএব সহায়কের পরিমাণ ঃ ($x - ০.৫৮z$) গুণ সংস্করণের মোট সংখ্যা।

উদাহরণ ঃ ধরা যাক $x = ২০$ একক।

পূর্ব উদাহরণ অনুসারে খুচরা মূল্য y উৎপাদন ব্যয়ের আপেক্ষিক রূপে ধরা যেতে পারে ১.৭৫ × ২০ অর্থাৎ ৩৫ একক। এখন যদি বইটির সাহায্যক সহ নিম্ন মূল্যz ধরা যাক ৩০ একক মূল্যে বিক্রি করা স্থির হয় তখন সাহায়কের পরিমাণ মাত্র ৫ একক নয়, এর পরিমাণ দাঁড়ায় ঃ—

$x - ০.৫৮z$ একক, প্রতি সংখ্যা,

অর্থাৎ, ২০ — ০.৫৮ × ৩০ একক, প্রতি সংখ্যা,

" ২০ — ১৭.৪ একক

" ২.৬ একক প্রতি সংখ্যা।

সাহায়কের পরিমাণ ২.৬ গুণ সংস্করণের মোট সংখ্যা। খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতার মুনাফা এবং উপরিব্যয় বাবদ খরচ ধরে এই পদ্ধতিতে সাহায়কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

গ্যারান্টি পদ্ধতিতে প্রকাশনের ক্ষেত্রে x এর পরিমাণ কমাবার জন্য নগদ অর্থ সাহায়ক রূপে প্রকাশককে দেওয়া হয়। যদি প্রকাশককে থোক নগদ অর্থ না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে পরিষদ প্রকাশকের কাছ থেকে বইগুলি নিয়ে আপনার বিতরণ ব্যবস্থা মারফত বিশেষ নিম্নমূল্যে বিক্রি করতে পারে। এই পদ্ধতি মাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব, যেমন স্কুলের পাঠ্য, যা এলাকার বাইরে অন্যত্র বিক্রি হওয়া সম্ভব নয়।

উপরোক্ত সাহায়কদানের পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নরূপ ঃ প্রথম পদ্ধতি,

যেটিতে প্রকাশককে কিছু থোক টাকা সাহায্য রূপে দেওয়া হয় সেখানে খুচরা বিক্রির ধার্য মূল্য সাহায্যের অনুপাতে আরও বেশী নিচে থাকে। এই সাহায্য দেওয়ায় কোন জটিলতা নেই। এর অসুবিধা হল, পরিষদকে বড় রকমের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক অর্থ নিয়োগ করতে হয়, তার ফলে আর্থিক অসুবিধা ঘটতে পারে। তা ছাড়া অবিক্রীত সংখ্যার দরুন প্রদত্ত সাহায্যের যে অংশ ফেরৎ হবে তা স্থির করা অত্যন্ত জটিল। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কোন নগদ অর্থই দেওয়া হয় না। অবিক্রীত সংখ্যার জন্য কিছুই ফেরৎ নেওয়ার প্রয়োজন ঘটে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খুচরা বিক্রির মূল্য যথেষ্ট হ্রাস করা সম্ভব হয় না।

বিতরণ ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি শেষ হলে পাঠ্যগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে পরিষদের দূরপ্রসারী লক্ষ্য হল জনসাধারণকে তাদের নিজস্ব পাঠ্য যথাযথ মূল্যে কেনার উৎসাহ দেওয়া এবং তা যাতে সম্ভব হয় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এইটি সম্ভব হলেই বহুবিধ ও বিচিত্র প্রকাশন এবং ইচ্ছামত বাছাই করে বই কেনার সুযোগ ঘটতে পারে। পরিষদকে এমন এক প্রকাশনের নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে সরকারী প্রয়োজন আর জনসাধারণের রুচি এ দু'য়ের মধ্যে একটি সমতা সৃষ্টি হয়। বিতরণের ক্ষেত্রেও সরকারী ব্যবস্থা মারফৎ বিতরণ ও জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক বেচাকেনা বৃদ্ধির মধ্যে সমতা স্থাপিত হয়।

বিতরণের ব্যবস্থার তাই দুটি লক্ষ্য হওয়া উচিত: সরকারী বিভাগগুলিকে অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্য সরবরাহ করা: স্কুল, সমবায় সমিতি, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে বিতরণ কিম্বা বিক্রির জন্য সরবরাহ করা ; জনসাধারনের চাহিদানুযায়ী বিক্রির ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া যে বইগুলি সহায়ক (Supplementary) রূপে প্রকাশ করা হবে তা কোন সময়েই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে না, এবং এদের বিক্রির ভালো ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য বই বিক্রির একটি বিস্তৃত সংগঠন রচনা করা দরকার। এই সম্পর্কে যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার তা হল:

১। প্রত্যেক সরকারী বিভাগের পক্ষে আপন বইয়ের আলাদা আলাদা বিতরণের প্রচেষ্টা ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক। বই বিতরণের যাবতীয় খুটিনাটি কাজ যথা, পার্শেল পাঠানো, অনুসন্ধানের জবাব দেওয়া, অল্পবেশী টাকাপয়সা জমা

করা আর হিসাব রাখা, বইয়ের মজুত হিসাব রাখা এবং যেমন তেমন ভাবে বই গুদামজাত করা এ সব কিছু কাজই প্রতিক্ষেত্রে করা সুবিধাপ্রদ নয়।

২। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সাম্বৎসরিক সরকারী ব্যয়বরাদ্দের ভিত্তিতে বই বিক্রির যথাযথ ব্যবস্থা করা সুবিধাপ্রদ হয় না।

৩। যাদের বইয়ের প্রয়োজন তাদের পক্ষে নানা বিভিন্ন ঠিকানায় বা সরকারী বিভাগে চিঠি লিখে বই সংগ্রহ করায় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। একটি কেন্দ্রে যাবতীয় বই পাওয়া সম্ভব হলে এই অসুবিধা অনেকাংশে কমে যায়।

৪। এলাকার বাইরে যে সকল বই প্রকাশিত হয় সেগুলি জোগাড় করতেও অসুবিধা দেখা দেয়। সরকারী উদ্যোগে বিদেশ থেকে বেশী পরিমাণে বই কেনার ব্যবস্থা করলেও দেখা যায় বই পেতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে আর খুব সামান্য কমিশন পাওয়া যায়।

৫। নতুন ক্ষেত্র তৈরীর সময় যেসব নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটে তাতে সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযোগ্য নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। লাভ আর কাটতির পরিমাণও এমন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে না যার ফলে তারা আত্মনির্ভর হয়ে বিতরণের পুরা কাজটি চালাতে পারে। প্রথম কয়বছর সে কারণে বিকল্প উপায় খোঁজা দরকার।

বইগুলি প্রকাশ করে যদি তা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না হয় তা হলে অবশ্যই এই উদ্যোগ নিরর্থক হয়ে পড়ে। বইয়ের "কারখানা" অর্থাৎ ছাপাখানায় বই বহু সংখ্যায় উৎপন্ন হয়; তারপর এই সামগ্রী গুদামজাত করতে হবে, পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ করতে হবে, তারপর বিক্রির নানাজায়গায় পাঠাতে হবে। এই বিক্রির স্থানগুলি থেকে খরিদ্দাররা তা কিনতে পারবে। এ সবের জন্যেই অর্থব্যয় প্রয়োজন। সরকারী বিভাগের কর্মচারী মারফত একাজ সম্পন্ন করা হলেও এর খরচ এড়ানো যায় না। যদি সাহিত্য প্রকাশের উদ্যোগকে আত্মনির্ভর, বৃদ্ধিশীল এবং জীবন্ত হতে হয় তা হলে প্রতি বইটির মূল্য নির্ধারণ এমনই হওয়া দরকার যে বিতরণের সম্পূর্ণ খরচ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

উন্নত দেশে প্রত্যেক বইয়ের একটি "প্রকাশিত মূল্য" নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই মূল্যেই বিক্রেতা জনসাধারণকে বই বিক্রি করে। এই মূল্য পাইকার বা প্রকাশকের কাছ থেকে সে যে মূল্যে কেনে তার চেয়ে অনেক বেশী। উভয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তার অধিক ভাগ বিতরণের খরচ হিসাবে গণ্য হয়। সাধারণত প্রকাশিত মূল্যের শতকরা ২০ থেকে ৬০ ভাগ বিক্রেতার বাটা ধরা হয়। এটি তার মোট

লভ্যাংশ। নীট লাভ নয়। এ থেকে বই স্থানান্তরিত করার খরচ, দোকান খরচ ও কর্মচারীদের মাহিনা, এবং যে বই অবিক্রীত থাকবে তার ক্ষতি মেটাতে হবে। যদি সর্বসাকুল্যে সে শতকরা ১০ ভাগ লাভ করতে পারে তা হলে তা সন্তোষজনক গণ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্ত করা যায় তা এইরূপ ঃ শিক্ষা সম্প্রসারণ করা এবং নব শিক্ষিতদের পুনরায় অশিক্ষিত পর্যায়ে নেমে আসা প্রতিরোধ করতে হলে, পুস্তক বিতরণের দায়িত্ব যথেষ্ট সচেতন হয়ে নির্বাহ করতে হবে, এটিকে কম গুরুত্ব দিলে চলবে না। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে প্রচেষ্টার প্রায়াজন ; বেসরকারী প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বইয়ের দোকান, গ্রামীণ মুদীর দোকান, বইয়ের এজেণ্ট, সমবায় সমিতি, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সমিতি, ক্লাব ও এই জাতীয় প্রত্যেকের সহযোগিতা আবশ্যক।

যেহেতু অনুন্নত দেশে বই বিক্রির ব্যবসা লাভজনক অথবা সহজসাধ্য মোটেই নয় সেই কারণে বিক্রেতার লাভের অঙ্ক যত উদার ভাবে ধরা হয় ততই সুফল লাভের আশা করা যাবে।

পরিষদ যদি কোন বই ক্ষতিসহ বিক্রি করতে চায় (অর্থাৎ যদি সাহায়ক দিয়ে বিক্রি করা সাব্যস্ত হয়) সে ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যায়তেই এই সাহায়ক যোগ করা উচিত। খুচরা মূল্য ধার্যের সময় যেন বিক্রেতার লভ্যাংশ কেটে তা স্থির করা না হয়।

যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই কাজে সহায়তা করতে ইচ্ছুক পরিষদ তাদের যতদূর সম্ভব সঠিক নির্দেশ দেবে ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার

উপরে বর্ণিত সমস্যাবলীর সমাধান একটি কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার সংগঠনের ভিতর দিয়ে অনেক সময় করা সম্ভব হয়। এই পুস্তক ভাণ্ডারে যাবতীয় বই মজুত করা হয়। সরকারী বিভাগসমূহ তাদের প্রয়োজনানুসারে এখান থেকে বই খরিদ করতে পারে। এবং অন্য যারা বিক্রির জন্য বা বিতরণের জন্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, এখান থেকে উপযুক্ত কমিশনে বই পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হল,—পুস্তক ভাণ্ডার নানা জায়গা থেকে পাঠ্যবস্তুগুলি একত্রিত করে আপনার গুদামে মজুত করে। এখান থেকে চাহিদা অনুযায়ী পাইকারী হারে বইগুলি বিলি করা হয়। পুস্তকভাণ্ডার সাধারণ ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে হিসাব পত্র রাখবে এবং পরিষদের সাহিত্যের বরাদ্দ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি

হিসাব রক্ষা করবে। খুবই সম্ভব যে প্রথম দিকে পুস্তক ভাণ্ডারের ক্ষতির ভাগ বেশী হবে। এই ক্ষতির পরিমাণকে বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হবে।

পুস্তক ভাণ্ডার সংগঠিত করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি পুস্তক বিতরণে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংগঠনকে এই ভার দেওয়া হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে সরকার তার সাহিত্য পরিষদের মারফত সংগঠনগুলির সঙ্গে রফা করেছে যে তারা সরকারের অনুমোদিত দায়িত্ব বহন করবে। সরকার তাদের যেখানে গৃহ নির্মাণের জন্য মূলধনের প্রয়োজন তা সরবরাহ করেছেন, আপনার নানাবিধ প্রয়োজনীয় সাহিত্যে এদেরকে পরিবেশন করার সুযোগ দিয়াছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ে আর্থিক সাহায্য করেছেন। উত্তর রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এই পন্থা অবলম্বিত হয়েছে।

কোন একটি দেশের সাহিত্য পরিষদের ক্ষেত্রে যে নীতিটি গ্রহণ করা উচিত তা হল, যে অবধি কোন এলাকায় এমন একটি সংগঠনও পাওয়া যায় যে বই মজুত এবং পাইকারী বিক্রির দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত, সে অবধি পরিষদের পক্ষে আপন কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার স্থাপন করা সমীচান নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও মনে রাখা কর্তব্য যে কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডারের কাজ পরিষদের একটি ব্যবসায়িক বিভাগ রূপেই পরিগণিত হয়। কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডারের দায়িত্ব মাত্র সাহিত্য সামগ্রীর পাইকারের পর্যায় সীমাবদ্ধ নয়। সেই এলাকায় পুস্তক সরবরাহ ও বিতরণের সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে তোলা তার অন্যতম কর্তব্য।

বিতরণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

যে সব এলাকায় সাহিত্য পরিষদ কাজ করে সেখানে বই বিক্রির বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকবে, এবং তারা কেবল মাত্র বই বিক্রি থেকেই নিজেদের বজায় রাখতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বড়বড় শহরে অবশ্য এই ধরনের বইয়ের ব্যবসা থাকা সম্ভব। কিন্তু শহর থেকে বহুদূর গ্রামাঞ্চলে মাত্র বই বিক্রির উপর নির্ভরশীল কোনও ব্যবসায় চলতে পারে না, এবং সেই কারণে অন্যান্য লাভপ্রদ ব্যবসার সঙ্গে বইয়ের ব্যবসা যুক্ত করা উচিত। নীচের তালিকায় যে ধরনের প্রতিষ্ঠান কোন কোন সাহিত্য পরিষদের কাজে সাহায্য করেছে তাদের উল্লেখ করা হল ঃ

১) পুরাদস্তর বইয়ের দোকান; সেখানে ঘনবসতি আছে, যেমন খনি এলাকা, কলকারখানা, রেলকেন্দ্র, চা-কফির বাগিচা ইত্যাদি এলাকায় বইয়ের ষ্টল ; ভ্রাম্যমাণ বইয়ের গাড়ী, সাধারণ মনিহারী দোকান।

২) শাখা-সাহিত্য-সমিতির অফিস ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান , ধর্মীয়-প্রতিষ্ঠান ; সরকারী বিভাগের কর্মকেন্দ্র ; হাসপাতাল বা ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান।

৩) সমবায় সমিতি ; জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ; আঞ্চলিক সভা সমিতির অফিস ; সাহিত্য প্রতিষ্ঠান।

৪) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ; নারী সমিতি ; ক্লাব ; পাঠচক্র ইত্যাদি।

পুস্তকবিক্রয় সম্প্রসারণের পদ্ধতি

উপরের প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত বইয়ের বিতরণ চালু করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তা হল :

যথেষ্ট লভ্যাংশের বাটা দিয়ে এদের পাঠ্য বস্তুর এজেন্সী দেওয়া হয়, যা বিক্রি করে এরা লাভবান হতে পারে।

প্রথম অবস্থায় সরবরাহ হয় "বিক্রি অথবা ফেরৎ" এই নীতিতে নূতন পুস্তক বিক্রেতাদের এইভাবে আকৃষ্ট করা যায়, কিন্তু এভাবে বই বিতরণ সাবধানে নিয়ন্ত্রন করা দরকার। প্রতিক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণে বই সরবরাহ করা হবে, এবং যে মুহূর্তে দেখা যাবে সেই কেন্দ্রটি ভালমত বিক্রি করতে পারছে তখনই এই পদ্ধতি পাল্টাতে হবে। অবিক্রীত কপি ফেরৎ না দেওয়া, বা নষ্ট অবস্থায় বারে বারে ফেরৎ আসার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমদিকে কিছুটা উদারতা গ্রহণ করা কর্তব্য এবং যে ক্ষতির উদ্ভব হয় তা বিতরণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করার খরচ হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তবুও এই ধরনের ক্ষতির হার দখলের বাইরে চলে যেন না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিক্রেতাদের কোন্ কোন্ বই পাওয়া যায়, তাদের দাম ইত্যাদি বিষয়ে জানানো, বই কেনায় সাহায্য করা, যে সকল বিক্রেতারা অনভিজ্ঞ আর আয়তনে ক্ষুদ্র তাদের অত্যধিক পরিমাণে মজুত না করার উপদেশ দেওয়া উচিত। একই বইয়ের বহু সংখ্যা না মজুত করে বহু বইয়ের অল্প অল্প সংখ্যা মজুত করা উচিত। বই বিক্রেতাদের বিশেষ বিশেষ বইয়ের লাইন সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া : যেমন যেসব স্কুল পাঠ্যপুস্তকের কাটতি খুব বেশী তার ব্যবসা লাভজনক হয়।

ঋণ বাবদ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা : যেমন বইয়ের আলমারী, শো-কেস, লোহার পাতের আলমারী ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজ পরিষদ দুই পর্যায়ে বিবেচনা করবে। ক) যখন পরিষদ আপনার কেন্দ্রীয় পুস্তকভাণ্ডার স্থাপন করছে কিংবা খ) যখন বর্তমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরই নির্ভর করে বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

পরিষদের উদ্যোগে এবং প্রেরণায় যে সব বই প্রকাশিত হবে সবই এই পন্থায় বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

পরিষদের নিজস্ব পুস্তক ভাণ্ডার

যে বইগুলি পরিষদ নিজে প্রকাশ করবে : বই উৎপাদন হলে পর সেই বাবদ খরচের হিসাব নির্ণয় করবে পূর্বোলিখিত যে কোন একটি পন্থায়। এথেকে পাইকারী ও খুচরা মূল্য স্থির করা হবে, এর পর :

১) হয় পুস্তক ভাণ্ডার বইয়ের সমুদয় সংখ্যা নিজের গুদামে মজুত করবে এবং বিক্রি করবে। যে বই বিক্রি হবে পরিষদকে নির্ধারিত সময় তার অর্থ প্রত্যর্পণ করবে। যে হারে বইয়ের মুল্য পরিষদ ফেরৎ পাবে তা পাইকারী হার। পুস্তক ভাণ্ডার খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে তার লভ্যাংশ সমেত মূল্য পাবে। অর্থাৎ প্রকাশিত মূল্য থেকে যে কমিশন খুচরা বিক্রেতাকে দেওয়া সাব্যস্ত হবে সেইটি বাদ দিয়ে।

২) অন্যথায় পরিষদ বইগুলি আপন তদারকিতে গুদামজাত করতে পারে। এক্ষেত্রে পুস্তক ভাণ্ডার পরিষদের কাছে পাইকারী হারে নগদ মূল্য দিয়ে মাত্র যে পরিমাণ বই মজুত করা সমীচীন বিবেচনা করবে সেই পরিমাণ বই গ্রহণ করবে। এরপরে প্রয়োজন মত বই নেবে।

পরিষদ কর্তৃক গ্যারান্টি ব্যবস্থায় প্রকাশিত পুস্তক

প্রকাশকদের মারফত পুস্তক প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য হল যে, পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ও আত্মনির্ভর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। প্রকাশন, বিতরণ এবং বিক্রির ক্ষেত্রে পরিষদের দেওয়া গ্যারান্টি অনিশ্চিত বাজারে আর্থিক ঝুঁকির দায় অনেকটা লাঘব করে। সুতরাং পুস্তক ভাণ্ডারের এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত বই কিনে মজুত করার কোন প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা দেখা যায় না; তবুও পুস্তক ভাণ্ডারের পক্ষে এই বইগুলির কিছু কিছু মজুত করা অবশ্যই দরকার। কারণ সরকারী বিভাগ থেকে যে বই প্রস্তাবিত হয়েছে তা সরবরাহ করা পুস্তক ভাণ্ডারের দায়িত্ব। এ ছাড়াও ছোট ছোট পুস্তক ব্যবসায়ী যারা এ-কাজে অনভিজ্ঞ তাদের পক্ষে প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন প্রকাশকদের থেকে সংগ্রহ করা অপেক্ষা পুস্তক ভাণ্ডার থেকে বই সংগ্রহ করা বেশী সুবিধাজনক। এই সব কারণে, পুস্তক ভাণ্ডার গ্যারান্টি প্রথায় প্রকাশিত বইগুলি উপযুক্ত পরিমাণে মজুত রাখবে এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে পাইকারী মূল্যে বই খরিদ করবে। অবশ্য এ সবের বিক্রি নগদ মূল্যের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত।

পরিষদের নিজস্ব প্রকাশিত বই ছাড়া অন্যান্য বই

পুস্তক ভাণ্ডার এই জাতীয় পাঠ্যবস্তু প্রকাশকদের কাছে পাইকারী মূল্যে কিংবা যথাসম্ভব সুবিধায় খরিদ করবে এবং এদের নূতন বিক্রয়মূল্য স্থির করবে। অন্যান্য প্রকাশিত বইয়ের মতই খুচরা বিক্রেতাদের কাছে এগুলি সরবরাহ করবে। এই কাজ যতদিন উপযুক্ত মনে হবে ততদিনই করা চলতে পারে। কোন্ বই নির্বাচন করা এবং রাখা উচিত তা স্থির করার দায়িত্ব প্রধানত পুস্তক ভাণ্ডারের। কিন্তু সকল ধারায়, সকল পর্যায়ের যথাসম্ভব বেশী বই মজুত করাই পুস্তক ভাণ্ডারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোন বইয়ের কাটতির নিশ্চয়তাই তা মজুত করার নীতি যেন না হয়। কারণ পুস্তক ভাণ্ডারের পদটি হল গঠনমূলক, কেবলমাত্র তা একটি নিষ্ক্রিয় সরবরাহ কেন্দ্র নয়।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত বিতরণ ব্যবস্থা সংগঠন

যেখানে, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিতরণের সংগঠন গড়তে পেরেছে অথবা তেমন কোন সংগঠন গড়ে ওঠার উপযোগী উপকরণ বর্তমান আছে সেখানে সেই প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করেই পরিষদের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত, অনর্থক পাল্টা সংগঠন গড়ার চেষ্টা না করে। অবশ্য সেই সংগঠন কি পরিমাণে সহযোগিতা করতে রাজি থাকবে সেটি হবে প্রথম বিচার্য। এই প্রসঙ্গে উত্তর রোডেসিয়ার সাহিত্য পরিষদ সেখানকার সংযুক্ত খ্রীষ্টান সাহিত্যসমিতি (United Society of Christian Literature) মারফত কিভাবে সহযোগিতা প্রবর্তন করেছে তার বর্ণনা করা হলো।

১) পরিষদ এলাকার ভিতরে নিজস্ব অথবা গ্যারান্টি পদ্ধতিতে প্রকাশিত সমুদয় পাঠ্যবস্তুর পাইকারী এজেন্সী প্রদান করেছেন সমিতিকে।

২) সমিতি তাঁদের তরফে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত পাঠ্যবস্তু মজুত করতে রাজী হন এবং পরিষদের অধীনে ছাপা অন্যান্য সমস্ত পাঠ্য মজুত, প্রদর্শন, এবং বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকেন। এলাকায় সকল বিতরণ প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের এই পুস্তক প্রচারের কাজে উৎসাহিত করার ভার নেন।

৩) সমিতি পরিষদের প্রধান এজেণ্টরূপে কাজ করেন। তারা কোনও বিশেষ পাইকারী বাটা প্রাপ্ত হন না, কিন্তু পরিষদের কাছে যে পরিমাণ বাটা লাভ করেন তার অন্যূন অর্দ্ধেক পরিমাণ খুচরা বিক্রেতাদের ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমিতি পরিষদের কাছে ৩৩⅓% বাটা পান এবং তা থেকে ১৬⅔% খুচরা বিক্রেতাদের দেন।

৪) এই কার্যনির্বাহের জন্য সমিতির কর্মীরা গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করেন এবং সেখানকার বিক্রেতাদের নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। এর জন্য পরিষদ সমিতিকে আর্থিক সাহায্য করে।

৫) সমিতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিষদের নিজস্ব প্রকাশিত বই বিক্রির পাওনা মেটান। গ্যারান্টি ব্যবস্থায় যে সাহিত্য উৎপাদিত হয়, সেগুলি সমিতি সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে সরবরাহ করেন। প্রকাশকেরা পরিষদের কাছে পাওনার হিসাব দাখিল করে এবং পরিষদ তাদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পাওনা মেটান। সমিতিও বিক্রি বাবদ অর্থ পরিষদকে একই রূপে প্রদান করেন। অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকের কেনাবেচা সমিতি আপন দায়িত্বে করে থাকেন।

৬) সরকার সমিতিকে এই কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন এইরূপে : স্কুলের যাবতীয় বই সমিতির কাছে খরিদ করা হবে এবং যে সকল শিক্ষায়তন সরকারী অর্থ সাহায্য লাভ করে তারা তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যবস্তু সমিতির কাছে খরিদ করবে এই মত একটি স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৭) সমিতি নানাবিধ স্কুলের সরবরাহ মজুত করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমিতির কাছ থেকে এই সরবরাহ অনেক পরিমাণে সুবিধাজনক বলে শিক্ষায়তনগুলি মনে করে।

ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিপণি

এই ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিপণি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারপ্রদ হতে দেখা যায়। বড় বড় জনবহুল অঞ্চলে বইয়ের স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু স্বল্প অধ্যুষিত অঞ্চলে বিতরণের সমস্যাটি খুব বড় হয়ে ওঠে—বিশেষত যেখানে মানুষের বসতি বিক্ষিপ্ত এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা অপ্রচুর। এই সবল এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং সেই কারণে যে মোটর ভ্যান পুস্তক বিপণি বহন করবে তা সেখানকার রাস্তা ঘাটের উপযোগী হওয়া উচিত।

এই ধরণের একটি মোটর ভ্যান কেনা, ব্যবহার করা এবং সংরক্ষণ করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ; উপরন্ত যে এলাকায় তা পরিভ্রমণ করে সেখান থেকে খরচের তুলনায় আয়ের পরিমাণ অনেক কম হওয়াই সম্ভব। আবার ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম ও সহরতলী অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিপণি যথেষ্ট পরিমাণে বই বিক্রি করতে পারে এবং বইয়ের সাধারণ দোকান অপেক্ষা বেশী মাত্রায় সাফল্য লাভ করতে পারে।

যে সব এলাকায় বই বিক্রির কোন কেন্দ্র বা বইয়ের দোকানের কোন অস্তিত্ব নেই সে সব এলাকায় বইয়ের ভ্যান ব্যবহার করা চলতে পারে। এছাড়া বই

সরবরাহ করাও যেতে পারে। পরিষদের পক্ষেও এই ভ্যানে করে এলাকায় যাতায়াত করা সম্ভব হয়।

অনেক সময় বইয়ের ভ্যানের সঙ্গে অন্যান্য সরকারী বিভাগের প্রচার কার্য —যেমন ভ্রাম্যমাণ সিনেমা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা যুক্ত করতে পারলে, খরচ অনেক কম হয়ে যায়। এখানে পরিষদ বইয়ের একটি প্রদর্শনী বাক্স সাজিয়ে নিতে পারে এবং যে সকল জায়গায় থামা হয় সেখানে তা প্রদর্শন করতে পারে। ভ্রাম্যমাণ পুস্তক বিপণির ব্যবস্থা করার আগে অবশ্য যথেষ্ট খবরাখবর ও বিবেচনা করেই তা করা উচিত।

পরিষদের সংগঠন ঃ কর্মীনিয়োগ এবং কর্মবিভাগ

কোন দু'টি সাহিত্য পরিষদ এক ধরণের হয় না। এদের আয়তন ও প্রকৃতি অনেক বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন, কতখানি ভৌগোলিক এলাকায় তার কাজ সম্প্রসারিত, জনবসতির ঘনত্ব এবং জনসংখ্যা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে সমানতা কিংবা অসমানতা, আর্থিক উন্নতির স্তর, শিক্ষিতের হার, কি পরিমাণ অর্থসাহার্য্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সরকার কর্তৃক কতখানি এই কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, ইত্যাদি। এ সব কিছুই সাহিত্য পরিষদের চরিত্র এবং পরিণতিকে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

পূর্ববর্তী আলোচনায় যে বিষয়গুলির বর্ণনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সাহিত্য পরিষদের কর্মপদ্ধতির একটি ছক রচনা করা যায়। এই ছক অনুযায়ী সমগ্র কর্মপদ্ধতিকে পরপর এইভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

১) কোনো এলাকাস্থ জনসাধারণের সাহিত্যের প্রয়োজন সেখানকার কিছু সংখ্যক আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের নজরে আসে, যেমন স্থানীয় জননেতা, সরকারী কর্তা-ব্যক্তি এবং লেখক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের স্বতঃ প্রবৃত্ত প্রচেষ্টায় কিছু লেখার খসড়াও প্রণীত হয়।

১ (ক) স্থানীয় সাহিত্য সমিতি সাহিত্য পরিষদের সহযোগিতায় যে রচনা প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে, তার সাহায্যে সুযোগ্য লেখক আবিষ্কার এবং রচনা প্রণয়ন একটি উত্তম উপায়, এবং এই সূত্রে জনসাধারণের প্রয়োজন ও পাঠরুচির যথাযোগ্য তথ্য লাভ করা যেতে পারে।

২) সাহিত্যের প্রয়োজন এবং প্রণীত খসড়া আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতির অথবা উপযুক্ত সরকারী দপ্তরের নজরে আসতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধানত মৌলিক পাঠ্য সরকারী বিভাগের বিবেচনা লাভ করবে এবং সহায়ক পাঠ্য আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতির বিবেচনাধীন হবে।

৩) সরকারী দপ্তর এবং সাহিত্য সমিতি এরপর বিষয়গুলির বিবেচনা করে সহিত্য পরিষদকে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব দেবে। সাহিত্য পরিষদ অতঃপর এ সম্পর্কে কার্যক্রম অবলম্বন করবে। এই পর্যায়ে একজন লেখক নির্বাচন করা হবে।

৪) ৩-এর পর্যায়ে বর্ণিত উপায়ে একটি সুষ্ঠ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে পর সেটি পরিষদ কোন মুদ্রাকর বা প্রকাশকের হাতে দেবে।

৫) এই কাজ করার আগে পরিষদ তার কেন্দ্রীয় সাহিত্য উপদেষ্টা কমিটির মতামত গ্রহণ করবে। বিশেষ করে যে বিষয়বস্তু পরিষদ নিজে প্রস্তাব করেছে সে সম্পর্কে এই মতামত গ্রহণ প্রয়োজনীয়। এই উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান খুব প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হওয়া উচিত।

৬) মুদ্রণ কিংবা প্রকাশনের কাজ সমাধা হলে মুদ্রিত বস্তু পরিষদের বিতরণ বিভাগ অথবা কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করা হবে।

(৬-ক) পরিষদের নির্বাচিত নয় এমন কিছু বাছাই করা পাঠ্যও বিতরণ বিভাগে নেওয়া যেতে পারে।

৭) খরচ-খরচার হিসাব নির্ণয় করার পর মূল্য নির্ধারিত হলে সরকারী বিভাগকে পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করা হবে। অন্যান্য বইয়ের দোকান ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে ও সরবরাহ করা হবে।

(৭-ক) সরকারী-বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানদের এই সকল বিক্রেতাদের কাছে বই কিনতে অনুরোধ ও উৎসাহিত করা হবে। অভিজ্ঞ পুস্তক বিক্রেতারা গ্যারান্টি দেওয়া বই সরাসরি প্রকাশকদের কাছে সংগ্রহ করতে পারে।

৮) এইভাবে পাঠক সাধারণের কিছু প্রয়োজন সরকারী বিতরণ মারফত নির্বাহ করা হয়, এবং সাধারণভাবে বই তাদের কাছে সহজলভ্য করা হয়।

কর্মী সংস্থাপনের পদ্ধতি পরিচালন কার্যে নিয়োগ :

কর্মীর পদ : পরিষদের প্রধান ; ব্যবসায়ের ম্যানেজার ; পুস্তক সংরক্ষক ; পরিচালকের সহযোগী (ব্যবসায়িক) ; লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ এবং বইপত্রের অফিসার ; পরিষদের সচিব।

দায়িত্ব : সরকারকে কোন বিশেষ এলাকায় সাহিত্যের সংস্থান সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া এবং পরবর্তীকালে এই সংক্রান্ত সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করা ও কার্যে পরিণত করা। পরিষদের আর্থিক আয় ব্যয়ের খসড়া (বাজেট), সম্মিলিত আর্থিক হিসাব প্রণয়ন এবং সাধারণ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা। পরিষদের

পরিচালনা, সংগঠন এবং নীতির সামগ্রিক নির্দেশ দেওয়া। প্রকাশনের জন্য রচনা নির্বাচন এবং অনুমোদন, প্রকাশনের কাজ তদারক করা। নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাপা কিংবা প্রকাশক মারফত গ্যারান্টির ভিত্তিতে ছাপা—কোনটির ব্যবস্থা করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা। প্রকাশকদের সঙ্গে গ্যারান্টির চুক্তি করা। বিতরণ ব্যবস্থার নীতি স্থির করা। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সরকারী বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা। খবরাখবর প্রচার। কাজের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়া। স্থানীয় সাহিত্যবস্তুর নিদর্শন সংগ্রহ করা। সাহিত্য প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা। অঞ্চলগত এবং পুরা এলাকায় শিক্ষিতের হার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, পরিসংখ্যান তৈরী করা (অন্যান্য সরকারী বিভাগও এই কাজ করতে পারে কিন্তু পরিষদের কাছে এই সকল তথ্য মজুত থাকবে)।

সম্পাদকীয় বিভাগ

কর্মীর পদ ঃ সম্পাদক বা সম্পাদক মণ্ডলী ; পাঠক ; অনুবাদের কর্মাধিকার ; অনুবাদক শ্রেণী।

দায়িত্ব ঃ প্রথম পাণ্ডুলিপি পাঠ করা। অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে আলোচনার পর প্রকাশনের অনুমোদন করা। পরিষদের কর্তাকে এদের প্রকাশনাদি সম্পর্কে বিবিধ বিষয় অবগত করা। অন্য বিভাগের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে সংস্করণের সংখ্যা স্থির করা। অনুবাদ এবং ভাবাবলম্বিত রচনার (Adaptation) ব্যাবস্থা ও তদারক করা। সম্পাদনা কার্যের শিক্ষানবীশদের কাজ পর্যবেক্ষণ করা। অন্যান্য সরকারী বিভাগ, আঞ্চলিক সাহিত্য সমিতিদের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক উপদেশ ও ধারণা দেওয়া।

বিতরণ বিভাগ

কর্মীর পদ ঃ ব্যবসায় সহযোগী ; মজুতের সংরক্ষক ; দপ্তরী ; খুচরা বিক্রির শিক্ষার্থী।

দায়িত্ব ঃ পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত এবং অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত পাঠ্যবস্তু গুদামজাত করা। সরকারী বিভাগ, এবং খুচরা বিক্রির প্রতিষ্ঠানগুলিকে মাল সরবরাহের ব্যবস্থাপনা করা। খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে সহায়তা এবং উপদেশ দেওয়া। মজুত ও বিলির হিসাবের খাতা ও সম্পর্কিত হিসাবের কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ। (কোনও ক্ষেত্রে স্কুলের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মজুত ও সরবরাহ করা)

উৎপাদন ও বিষয়বস্তু বিন্যাস (Layout) বিভাগ

কর্মীর পদ : উৎপাদন আধিকারিক ; শিল্পী ; বিষয়বস্তু বিন্যাস করার শিল্পী ; যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ ও চালক ; প্রুফ রীডার ; শিক্ষানবীস।

দায়িত্ব : বিষয় বিন্যাস ও চিত্রাঙ্কনের নির্দেশ, তদারকী ও বিশেষজ্ঞ উপদেশ দান ; এ কাজ পরিষদের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা ক্রমে স্থির করা হবে। ছাপার কাগজ এবং বাঁধাই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নির্দেশ, মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, ছাপাখানার কাজ সম্পূর্ণ হওয়া অবধি তদারক করা ; সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে মিলিতভাবে প্রুফ দেখা। মুদ্রাকর এবং প্রকাশকদের নাম তালিকা প্রস্তুত করা ; কে কোন ধরনের কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে খবরাখবর রাখা। পরিষদের কর্তাকে নূতন ছাপার কৌশল, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করা এবং সেই এলাকায় পরিষদের নিজস্ব ছাপাখানা না গড়ে মুদ্রাকরদের সহায়তা করা ও বিবিধ বিষয় জানানো। পরিষদের যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা। কোন পরীক্ষামূলক ছাপার বস্তু থাকলে সেই কাজ হাতে নেওয়া।

সাময়িক পত্র

কর্মীর পদ : পত্রিকা সম্পাদক ; চিত্রণ শিল্পী ; বিলি করার কেরাণী, শিক্ষার্থী।

দায়িত্ব : পত্রিকা প্রকাশের কাজটি অন্যান্য পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের থেকে কিছু স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তু অন্য প্রকারের, পত্রিকার বিষয়বিন্যাসও বিশেষ ধরনের। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে, সর্বোপরি এর একটি বিশেষ ধরা বাঁধা সময়ে প্রকাশ করার প্রশ্ন বর্তমান। যদি এই পত্রিকা বড় আয়তনের আর নানাজাতীয় বিষয়বস্তু সমন্বিত হয়, এবং ত্রৈমাসিক থেকে আরও স্বল্পকাল অন্তর প্রকাশিত হয়, সেক্ষেত্রে পত্রিকার একজন স্বতন্ত্র সম্পাদক থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে অন্যান্য শাখার কাজ অতিমাত্রায় ব্যাহত হবে। প্রথমাবস্থায় পরিষদের অন্যান্য বিভাগের সাহায্যেই পত্রিকার কাজ চলতে পারে কিন্তু যদি পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি পায় তখন সম্পাদকের নিজস্ব কর্মীবৃন্দ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

লাইব্রেরী ব্যবস্থা

লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা সাহিত্য পরিষদের কর্মভুক্ত হবে কিনা, অথবা অন্যান্য বিভাগের দ্বারা তা পরিচালিত হবে, এই প্রশ্ন সুবিধা অনুসারে এবং সেই এলাকায় পূর্বপ্রথানুযায়ী স্থির করা কর্তব্য। কিন্তু পরিষদ যদি লাইব্রেরী গঠনের দায়িত্ব নেয়, তাহলে অন্যান্য শাখা থেকে স্বতন্ত্র একটি সম্পূর্ণ নূতন বিভাগ খোলা দরকার। এই বিভাগের কর্মীসংখ্যা নির্ভর করবে কত বড় ও কতগুলি লাইব্রেরী পরিষদ

সৃষ্টি করবে তার উপর। পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে আপন কর্মী নিয়োগ করতে পারে, কোথাও মাত্র পুস্তক সরবরাহ আর উপদেশ দেওয়ার মধ্যে তার ক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। এই অন্য লাইব্রেরীগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঠিত হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ কর্মীসংস্থান

এদের মধ্যে টাইপিষ্ট, বার্তাবহ, গাড়ী চালক এরা থাকবে। প্রশাসন বিভাগের মাথায় পরিষদের কর্তা আর প্রকাশ ব্যবসায়ের ম্যানেজারের স্থান। এর অর্থ গোড়া থেকেই যাতে স্বাভাবিক স্বনির্ভর ব্যবসায়ের নীতিতে পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া। তা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচালনা বিভাগ এবং প্রকাশ ব্যবসায় বিভাগের মধ্যে কাজের মেলামেশা, আদান প্রদান গড়ে ওঠে। পরিষদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার না থাকলে বিতরণের কাজ প্রায় থাকেই না। তখন প্রধান কাজ হয় প্রশাসনিক, যোগাযোগ রক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান করা। এই কাজ পরিষদের প্রশাসনবিভাগ একলাই সম্পূর্ণ করতে সক্ষম।

কর্মীদের নিয়োগ ও তাদের যোগ্যতা

কোনো পরিষদ স্থাপনের প্রথমধাপে একজন অধিকর্তা (Director) এবং একজন সচিব নিয়োগ করা কর্তব্য। এই প্রবন্ধে সাহিত্য সংস্থানের যে সকল সমস্যার কথা উল্লখে করা হয়েছে তার সামগ্রিক পর্যবেক্ষন করাই হবে অধিকর্তার প্রথম বছরের কাজ। অন্যান্য সরকারী বিভাগ এবং ব্যবসায়ী সংগঠন যাতে সমস্যার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রস্তাবিত সংগঠনের কাজের গুরুত্ব বোঝে ; এই সকল বিভিন্ন সংগঠনের সমস্যা জানা যায় এবং তাদের সহযোগিতা লাভ করা যায় ; একটি প্রাথমিক পরিকল্পনার সম্ভাব্য আয়ব্যয়ের হিসাব তৈরী করে সরকারকে পেশ করা হয়; এবং উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ করে দ্বিতীয় বছরের কাজের গোড়াপত্তন করতে পারা যায়—এইসব হবে প্রাথমিক কাজ। সাধারণ ক্ষেত্রে একটি সাহিত্য সমিতি যথাশীঘ্র স্থাপন করে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নেওয়া উচিত। প্রথম বছরেই অতি প্রয়োজনীয় সাহিত্য প্রকাশের একটি স্বল্পকালীন তালিকা ও কার্যক্রম স্থির করা দরকার এবং পরের দুতিন বছরের প্রকাশন-উদ্যোগের একটি সুস্পষ্ট চিত্র স্থির করা কর্তব্য।

অধিকর্তার পদে ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসন কর্মে দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগ বাঞ্ছনীয় এবং তাঁর শিক্ষা বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। প্রকাশনের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, ব্যয়ের খসড়া প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা

সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সম্পাদনার বিষয়েও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। তাঁর কাজ হবে দ্বিবিধ : সরকারী বিভাগ, এবং জনসাধারণ ও সাধারণ প্রকাশক ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এবং তদুপযোগী গুণাবলী তাঁর থাকা দরকার।

পরবর্তী নিয়োগ পরের বছরের প্রথম ভাগেই হওয়া দরকার। - এই পর্যায়ে সম্পাদক এবং উৎপাদন ও বিন্যাসের (Layout) কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা প্রয়োজন। অবশ্য অবস্থা অনুসারেই কোন্ বিভাগের কর্মী প্রথমে নিয়োগ করা হবে তা স্থির করা হবে। উৎপাদন ও বিষয় বিন্যাসের কর্মকর্তার গুণাবলী এমন হওয়া দরকার যেন ইতিপূর্বে যে ধরনের কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তা সম্পন্ন করতে পারেন। এলাকায় কাজের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকা সুবিধাপ্রদ হলেও এদের কাজ বিশেষজ্ঞ জাতীয় এবং সেই কারণে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে পরিচিতি একমাত্র প্রয়োজন নয়।

যেখানে যথেষ্ট মুদ্রণের সুযোগ সুবিধা বর্তমান সেখানে উৎপাদন বিভাগের কর্মী নিয়োগের চেয়ে সম্পাদকীয় বিভাগটির গঠন সুবিধাজনক। এই সঙ্গে একজন চিত্রণ শিল্পীর নিয়োগও আবশ্যক।

সম্পাদন বিভাগের কর্মকর্তার পাঠকদের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদন কর্মকর্তাকে একাধারে হতে হবে নৃতত্ত্বে পণ্ডিত, ভাষাবিদ এবং প্রকাশক। তাঁকে একজন শিক্ষাবিদের পর্যায়ে চিন্তা করতে হবে কিন্তু অতিমাত্রায় গুরুমশায়ের ভূমিকা নিলে চলবে না।

ব্যবসায়ের কর্মকর্তা দ্বিতীয় বছরের শেষভাগেই নিয়োগ করা সমীচীন। এঁর পদটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পক্ষে বইয়ের ব্যবসার কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং খরচের হিসাব ও এই ব্যবসার নানাদিক জানা দরকার। হিসাবরক্ষকের কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁর থাকা দরকার। পরিষদের কাজের অগ্রগতি ব্যবসায়ের কর্মকর্তা বা ম্যানেজারের কর্মদক্ষতা এবং বিতরণ ব্যবস্থাটি গড়ে তোলায় তাঁর পটুত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করবে। তা ছাড়া পরিষদের প্রকাশিত বইয়ের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ও মনোভাব সম্পাদকীয় এবং উৎপাদন বিভাগের কাজকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করবে। এই প্রভাব বোঝা যাবে পরিষদের বিতরণের বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর। যে বিভাগের ভার ব্যবসায় ম্যানেজারের হাতে।

এই পদগুলিই সর্বাধিক গুরুত্বের। অধস্তন পদে যে কর্মীদের নিয়োগ করা দরকার তাঁদের গুণ ও যোগ্যতা কিছুমাত্র কম হবে না, যদিও সমপরিমাণ অভিজ্ঞতা

না থাকলেও চলবে। কাজের ভিতর দিয়েই এঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সরকারী বিভাগের সমানুপাতিক হারেই পরিষদের কর্মীদের বেতন স্থির করা হবে।

নীতি সংক্রান্ত নির্দেশ

পরিষদের অধিকর্তা যাবতীয় প্রকাশকার্যের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তাঁর সুবিবেচনা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে। যেখানে কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে সেখানেই তিনি কেন্দ্রীয় সাহিত্য সমিতির কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেন।

একটি অসুবিধা প্রায়ই দেখা দেয় বিতর্কমূলক পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে। পরিষদ একটি সরকারী সংগঠন হওয়ার দরুণ স্বভাবতই রাজনীতি বিষয়ক প্রকাশনের ভার নেবেন না। কিন্তু অন্য ধরনের কোন বই যার সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিতে পারে তা প্রকাশ করা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতে পারে। যেমন স্থানীয় ইতিহাস যথেষ্ঠ জনপ্রিয় হলেও তার সত্যাসত্য সম্পর্কে মতভেদ থাকে, বিশেষত যখন তা লোককথা, কিংবদন্তীর উপর রচিত হয়।

এই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নীতি নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কিন্তু নানা উপায়ে এর সমাধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন কোন গ্রন্থের বিষয় যেটি ইতিহাস হিসাবে রচিত হলেও যথেষ্ঠ পরিমাণে ঘটনা ও কিংবদন্তীর সংমিশ্রনে রচনা করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে বইয়ের নাম ইতিহাস এর বদলে 'গল্প' রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া সেই গ্রন্থের মুখবন্ধে যথাযথরূপে বিষয়বস্তুর চরিত্রের সীমা ব্যখ্যা করা হলে কোন মতভেদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা কম। স্পষ্টতই পরিষদের প্রধান কর্তব্য হবে জনসাধারণের পছন্দ অনুযায়ী এবং পাঠরুচির প্রতি দৃষ্টি রেখেই বিষয়বস্তু রচনা করা। তাই তার কাজ অনেকাংশে পরীক্ষামূলক। আর্থিক দিকে সাফল্য যেমন আবশ্যক তেমনি অভিজ্ঞতা অর্জনের লাভটিও কম গুরুত্বের নয়। এবং এই অভিজ্ঞতা উত্তরবর্তী কালে প্রকাশনের কাজে যথেষ্ঠ ফলপ্রসূ হবে

সারাংশ

এই প্রবন্ধে যে সকল এলাকায় পুস্তক প্রকাশনের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি সেখানে একটি সাহিত্য পরিষদ স্থাপন ও তার সংগঠনের বিবিধ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য সর্ববিধ সাহিত্যের প্রকাশ সম্ভব করা এবং সর্বসাধারণের কাছে তা পৌছান। এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটিতে পরিষদের উদ্দেশ্য, পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ, সম্পাদন, উৎপাদন ও বিতরণ, খরচের হিসাব এবং পরিচালন এই যাবতীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে।

লেখকের প্রধান বক্তব্য হল, সাহিত্য পরিষদকে সাহিত্য প্রকাশনের একটি স্থায়ী সংগঠনরূপে ধরা হবে না। এর দায়িত্ব যতদিন অবধি কোনো এলাকার প্রকাশন ব্যবসায় পুরাপুরী সাহিত্যের প্রয়োজন মেটাতে না পারে ততদিন অবধি অন্তরবর্তী অভাব দূরীকরণ করা, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সমস্ত কর্মপরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া। লেখক এই কারণে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা যা কিছু পাওয়া সম্ভব, লেখক, প্রকাশক, ছাপাখানা এবং খুচরা পুস্তক ব্যবসায়ী,—তাদের সকলের সহযোগিতা লাভ করার পক্ষপাতী। পরিষদ নিজেই সকল প্রয়োজন আপন উদ্যোগে মেটাবার চেষ্টা করবেন এই নীতির তিনি বিরোধী। এই একই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তিনি কোনো প্রকাশকের মারফত গ্যারান্টির ভিত্তিতে প্রকাশ কার্য সম্পন্ন করা, এবং আপন ছাপাখানা না গড়ে স্থানীয় মুদ্রাকরদের সাহায্যে ছাপার কাজ নির্বাহ করার পক্ষপাতী।

অনেকগুলি সাহিত্য পরিষদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখক নানা বিভিন্ন অবস্থায় পরিষদের কাজ কি ধরনের হওয়া সম্ভব তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং প্রতি স্থানীয় অবস্থার অনুপাতেই পরিষদের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত এই অভিমত দিয়েছেন।

আয় ব্যয়ের হিসাব এবং খরচের হিসাব সম্পর্কে আলোচনার অংশে লেখক পরিষদের সকল খরচ উপরিব্যয় সমেত বইয়ের মূল্য নির্ধারণের কালে ধরবার যুক্তি দেখিয়েছেন। এই বিষয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিই পরিষদের গ্রহণ করা উচিত, যদিও পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য হিসাবে কিছু অর্থ প্রদান করতে পারেন।

এই প্রবন্ধে প্রধানত সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন সাহিত্য প্রকাশক সংগঠনের বিষয়ই গণ্য করা হয়েছে। যে সকল সংগঠনের উল্লেখ করা হয়েছে তারা প্রধানত

সরকারী বিভাগ, সরকারী কর্মচারী পরিচালিত।

স্বনির্ভর সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ এরা সকলেই এক অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা অতিক্রমের পর্যায়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই জন্য পরিষদ ও সরকারী বিভাগের মধ্যে যে সহযোগিতার উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বনির্ভর সংগঠনের ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব ও লাভজনক উপায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

একটি মৌলিক প্রশ্নের উপর লেখক সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেটি হল, কোন বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান সাহিত্য প্রকাশনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অংশ গ্রহণ করলে ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাড়তে পারে না। বিশেষত প্রথম দিকে তা অবধারিত। এবং পরিষদের পক্ষে এই ব্যবসায় একচেটিয়া হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ এলাকার প্রয়োজন হেতু এই অংশ গ্রহণ আবশ্যকীয় হয়।

যেমন, যে এলাকায় কোন সাহিত্যের উদ্ভব আদৌ ঘটোন। এখানে সাহিত্য পরিষদ সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন। এই জাতীয় এলাকায় কোন উপযুক্ত লেখক পাওয়াই কষ্টসাধ্য। সেই জন্য রচনা ও লেখা আহ্বান করলে সরাসরি সাড়া পাওয়া যাবে তা আশা করা যায় না। যদিও বাদুএকজন অভিজ্ঞ লেখক থাবেন তাঁরা গ্রাম্য বয়স্ক শিক্ষার্থীর উপযোগী লেখা লিখবেন তেমন প্রত্যাশা নেই। উপরন্তু এই ধরনের লেখার জন্য যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশেষ কায়দায় লেখার প্রয়োজন। স্বভাবতই এই কাজ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত লেখকের দ্বারা নিষ্পন্ন করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

যে সকল ভাষায় সাহিত্য এ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি, সেখানে আদর্শ রচনার কয়েকটি বই তৈরী হওয়া প্রথমেই দরকার। এই রচনা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের হওয়া প্রয়োজন। ব্যাকরণ, ভঙ্গী সব কিছুই সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ প্রথমেই নিম্নস্তরের ত্রুটিপূর্ণ রচনা, বিশেষত স্কুল পাঠ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার সমূহ ক্ষতি সাধন করে। শিশুরা দোষযুক্ত পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে ওঠে এবং পরবর্তী যুগের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নেমে যায়। এই জন্য সাহিত্যের পরিমাণগত প্রয়োজনকে কখনই তার গুণের উৎকর্ষতার উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ নয়। এই জন্য প্রয়োজনীয় সাহিত্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপযুক্ত লেখক, অনুবাদক ও প্রুফ-রীডারদের সন্ধান করতে যেটুকু অধিক সময় ব্যয় হয় তা পরবর্তীকালে যথেষ্ট সুফল প্রত্যার্পন করে। এই কাজে সবচেয়ে যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েই কাজ শুরু করা দরকার। কয়েকটি উৎকৃষ্ট আদর্শ রচনাবলম্বিত বই প্রণয়ন করতে

যদি পাঁচ থেকে দশ বছর সময়ও অতিবাহিত হয় তবু, একটি ভাষা ও সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠায়ে তা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

চিত্রাঙ্কন, অনুবাদ ইত্যাদি বিষয়ও একই দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা উচিত। যে শিল্পী সহজ এবং উৎকৃষ্ট চিত্রাঙ্কন করে এই বইগুলির মর্মার্থ প্রকাশ করবেন তাঁর প্রভাব পরবর্তীকালে যথেষ্ট উপকারপ্রদ হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ অনুবাদক প্রয়োজন, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশ এবং পারিপার্শ্বিকের চিত্র স্থানীয় পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

লেখক অন্যান্য প্রকাশক সম্প্রদায়ের সহায়তার প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মত অপেক্ষাকৃত অগ্রবর্তী দেশে পুস্তক ব্যবসায়ে অনেক কৃতী প্রকাশক পাওয়া যায়। কিন্তু এই দেশগুলিতেও বয়স্কদের জন্য উত্তম সাহিত্য প্রণয়নে এরা যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছে মনে করার কারণ নেই। এবং এখানেও কয়েকটি আদর্শ বইয়ের রচনা প্রণয়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন শিক্ষাপুস্তক প্রকাশক কিছু বই প্রকাশ করেছেন যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বইগুলি যথেষ্ট উপকারপ্রদ হতে পারে। লেখক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে পরিষদ প্রকাশকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, স্থানীয় সমস্ত সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে এবং এ ছাড়াও আপনার উদ্যোগে বিষয়বস্তু প্রণয়ন করে, অনুবাদ ও অভিযোজন, চিত্রাঙ্কন, প্রকাশন এবং মুদ্রণের যথাবিহিত দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

এই দায়িত্ব পালন করার ভিতর দিয়ে পরিষদ তার সর্বোচ্চ লক্ষ্যটির দিকে অগ্রসর হবে। সেটি হল—দেশের সমস্ত জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা, যাতে করে সেই জনসাধারণ তার আপনার পাঠ্য রচনা, উৎপাদন, প্রকাশ এবং বিক্রির সর্ববিধ প্রয়োজন নিজেই নিষ্পন্ন করবে।

এই কাজকে সফল করার শ্রেষ্ঠ উপায়-পরিষদের পক্ষে একটি উপযুক্ত কর্মী-গোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা, উৎকৃষ্ট আদর্শ পুস্তক তৈরী করা, এবং কোনও ক্রমেই অধিক পরিমাণে বইয়ের চাহিদা মেটাবার তাগিদে তার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়া। এই পথে অগ্রসর হলে পরিষদের পক্ষে উচ্চমানের সাহিত্য রচনার একটি অবদান রাখা সম্ভব হবে। ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যের বিকাশের পথে যা যথেষ্ট উপকার সাধন করবে। পুস্তক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর ফলে এক কৃতী লেখক ও বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় শিক্ষিত হবেন যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে পরিষদের অবলুপ্তির পরেও সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব বহন করতে পারবেন।

ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতি

এই বিবরণীতে ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতির কর্মোদ্যোগের একটি পরিচয় পাওয়া যাবে, বিশেষত সদ্য-সাক্ষরদের ক্ষেত্রে তাঁরা যে পাঠ্য সংস্থান করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়েছে। ব্রহ্মদেশে এই সমিতিই একমাত্র সংগঠন যাঁরা ধারাবাহিকরূপে বয়স্ক শিক্ষিতদের প্রয়োজনের উপযোগী পাঠ্য প্রকাশ করে থাকেন।

সমিতির কর্মপরিকল্পনায় সকল স্তরের পাঠকদের উপযোগী পাঠ্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য গৃহীত হয়েছে। বিশ্বকোষ, প্রযুক্তি বিদ্যার পাঠ্য পুস্তক (technical books) এবং সর্ববিধ জ্ঞান ও বিবিধ বিষয়াবলম্বিত উচ্চশিক্ষিত পাঠকের উপযোগী বই প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া সমিতি মুদ্রাকর, প্রকাশক, সাংবাদিকদের শিক্ষাদান, লাইব্রেরী সংগঠন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, সাহিত্য রচনার পুরস্কার, বয়স্কদের সান্ধ্য ক্লাস এগুলিও পরিচালনা করেন।

সম্প্রতি সমিতি স্বল্প পাঠ ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপযোগী পাঠ্য প্রণয়নের প্রয়োজনটি উপলব্ধি করেছেন। কেবলমাত্র মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। মূল্যবান জ্ঞানের বিষয় বাছাই করে, যে খবরাখবর পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বের, যে গল্পের বিষয় বর্ণনা পাঠকের আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ—এই যাবতীয় বস্তু এমনভাবে রচনা করা উচিত, এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত যা সহজেই বোঝা যাবে, চিত্তাকর্ষক হবে এবং পাঠকের আচরণ ও মানসিকতাকে উন্নত করবে।

প্রথমভাগে বেশীরভাগ প্রকাশিত বই ছিল অনুবাদ শ্রেণীর। কিন্তু বর্তমানে সমিতি ব্রহ্মদেশের সর্বশ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করছেন, বিশেষত যে সকল প্রয়োজন ব্যবসায়ী প্রকাশক মহল এ অবধি মেটাতে পারেন নি, সেই দিকে। সমিতি বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন যে কেবল মাত্র ছাপার হরফে প্রকাশ করায় সুফল পাওয়া যায় না। বইমাত্রই সুন্দর ও মনোগ্রাহী আকারে সম্পাদন করা দরকার। কেবল বহুল পরিমাণে প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, যে অসংখ্য দৃষ্টির অন্তরালবর্তী জনসাধারণের জন্য বই প্রকাশ করা, তাদের সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি থাকা একান্ত দরকার।

পূর্ববর্তী বিবরণ

ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতি ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী উ ন্যু কর্তৃক

স্থাপিত হয়। সেই সময় ব্রহ্মের সাধারণ পাঠকের বিশ্বজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় নামমাত্রই ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও রাজনীতি ছাড়া বর্তমান জগতের যৎসামান্য ও অকিঞ্চিতকর লেখাই ব্রহ্মের সাধারণ পাঠক, ছাত্র ও জ্ঞানানুসন্ধানীর লভ্য ছিল। সমিতির লক্ষ্য ব্রহ্মের ভাষা ও সাহিত্যকে আধুনিক স্তরে উন্নত করা, সকল বিষয় পুস্তক প্রণয়ন করা এবং জাতির জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করা। এই কাজ এত সফলতা অর্জন করেছে যে বিদেশী লেখকদের উপর নির্ভরতা বর্তমানে অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করার প্রয়োজন প্রায় অবর্তমান।

সাধারণ পাঠকের উপযোগী বই

সমিতির একটি প্রধান লক্ষ্য হল পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের পুস্তক বর্মী ভাষায় প্রকাশ করা। গণ-জ্ঞান-গ্রন্থমালা (Mass Enlightenment Series) এর মধ্যে পাওয়া যায়, কেনাবেচা, জগতের প্রধান বিজ্ঞানী, বর্মার পক্ষী, জীবাণু সন্ধান—এই ধরনের বিচিত্র বিষয়ের বই। এ ছাড়া বিজ্ঞান সিরিজ, ইতিহাস সিরিজ, পঞ্চাশ বছর সিরিজ এই ধরণের গ্রন্থমালায় বিজ্ঞানের উন্নতি, ভ্রমণ, খেলাধূলা, শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, সরকারী ও বিশ্ব-বিষয়ক বই রয়েছে। মহান সাহিত্য সিরিজে বিদেশের মহান সাহিত্য এবং পিদাওথা, সেবারাষ্ট্র (Welfare State) সিরিজ। এই শেষের সিরিজ মারফত সমিতি গ্রাম্য জনসাধারণের জন্য এবং স্কুলের সম্পূরক পাঠ্য হিসাবে সরলীকৃত পাঠ্য প্রকাশের চেষ্টা করেছে। এই সিরিজে শতাধিক বই ছাপা হয়েছে। বড় হরফে প্রচুর চিত্রযুক্ত ৪০ পৃষ্ঠায় এই বইগুলি প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি বইয়ের মূল্য ৫০ বর্মী পয়সা। এর মধ্যে ৩০টি বইয়ের প্রতিটি ৫০,০০০ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এদের বিষয়বস্তু সাধারণ জ্ঞানমূলক। প্রথম সিরিজের বইতে ব্রহ্মের সদ্যসাক্ষর গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজ ও সরল পদ্ধতিতে তাদের জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের খবরাখবর সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয় সিরিজে ছোট গল্প, নাটক ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। এই বই কিছুটা পাঠক্ষমতায় অগ্রসর সর্বসাধারণের জন্যে প্রকাশিত। সাধারণ মানুষের সামাজিক, আর্থিক, স্বাস্থ্য ও নাগরিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের সহায়ক। এই পাঠ্যসমূহ দেশীয় লেখক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই প্রস্তুত হয়।

একটি মাসিক পত্রিকা 'সাপায় বায়িকমান' (Sapay Beikman) বিজ্ঞান, সমসাময়িক ঘটনা, পৃথিবীর ইতিহাস, দৈনন্দিন অর্থনীতি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সাধারণ জ্ঞানের সচিত্রিত জনপ্রিয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রতিমাসে স্কুল লাইব্রেরী

ও জনসাধারণের মধ্যে এই পত্রিকা ২১,০০০ কপি প্রচারিত হয়। এই পত্রিকায় যা ছাপা হয় তার ভাষা অত্যন্ত সরল ও বর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা।

স্কুল বই ও তথ্য নির্দেশমূলক পাঠ্য

ব্রহ্মের সকল সাধারণ শিক্ষায়তনে বর্মী ভাষাই শিক্ষার বাহন হিসাবে গৃহীত। সমিতি বর্মার এক সর্ববৃহৎ পাঠ্য পুস্তকের প্রকাশক। প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকদের সহায়ক পাঠ্য, স্কুল লাইব্রেরীর বই, প্রাযুক্তিক পাঠ্যবস্তু (Technical books) এ সবই প্রকাশ করা হয়।

সমিতি একটি 'বিজ্ঞান কোষ' (Encyclopaedia of Popular Science) প্রকাশ করেছেন। এটি সরল ভাষায় চিত্রযুক্ত আকারে ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১৪ খণ্ডে একটি সচিত্র বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশেষ ধরণের কাজ

সাহিত্য পুরস্কার : প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, উল্লেখযোগ্য বইয়ের অনুবাদ, রম্য রচনা, সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের একটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়।

শিক্ষাদানের ক্লাস : সমিতি কম্পোজিটার, যন্ত্র চালক, দপ্তরী ও ব্লক নির্মানকারীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন। লাইব্রেরী পরিচালনার শিক্ষা ও সাংবাদিকতার শিক্ষার ক্লাসও তাঁরা পরিচালনা করেন।

গবেষণা বিভাগ : সমিতির প্রকাশিত পাঠ্যে কিরূপে পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করে তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থার জন্য গবেষণার আয়জন করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সৃষ্টির জন্যও গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাপায় বেইকমান সাধারণ গ্রন্থাগার

ব্রহ্মের সবচেয়ে বড় সাধারণ গ্রন্থাগার এটি। এর সদস্য বিনামূল্যে হওয়া সম্ভব।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকাশনের অনুসন্ধান বিভাগ

যদিও সমিতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তবু সরকারী ও সাধারণ প্রকাশকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সমিতি একটি শিক্ষা প্রকাশন অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করেছে।

পরিচালনা

পনেরোজন সদস্যযুক্ত একটি সভা যাবতীয় সাংগঠনিক কাজের দায়িত্বভার বহন করে। এই সভা কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশনের যোগ্য বই

স্থির করে। কর্মসচিব ৩৫০ জনে গঠিত একটি মুদ্রণ বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করেন। সম্পাদনা এবং পরিচালনার জন্য পৃথক কমিটি আছে। এগুলিতে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হয়েছে যাঁরা সমিতিকে পরিকল্পনা গঠনে উপদেশ দেন। প্রযুক্তি বিভাগ বিশেষ ধরনের শব্দের পরিভাষা স্থির করে।

সমিতি নিজস্ব অনুবাদক এবং লেখকদের শিক্ষিত করে, যদিও বাইরের লেখকদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। বিষয়বিন্যাস এবং শিল্পবিভাগ সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করে। রেঙ্গুনে সমিতির একটি প্রেক্ষাগৃহ, বিক্রয় বিভাগ, অধিবেশন গৃহ, সাধারণ পাঠাগার এবং প্রদর্শনী গৃহ আছে।

সমিতির মুদ্রণ বিভাগে আধুনিক মোনোটাইপ ছাপার ব্যবস্থা আছে, দুই রঙের ছাপার মেশিন আছে, এবং এ ছাড়াও অনেকগুলি দ্রুতগতি ছাপার মেশিন আছে। ব্লক তৈরীর যন্ত্র, হাত কম্পোজ বিভাগ এবং দপ্তরী বিভাগ আছে।

প্রত্যেকটি বইয়ের সাধারণত ২৫,০০০ সংখ্যার সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সরকার স্কুল এবং গ্রামীণ লাইব্রেরীর উপযোগী বই অনুমোদন করেন। এবং ১৫ থেকে ২০ হাজার সংখ্যায় প্রতি বই খরিদ করেন। সমিতি সাধারণত ৫০০০ কপি নিজে বিক্রি করে থাকে।

সমিতির প্রকাশনের তালিকায় বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে কেবল ১৯৫৪ সালে ৫৮টি বই প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান, স্কুলপাঠ্য, পিয়াদাওথা, (বিশ্বজ্ঞান বিষয়ক সহজ পুস্তক মালা) গণ শিক্ষা, পেশাদারী শিক্ষা, সম্পূরক পাঠ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বসাকুল্যে ১,৮৩৩,০০০ কপি, এবং প্রতি বই গড়ে ৩২,০০০ কপি করে ছাপা হয়। মোট ৫,৬৮১ পৃষ্ঠার রচনা হয়। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশকদের সমতুল্য বলে এই পরিমাণ গণ্য করা যেতে পারে।

এ ছাড়া সমিতির প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা ২৫০,০০০ কপি ছাপা হয়। ব্রহ্ম সচিত্র বিশ্বকোষের প্রথম দুটি খণ্ড প্রতিটি ৫০,০০০ কপি ছাপা হয়েছে।

পরবর্তীকালে এই প্রকাশনের বহর আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাৎসরিক প্রায় এক কোটি বর্মী মুদ্রা প্রকাশনের ব্যয়ের জন্য ধার্য করা হয়েছে।

ধারাবাহিকরূপে পাঠ্যবস্তু প্রকাশন পরিকল্পনা

বর্তমানে ব্রহ্মের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশকের কাজ বর্ধিত করার আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়েছে। এই পাঠ্য

গ্রামবাসীদের কেবল আনন্দবিধানের জন্য প্রযুক্ত হবে না। তাদের উন্নত জীবন উপলব্ধির পথ প্রদর্শন করবে। বর্তমান সমস্যা হল এই বিরাট সম্ভাব্য পাঠক শ্রেণীর নিকটে কার্যকরীভাবে এবং সুপরিকল্পিত উপায় পৌঁছানো।

এই উদ্দেশ্যে সমিতি দুই শ্রেণীর পাঠক সাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রকাশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন : ক) যাদের পাঠক্ষমতা মাত্র অক্ষর পরিচয়ে সীমাবদ্ধ, এবং এদের সন্ত-সাক্ষর অভিহিত করা যেতে পারে। খ) যাদের পাঠক্ষমতা এদের চেয়ে অধিক, কিন্তু পড়ার অভ্যাস এখনও গঠিত হয় নি। সমিতি তাই দুটি গ্রন্থমালা প্রবর্তন করা স্থির করেছেন : প্রথমটি গণপাঠ্যমালা আকারে প্রকাশ করা হবে। এগুলি ছবিযুক্ত ১৫-৪০ পৃষ্ঠায় কাহিনীমূলক, ক) শ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী ; দ্বিতীয়, ছোট গল্প সাহিত্যমালা ; এগুলিও পূর্বের অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত পাঠক্ষমদের উপযোগী। এই পরবর্তী সাহিত্য ব্যাপক পাঠক সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য হবে, এমনকি যারা সুশিক্ষিত তাদেরও আগ্রহবর্তী হবে। প্রায় দুতিন যুগ পূর্বে ব্রহ্মের গ্রামাঞ্চলে ছোট আকারে নাটক প্রকাশিত হত। এগুলি চেঁচিয়ে পড়া হত এবং অনেকে মিলে শুনত। এই শ্রেণীর পাঠকদের প্রয়োজন মেটাবার কথা বিবেচনা করেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জনসাধারণের পাঠাভ্যাস, ক্ষমতা ও বিষয়াদির জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থমালা দুটি পরিকল্পিত হয়েছে। সমিতি ক্ষেত্রে কাজ করেন এমনি বিভিন্ন সংগঠন, যেমন গণশিক্ষাসমিতি এবং অন্যান্যদের কাজের সহায়তা করছে। গ্রন্থমালা দুটিতে ছ'টি বিষয়, যথা কৃষি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতির প্রথম জ্ঞান, পৌরনীতি, সংস্কৃতি এবং আমোদ প্রমোদ স্থান পাবে। সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিত্তিতে এই বিষয় নির্বাচিত হয়। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে পোষ্টার এবং অন্যান্য দৃষ্টি সহায়ক উপায় ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

বর্তমান কর্মীবৃন্দ এবং সংগঠন

একজন পত্রিকা সম্পাদক ও দুজন পরিকল্পনা সম্পাদক উপরোক্ত কাজের দায়িত্ব নির্দেশ করেন। সরকারী মন্ত্রীদপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি রচিত হয়েছে, এবং সমিতির প্রকাশন গবেষণা বিভাগ সহযোগিতা করেন এই কাজে।

প্রকাশনের জন্য যে বিষয়গুলি প্রস্তাব করা হয়েছে তা হল : স্বাস্থ্য ; শিশুপালন ; বিকৃতিযুক্ত শিশুদের পালন ; ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ; প্রাথমিক চিকিৎসা ; মাতৃত্ব ; অনাময় ব্যবস্থা ; রোগ মহামারী ইত্যাদি।

কৃষি ঃ ধানচাষের উন্নতি ও গুণাগুণ ; ফসলের গুণ বৃদ্ধি ; সার ; ভূমি সংরক্ষণ ; জল সেচ ; যন্ত্রপাতির ব্যবহার ; দুই চাষ ; আত্মনির্ভরতা ; বনরক্ষণ ; পশুপালন ; হাঁস মুরগী পালন ; ফসলের রোগ পোকা নিবারণ ইত্যাদি।

পৌর নীতি ঃ দেশ ও দেশের মানুষ ; গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা ; ভোট ; ব্রহ্মের ইতিহাস ; গ্রামরক্ষী ; পুলিশ বন্ধু ; আগুন ; গ্রাম সমিতি।

সাধারণ সংস্কৃতি ঃ ধর্মগুরু ; জাতীয় জীবন ও নেতা, এঁদের জীবনী ; আন্তর্জাতিক বিষয় ; বৌদ্ধধর্মের কথা ; প্যাগোডার ইতিহাস ; লোক সংগীত ; ব্রহ্মের জাতিসমূহ ; শিল্পী ও লেখক ; উৎসব।

অর্থনীতি ঃ সাংসারিক অর্থনীতি ও মিতব্যয় ; হাতের কাজ ; গ্রামীণ সমবায় ; ক্রেতা ও উৎপাদক ; বহুমুখী উদ্যোগ।

আমোদ প্রমোদ ঃ লোক কথা ; খেলাধূলা।

এই তালিকা একটি ব্যাপক প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। এই বিষয় অবলম্বনে রচনা পাওয়া গেলে তা সম্পাদনা করার ব্যবস্থা হয়, ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ সংশোধিত হয়। প্রত্যেক যোগ্য ছোট গল্প আকারে লিখিত রচনা বাবদ ২৫০ মুদ্রা দেওয়া হয়।

কোন শিক্ষামূলক বইয়ের বিষয়বস্তু রচনার বিধি

রচনায় যে লক্ষ্য আরব্ধ হওয়া প্রয়োজন তা হল ঃ

১। কোন শ্রেণীর মানুষের জন্য বইটি প্রণয়ন করা হচ্ছে—পুরুষ, নারী, চাষী, জেলে, মজুর, গ্রামবাসী, সহরবাসী অথবা সাধারণ লোক ?

২। এই শ্রেণীর লোকেদের কি শেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে ?

৩। এদের কাছে কি প্রত্যাশা করা হয় ? কেন, কখন, কিভাবে তারা তা করবে ?

৪। বই পড়ার সময় পাঠক কোথায় সাহায্য বা নির্দেশ পাবে ?

৫। কোন গল্পের কাঠামো উপরের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছে কি ?

৬। কয়েকটি আনুষঙ্গিক বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে কি ?—এই প্রশ্নগুলি মনে রেখে রচনা প্রণয়নে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

পুস্তিকার মান, রচনাভঙ্গী ও গঠন

১। উপদেশ, প্রবন্ধ ইত্যাদির থেকে গল্প বলার ভঙ্গীতে লেখাই বেশী উপযোগী বিবেচিত হবে।

২। প্রত্যেক বইয়ে অল্প পরিমাণে খবরাখবর থাকবে—দু একটি প্রধান বিষয়ের অধিক নয়।

৩। হরফ বড় আকারের, অন্ততঃ ১৮ পয়েন্টের হওয়া উচিত। লাইনের মধ্যে ফাঁক বেশী হবে।

৪। হরফ যেন সহজ ও এক ধরনের হয়। হরফের রকমফের পড়ার অসুবিধা করে। শব্দগুলি সমদূরত্বে থাকবে।

৫। অনধিক ৪০ পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি বই তৈরী এবং পকেট সাইজের হবে।

৬। ভাল সহজ চিত্রাঙ্কণ থাকবে যা বইয়ের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করবে।

৭। রঙীন মলাট হবে।

৮। ভাষা প্রধানত চলিত এবং সুপরিচিত বাক্য অবলম্বিত হবে। বোধ-গম্যতা নিরূপণ সম্পর্কে যথেষ্ঠ গবেষণা করে একটি পাঠযোগ্যতা ও বোধগম্যতার মান সৃষ্টি করা হবে।

সাপায় বেইকমান সাময়িক পত্র

নীতি ও কর্মপরিকল্পনা: ১৯৫০ সাল অবধি সমিতির সাময়িক পত্রিকা প্রকাশন এক আটপৃষ্ঠার সাময়িক পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে ব্রহ্ম অনুবাদ সমিতির খবরাখবর এবং মাঝে মাঝে দু একটি সাহিত্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এই বছরেই সমিতি একটি মাসিক পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমিতি অনুভব করে যে যদিও দেশে কিছুসংখ্যক পত্রিকা বর্তমান কিন্তু সেগুলি মাত্র সহরের অধিবাসীদের উপযোগী। এই জন্য সমিতির প্রস্তাবিত পত্রিকা গ্রামীণ মানুষদের জন্যই প্রধানতঃ প্রকাশ করা স্থির হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ১লা জুন ১৯৫১ সালে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয়। প্রতি সংখ্যা দুই মুদ্রা দাম ধার্য করা হয়। বর্তমানে ২১,০০০ কপি প্রতি মাসে ছাপা হয়। ব্রহ্ম সরকারের খবরাখবর বিভাগ ১৮,০০০ কপি খরিদ করেন।

স্বাস্থ্য, অনাময় ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান জ্ঞান এই পত্রিকায় প্রচারিত হয়। পাঠকদের মধ্যে পৌরনীতির জ্ঞান, দেশ-বিদেশের মধ্যে সম্প্রীতি, একতা, জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা ও তথ্য সরবরাহ হয়।

পত্রিকার নিজস্ব অত্যাধুনিক মুদ্রণের যন্ত্রপাতি সমেত ছাপাখানা আছে। এ ছাড়া, বাঁধা, ব্লক নির্মাণের বিভাগও আছে।

সমিতির একটি গবেষণা বিভাগ গ্রামীণ মানুষের পাঠরুচি এবং আগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করে থাকে। পিদাওথা সিরিজের জনশিক্ষার

পুস্তিকাগুলিতে কিছু অংশ শোনা ও চেঁচিয়ে পড়ার উপযোগী এবং কিছু অংশ নিজে পড়ার উপযোগী করে রচিত হয়।

একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিঃ পত্রিকার মধ্যে একটি টিকিটসহ পোষ্টকার্ড সরবরাহ করা হয়, যাতে পাঠকদের মতামত, সমালোচনা, পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে খোলাখুলি লিখে জানাবার অনুরোধ থাকে। অনেক পাঠকের মত জানা গেছে যে পত্রিকার আয়তন একটু বড়। অনেকে রঙীন ছবি দিতে বলেছেন। অনেকে পত্রিকার প্রশংসা করেও লেখেন।

পত্রিকার বিষয় পরিকল্পনা

প্রতি মাসে দুবার সম্পাদকীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সম্পাদক আপনার বক্তব্য বলেন, অভিজ্ঞতা, খবরাখবর বিবৃত করেন। তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয় এবং লেখক-সম্পাদক তার ভিত্তিতে লেখা তৈরী করেন।

লেখক-সম্পাদকেরা বিভিন্নসূত্রে প্রকাশিত ছোট গল্প ও প্রবন্ধের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেন। এগুলি এক একটি কার্ডে লিখে রাখা হয় এবং পরে কোনও প্রবন্ধ লেখার কালে এইসব টিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিস্তারিত করে ভবিষ্যত প্রবন্ধে ব্যবহৃত করা হয়। এই কার্ড প্রায় ১০,০০০ সংরক্ষিত করা আছে। যখনই এই রকম একটি কার্ড লেখা হয়—তাতে কোন প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা, লেখকের আর পত্রিকার নাম, তারিখ ইত্যাদি সবকিছুই জানবার উপায় থাকে।

কোন প্রবন্ধ বা গল্প পেশ করা হলে, প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক সেটির চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য বিষয়ে কর্তব্য স্থির করেন। এইরূপ পদ্ধতিতে পত্রিকাটি ক্রমে মুক্তিলাভ করে।

সম্পাদক নির্বাচন

পত্রিকার প্রবন্ধাদি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব কর্মী ও লেখকদের মারফত লেখানো হয় বলে লেখাগুলি সম্পাদকের সুসমঞ্জস করে তোলার দায়িত্ব থাকে। যাঁরা লেখা প্রদান করেন সেই সব লেখক-সম্পাদকদের পত্রিকার নীতি ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। পাঠকেরা তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী অবধি স্কুলে পাঠগ্রহণ করেছে এটি জানানো হয়। বিশেষরূপে বর্মী ভাব ও অভিব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

লেখকদের এই বিষয়ে জানানোর পর তাঁদের আপন অভিরুচি অনুযায়ী একটি রচনা লিখতে বলা হয়। এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য, এবং সপ্তাহ শেষে তাঁরা তাঁদের লেখার খসড়া দেখান। এগুলি কর্মসচিবের

সঙ্গে আলোচনা করা হয়। লেখকেরা পত্রিকার সংগৃহীত কার্ডগুলির সাহায্য নিতে পারেন, যা থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তথ্য জানা যায়।

লেখাগুলি পরীক্ষা করা হলে পর, লেখকদের কিছু ইংরাজি থেকে বর্মীভাষায় অনুবাদ করতে বলা হয়। এঁরা ইংরাজি জানেন কিনা এবং বর্মীভাষা লেখার কিরূপ দক্ষতা আছে তা এ থেকে প্রতিপন্ন হয়। এইভাবে লেখক নির্বাচনের পদ্ধতি অত্যন্ত সুফলপ্রদ হয়েছে।

বিতরণ

ব্রহ্ম অনুবাদ সমিতি যদিও দেশের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে কাজ করে থাকে—তবুও এটি একটি স্বয়ংনির্ভর অলাভকামী শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতি। সরকার সমিতির এককালীন মূলধনের চাহিদা সময় সময় থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে মিটিয়েছেন। কিন্তু সমিতির লক্ষ্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরতা অর্জন করা। বিতরণের কাজ এতাবৎ সরকারী ব্যবস্থা মারফত নিষ্পন্ন হয়েছে। তথ্যবিভাগ ও শিক্ষা দপ্তর, সমিতির প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খরিদ করে স্কুল, লাইব্রেরী পাঠগৃহ, প্রভৃতিতে সরবরাহ করে। সমিতি সরকার কর্তৃক বিতরণের উৎসাহ দিলেও সম্পূর্ণ তার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না।

এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য সমিতি খুব বর্দ্ধিত আকারে এক আধা ব্যবসায়িক নীতিতে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এবং যত অধিক সংখ্যক ব্রহ্মবাসীর কাছে বই পৌছে দেওয়া সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়। সরকারী বিতরণ-ব্যবস্থা মারফত স্কুল ও লাইব্রেরীতে যারা পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের কাছে প্রকাশিত সাহিত্য পৌছায়। বর্তমান বর্ধিত ব্যবস্থায় তা সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে।

সমিতির প্রকাশিত বইয়ের দাম মাত্র তার উৎপাদন খরচের সমান ধার্য করা হয়। কোন কোন বই লোকসান করেও বিক্রি করা হয় কারণ তার উৎপাদনের সমান মূল্য স্থির করলে তা অত্যন্ত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। বিনামূল্যে বিতরণ করার থেকে নামমাত্র মূল্য ধার্য করার উপযোগিতা অনেক বেশী বলে সমিতি মনে করে।

সমিতির নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ

নূতন বিতরণ ও বিক্রয় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে সমিতি বিতরণের কর্মকর্তার অধীনে দুজন নূতন অধিকারিককে নিয়োগ করেছে: একজন এদের তথ্য-অধিকারিক, অন্যজন বিতরণ, বিক্রির ভারপ্রাপ্ত।

চারজন ভ্রমণকারী বিতরণ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এদের কাজ জেলাগুলিতে গিয়ে "বিক্রি না হলে ফেরৎ" এই ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে বিক্রির সংগঠন গড়ে তোলা। এই কর্মীরা সহর ও গ্রামে যায়, স্থানীয় দোকানীদের BTS এর বই সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করে। এবং প্রত্যেক বিতরকের সঙ্গে মাসে একবার করে সাক্ষাৎ করে। ভ্রমণের জন্যে সমিতি কোন বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করে নি। কর্মীরা মফস্বলে গিয়ে যেখানে বই পাঠানো দরকার তা রেঙ্গুনের অফিসকে জানায়। এই কর্মীরাই বিক্রির জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল এবং টাকা পয়সা এরাই সংগ্রহ করে থাকে। একটি পদ্ধতি হল দ্বিতীয় মাসের কিস্তিতে যে বই পাঠানো হয় তা নগদ মূল্যে ভি পি পি করে পাঠানো হয়—বস্তুত এই দাম পূর্বের মাসের বইয়ের বাকি পাওনার বাবদ গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে ভ্রমণকারী কর্মী প্রকৃতপক্ষে কোন টাকা পয়সাই হস্তগত করে না এবং স্থানীয় বিক্রেতাদেরও অগ্রিম দাম দিয়ে বই নিতে হয়।

পরবর্তী পরিকল্পনা

সমিতির নিযুক্ত এই চারজন ভ্রমণকারী কর্মচারী ছাড়াও আরও ছয়জনকে নিয়োগ করা হবে। যে সকল এলাকায় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট ভাল, সেখানে সমিতি প্রচার ও বিতরণের মোটরভ্যান খরিদ করে সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। এই গাড়ি থেকে খুচরা বিক্রি করা হবে না। কেবলমাত্র কতকগুলি সহর ও গ্রামে বিক্রির আড়ত খোলা হবে এবং স্থানীয় জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হবে যে সেই কেন্দ্রে BTS এর যাবতীয় বই পাওয়া যাবে।

যে সকল পুস্তক বিক্রেতারা সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করবে তাদের সুবিধার জন্য কয়েকশ' বইয়ের র‍্যাক আমদানী করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভ্রমণকারী কর্মচারীদের বই বিক্রির কায়দা, প্রচারের জ্ঞান এবং বিতরণ প্রণালী আয়ত্ত করার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রচার ও বিতরণের গাড়ির ব্যবহারবিধি এদের বলা হবে, টাকাপয়সা ও মজুত বইয়ের হিসাব রাখা, পরিভ্রমণের পথ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রচারের বস্তু, বইয়ের র‍্যাক, ইত্যাদি স্থানীয় বিক্রেতাদের প্রয়োজন অনুসারে তৈরী হবে।

এই প্রাথমিক সাংগঠনিক শক্তি ভবিষ্যতে বহুগুণ বর্ধিত করতে হবে বলে মনে হয়।

প্রকাশন গবেষণা বিভাগ

ইতিবৃত্ত: ব্রহ্ম অনুবাদ সমিতি (BTS) এর প্রচেষ্টায় একটি প্রকাশন অনুসন্ধান দলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ১৯৫৫ সাল থেকে সরকারের চৌদ্দটি মন্ত্রীদপ্তরের শিক্ষা,

খবরাখবর এবং প্রচার সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত অফিসারদের সহযোগিতায় সমিতির কার্যালয়ে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হত, কিভাবে দেশের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য যথার্থ উপযোগী সাহিত্য উৎপাদন করা যেতে পারে। এই দল একটি প্রকাশন গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। সমিতি একটি গবেষণার কমিটি রচনা করে এবং উপরোক্তদলের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখে।

গবেষণা বিভাগের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

এই বিভাগের উদ্দেশ্য দুইটি : ক) সমিতি যে সকল বই প্রকাশ করছে তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা ; যা থেকে বোঝা যেতে পারে এই সাহিত্য কতখানি ভাব প্রকাশে সাহায্য করছে। খ) সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করা, যার ফলে জনসাধারণের প্রয়োজনার্থে যারা লিখতে চেষ্টা করছে তাদের নানা বিষয়ে সাহায্য হতে পারে।

কর্মীদের সংগঠন

১৯৫৫ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে গণশিক্ষা সমিতি ও ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতি উভয়ের সহযোগিতায় ১৯২ জন গণ শিক্ষা সংগঠককে জন-এলাকায় কাজ করার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই শিক্ষার ব্যবস্থা গণশিক্ষা সমিতির কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত ১১২টি ৪০ মিনিট ব্যাপী পিরিয়ডে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। পিরিয়ডের সংখ্যা নিম্নরূপে ভাগ করা হয় :

তত্ত্ব (শতকরা ৩০ ভাগ) : নূতন রূপদান, ভাববহনের বিষয়ে গবেষণা, সাক্ষাতকারের পদ্ধতি, জনসংযোগ, ব্রহ্ম ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং পরিসংখ্যান বিষয়ে বক্তৃতা।

প্রদর্শন ও আলোচনা দল (শতকরা ২০ ভাগ) : সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি, হাতে কলমে প্রদর্শন, আলোচনা দল।

বাস্তব শিক্ষা—ক্লাস (শতকরা ৩০ ভাগ) : ভাষায় শব্দের আবর্তনের হার, সাক্ষাৎকারের কায়দা এবং সম্মিলিত কাজ।

বাস্তব শিক্ষা—এলাকায় (শতকরা ২০ ভাগ) : চারটি বাছাই করা গ্রামে ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতির প্রকাশিত 'আমাদের সহায় সম্বল' (Our Resources) এর সাফল্যের মূল্যায়ন।

এই কাজে সরকারী বিভাগের (শিক্ষা, আদমসুমারি), বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণশিক্ষা কেন্দ্রের সহযোগিতা বিশেষভাবে লাভ করা যায়।

ভবিষ্যত পন্থা এবং গবেষণার কাজের সম্প্রসারণ

গবেষণা বিভাগ যে প্রশ্নের উপরে জোর দেয় তা হল : কে বলে ? কি বলে ? কাকে বলে ? কোন্ কোন্ প্রণালীতে বলে ? এবং তার কি ফল বর্তায় ?

'কে' এই প্রশ্নটির গুরুত্ব বিস্তারিত ভাবে ধরলে দাঁড়ায়, বর্মার পাঠকেরা কি লেখক এবং প্রকাশকের পরিচয় বিচার করে পাঠ্যবস্তু গ্রহণ অথবা বর্জন করা স্থির করে ?

'কি' এই প্রশ্নের জ্ঞাতব্য হল কোন্ ভাবার্থ পৌছানোর চেষ্টা করা হয়। এইটি জানানোর জন্য সমিতির প্রকাশিত পাঠ্য তার পাঠকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। অর্থাৎ যে বইটি কোন এক স্তরের পাঠকের জন্য লেখা হয়েছে সেটি সেই স্তরের পাঠকের বোধগম্য কিনা। সেই বিষয়ে উল্লিখিত শ্রেণী আগ্রহশীল কিনা, ইত্যাদি।

'কাকে' বলতে বোঝায় পাঠকশ্রেণী। গবেষণা বিভাগকে ব্রহ্মের নানান সম্ভাব্য পাঠক সম্প্রদায়ের পাঠের আগ্রহ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে, যার ফলে আরও উপযোগী পাঠ্য রচনা করা যেতে পারে। পাঠযোগ্যতা নিরূপণের গবেষণা বিচার করবে—

ক) বর্মী ভাষার গঠন। যার উদ্দেশ্য বর্মী ভাষায় পড়ার পক্ষে যা কিছু দুরূহ তা অপসারণ করে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাষা উদ্ভাবন করা।

খ) শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে গবেষণা—বর্মী শব্দের যেগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহার হয় তার তালিকা প্রস্তুত করা।

গ) জন-এলাকার গবেষণা : প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে এবং পাঠক সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের পাঠক্ষমতা এবং পাঠরুচি ও আগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

এই সূত্রে সমিতির বিভিন্ন প্রকাশনের কার্যকারিতা স্থির করা হবে পরবর্তী গুণানুসারে :

ক) প্রকাশিত বইগুলি কি যথার্থ পাঠকদের কাছে পৌছাতে পারে ? খ) সেগুলি কি প্রস্তাবিত পাঠকদের আগ্রহ উৎপাদন করতে পারে ? গ) সেই পাঠকশ্রেণী কি তা পড়ে ? ঘ) তারা কি পড়ে বোঝে ? ঙ) যে খবরাখবর দেওয়া হয় তা কি তারা বিশ্বাস করে ? চ) এই জ্ঞান লাভের ফলে কি পাঠক তার চরিত্র বদলাতে সক্ষম হয় কিম্বা পাঠক এই জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন কাজ করে ?

গবেষণা বুলেটিন

গবেষণার ফলাফল সম্বলিত একটি গবেষণা পত্রের প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগবিদ্যা, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ ও বিদেশী প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হবে।

যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে

বর্মার গ্রামবাসীদের পাঠের অভ্যাস, ক্ষমতা এবং পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে অনুসন্ধান: ১৯৫৫ সালে কয়েকজন অভিজ্ঞ গণশিক্ষা সংগঠকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত মতামতের তালিকা গ্রহণ করা হয়। এই অনুসন্ধানে ছিল গ্রামে কাজ করার জন্য কি ধরনের পাঠ্যবস্তু প্রয়োজন, গ্রামবাসীদের যে পাঠ্যবস্তু সবচেয়ে ভাল লাগে তার চরিত্র কিরূপ, এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী থেকে সবচেয়ে বেশী আর কম চাহিদার বই কি সংখ্যায় নেওয়া হয়। এলাকায় নিযুক্ত ৮০০ জন কর্মীর মধ্যে প্রায় ৮৬ জনকে বাছাই করা হয়—এরা ১৪০,০০০ গ্রামবাসীর মধ্যে কাজ করতেন। এই অনুসন্ধানে যে তথ্য জানা যায় তা হল:

১। গণশিক্ষা-সংগঠকদের প্রায় সকলেই বলেন যে তাঁদের স্থানীয় পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য কৃষি, স্বাস্থ্য, পৌরনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি অত্যন্ত কার্যকরী বিষয়ের সহজবোধ্য পাঠ্য বিশেষ দরকার।

২। সংগঠকেরা অনুভব করেন যে গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা আনন্দবিধায়ক সাহিত্যই বেশী পছন্দ করেন। এবং তা ছাড়া ব্যবসায় পত্রিকা এবং ধর্ম কথাও জনপ্রিয়।

৩। ৭১ জন সংগঠক বলেন যে লাইব্রেরীর ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক লাইব্রেরী থেকেই জানা যায় যে ১০-১৮, ১৯-৪০, এবং ৪০ এর ঊর্ধ্ব বয়সী পাঠকদের মধ্যে এক বছরে ১০০টিরও কম বই গৃহীত হয়েছে।

৪। এই ৭১টি গ্রামীণ লাইব্রেরীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বইগুলির হিসাব এই রূপ: আনন্দবিধায়ক পাঠ্য; স্বয়ম্ভর হওয়ার সম্পর্কিত বই; ধর্মপুস্তক; সাহসিক অভিযান কাহিনী; জ্ঞান ও অনুসন্ধান মূলক (রাষ্ট্রপুঞ্জ সংগঠন; বর্মার অর্থনৈতিক জীবন; এ্যাটমের কথা; ইত্যাদি।)

৫। পত্রিকার মধ্যে গণ-শিক্ষা সমিতি বা ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতির পত্রিকা থেকে ব্যবসা বিষয়ক পত্রিকারই বেশী কদর দেখা যায়।

৬। উপরোক্ত ফলাফল থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছান হয় যে গ্রামবাসীদের জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বিষয়ে ও দরকারী খবরাখবর যোগানোর যদিও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু এই ধরনের সাহিত্য যৎসামান্যই পাওয়া যায়। আমোদপ্রমোদ, স্বয়ম্ভরতা, এবং ধর্মপুস্তকই যে সকল গ্রামবাসী পাঠগৃহ বা লাইব্রেরীতে যায় অধিক পছন্দ করে।

৭। গ্রামবাসীরা বিশুদ্ধ জ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী নয়। দৈনন্দিন জীবনের বিষয় এবং সুখপাঠ্য উত্তেজনাকর লেখাই তারা বেশী পছন্দ করে। BTS এর নীতি হল গ্রামবাসীদের জন্য সুচিত্রিত সহজ সাহিত্য, যেগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনে সংযুক্ত, তা সরবরাহ করা। এবং এই উদ্দেশ্যে গল্পাকারে লেখা আনন্দবিধায়ক ও আগ্রহকারী পাঠ্য উৎপাদন করা।

পিয়াদাওথা পুস্তিকাগুলির ভাববহনের ক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তথ্য গ্রহণ

রেঙ্গুনের ১০ মাইলের মধ্যে পাঁচটি গ্রামে এই অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা হয়েছিল। যে কোন একটি গ্রামের অধিবাসীদের কোন একটি পুস্তিকা ভাল করে পড়তে দেওয়া হয়, তারপর চারদিন পরে ফিরে এসে খোঁজ করা হয় পুস্তিকাগুলি নিয়ে তারা কি করেছে, কি তাদের মনে আছে—ইত্যাদি।

যে পুস্তিকাটি এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছিল সেটির নাম "বর্মার সম্পদ"। এটি ব্রহ্মদেশ অনুবাদ সমিতির পিয়াদাওথা পুস্তিকা সিরিজের একটি বই। বড় হরফযুক্ত এবং যথেষ্ট চিত্রাঙ্কন সম্বলিত ২৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকা জনসাধারণ এবং স্কুলের উপযোগী করে রচনা করা হয়।

এই পাঁচটি গ্রামে ১১৮টি পরিবারে পুস্তিকা বিলানো হয় এবং পরে প্রশ্ন করা হয়। বেশীর ভাগ উত্তর দাতা ০-৪ বছর অবধি শিক্ষা প্রাপ্ত, এবং সকলেই রেঙ্গুনে অদক্ষ থেকে আধা-দক্ষ পর্যায়ে কাজকর্ম করে। এই পরীক্ষাধীন দলটি অবশ্য দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্পন্ন নয়।

যে সিদ্ধান্ত এই অনুসন্ধানের ফলে করা সম্ভব হয় তা হল :

১। সহজ, সুপাঠ্য এবং অতিমাত্রায় চিত্রযুক্ত পুস্তিকা—যেমন 'বর্মার সম্পদ'—গ্রামের বয়স্কদের কাছে পৌছতে পারলে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে—যদিও পাঠক প্রায় অশিক্ষিতের পর্যায় পড়ে। এই পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ও বেশীর ভাগ লোকে তা রেখে দেয় আর পড়ে।

২। এই পুস্তিকা যে সংখ্যক লোকের কাছে পৌছয় তার চেয়ে এর পাঠক সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব। পরীক্ষাধীন পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ১৬টি বাড়িতে

পরিবারের কোন ব্যক্তি অপরদের পড়ে শোনায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই পুস্তিকা আত্মীয়বর্গ বা বন্ধুদেরও পড়তে দেওয়া হয়েছে।

৩। পাঠকদের শতকরা ৬৫ জন বইয়ের নাম সঠিকভাবে মনে রাখতে পারেনি। কিন্তু যারা নাম মনে রাখতে পারেনি তারাও ভিতরের বস্তুর কিছু অংশ মনে রেখেছিল।

৪। উত্তরদাতাদের বেশীর ভাগই বইয়ের বিষয়বস্তুর শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ স্মরণ রাখতে পারে। এই তথ্য-সংকলনের পন্থা হিসাবে সম্পাদক বইয়ের যে ১০টি প্রধান বক্তব্য চিহ্নিত করেন তার উপরেই প্রশ্নোত্তরগুলির বিচার হয়। এই ফলাফল পূর্বে অন্যান্য পরীক্ষার ফলের অনুরূপ এবং দেখা গেছে যে নূতন ধারণা যত কম থাকে তত বেশী প্রকৃত তথ্য মনে রাখা সম্ভবপর হয়। এর থেকে অনুমিত হয় যে কোন বই প্রকাশ করার আগে তার বিষয়বস্তুর মুখ্য উদ্দেশ্য কি তা স্থির করা কর্তব্য, কারণ এই ধরনের পুস্তিকা একবার পড়ার পর আর দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কোন বইয়ের যোগ্যতা বিচার করায় তার বক্তব্য একবার পড়ার পর পাঠকের মনে কতটা স্থায়ী হতে পরে এইটাই বিচার্য।

৫। যারা নিরক্ষর তারা পরিবারের কোন সাক্ষর ব্যক্তির দ্বারা ছাপা বস্তুর বক্তব্য শুনে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

৬। যারা স্কুলে না পড়েও সাক্ষরতা অর্জন করতে পেরেছে, তারা স্কুলে চার থেকে সাত বছর শিক্ষা লাভ করা লোকেদের সমান আগ্রহ দেখায় পুস্তিকা পাঠের ক্ষেত্রে। পরবর্তী গবেষণায় আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে বলে আশা হয়। যেমন, গ্রামের মানুষেরা কি কি বর্তমানে পড়েছে? বর্মী ভাষায় পড়ার আগ্রহবৃদ্ধির জন্য কোন কোন বিষয় দায়ী? পাঠককে কোন বর্ণন-ভঙ্গী প্রভাবান্বিত করে (সোজাসুজি বিবৃত করা, উপদেশ আকারে বলা কিম্বা গল্পে বলা)? এই অনুসন্ধান আরও বিচ্ছিন্ন দূর গ্রামাঞ্চলে করা হবে এবং তা আরও সঠিক হবে আশা করা যায়।

বেশী ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা নির্ণয়

কোন্ শব্দগুলি সর্বসাধারণের কথাবার্তায় বেশীবার ব্যবহৃত হয় তার তথ্য নির্ধারণের জন্য বহু সংখ্যক কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্মী ভাষার গঠনের অসুবিধা হেতু কোন স্থির নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

উপরোক্ত বিভিন্ন দিকে গবেষণা চালানো ছাড়াও বিষয়বস্তুকে ভাষা ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে প্রকাশ করলে তা পাঠকের উপর কি প্রভাব সৃষ্টি করে তার খবরাখবর

সংগ্রহ করা হয়। BTS কর্তৃক যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় সেগুলিতে কোন শ্রেণীর লোক আসে তা নির্ধারণ করা হয়।

ভবিষ্যতে গবেষণা বিভাগের কাজকে বহুদূর সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এই কাজে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন তাঁদের সহযোগিতা প্রসারিত করেছেন। এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে।

লাতিন আমেরিকায় মৌলিক শিক্ষা প্রকাশন প্রতিষ্ঠান

এই প্রবন্ধে কোন একটি বিস্তৃত এলাকায় পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কি করা সম্ভব তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সংগঠন ও উদ্দেশ্য

লাতিন আমেরিকা মৌলিক শিক্ষা প্রকাশন, ইউনেস্কো ও আমেরিকান জাতি সংঘ (OAS) কর্তৃক ১৯৫০ সালে একটি চুক্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে:

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জন্য শিক্ষামূলক পাঠ্যবস্তু প্রকাশ ও বিতরণ করা, এবং এই সূত্রে Crefal (লাতিন আমেরিকান দেশগুলির মৌলিক শিক্ষা প্রসারণের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক যে পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয় তার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা।

লাতিন আমেরিকান জাতিগুলির মৌলিক শিক্ষার পাঠ্যবস্তুকে শ্রেণীভুক্ত করা।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও Crefal-এর ছাত্রদের উৎপাদনের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন দেশের সরকারকে মৌলিক শিক্ষা উৎপাদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া।

কর্মীসংগঠন ও দায়িত্ব

বর্তমানে এই সংগঠনে যে কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন: একজন অধিকর্তা; একজন সম্পাদক; সহ-সম্পাদক; চিত্রাঙ্কন বিশারদ; শিল্পী; সচিব। এ ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটি আছে।

প্রযুক্তিগত সম্বন্ধ (Technical relations)

মৌঃ শিঃ প্রকাশন চারটি প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করেছে। একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক, একটি শিক্ষা বিষয়ক, একটি কৃষি, এবং অপরটি সামাজিক।

এই সকল কমিটি নিম্নলিখিত কাজে সহযোগিতা করে।

১। পাঠ্যবস্তুর বিষয় স্থির করে।

২। প্রযুক্তিগত তথ্য (technical data) বিষয়ানুসারে সরবরাহ করে।

৩। লিখিত বস্তুগুলিতে যে তথ্য থাকে তার সঠিকতা পরীক্ষা করে।

৪। যে ছবি ব্যবহার করা হয় তার নির্ভুলতা পরীক্ষা করে।

৫। যে সকল প্রতিষ্ঠান, দল বা ব্যক্তিবিশেষ এই সব বইগুলিতে আগ্রহী তাদের সংবাদ নেয়।

৬। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অভ্যন্তরে এই সকল পাঠ্যবস্তু ব্যবহার করে।

সম্পাদনার নীতি

প্রকাশনের পরিকল্পনা : লাতিন আমেরিকান মৌঃ শিঃ প্রকাশন কর্তৃক গৃহীত প্রকাশন পরিকল্পনা আমেরিকান জাতি সংঘের চার্টারে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশানুসারে স্থির হয়। বিশেষরূপে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক "মানুষের দায়িত্ব ও অধিকার" শিরোনামায় যে ঘোষণা আছে তার নির্দেশানুসারে স্থির হয়।

এই প্রকাশন সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা এবং জীবনযাপনের মান উন্নত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠান মৌলিক সাহিত্যের লাইব্রেরী সর্বত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। এইগুলি সাধারণ মানুষের লাইব্রেরী, যেখানে উপযোগী জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের উন্নতির জন্য এগুলি সহযোগিতার কেন্দ্র।

বিষয় নির্বাচনে প্রকাশন যে নীতি অবলম্বন করে তা মৌলিক শিক্ষার অনুকূল। যে পাঠ্যবস্তু বর্তমানে প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে আছে ক) বয়স্কদের প্রথম পাঠ; খ) মৌলিক জ্ঞান ও সমাধান—যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—যেমন ভাষা, অঙ্ক, সমাজ ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; গ) পৌরনীতি; ঘ) স্বাস্থ্য; ঙ) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জ্ঞান; চ) কৃষি ও মজুর; ছ) অবসরের পাঠ।

বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

আমেরিকা জাতি সংগঠন (OAS) কর্তৃক যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের নীতি গৃহীত হয়েছে সেই কাজে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অংশ গ্রহণ করেছেন। এঁরা যা জানাতে এবং বলতে চান তা অধিকাংশ জনসাধারণের নিরক্ষরতা বা সামান্য পাঠক্ষমতার জন্য বাইরে থেকে যায়। এই জন্য বর্তমানে প্রধান প্রয়োজন হল নিরক্ষরতা দূর করা এবং তদুপযোগী পাঠ্য প্রস্তুত করা।

লাতিন আমেরিকায় নিরক্ষরতা এবং অল্পশিক্ষার পরিমাপ বোঝা যাবে একটি তথ্য থেকে। ১৯৫০ সালে আমেরিকান মহাদেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি। যে ব্যক্তি সরল ভাবে লেখা কোন একটি পাঠ্যবস্তু পড়তে বা লিখতে অপারগ তাকেই এক্ষেত্রে অশিক্ষিতের পর্যায় গণ্য করা হয়েছে।

এই কারণে লাতিন আমেরিকার জনসাধারণকে আলো এবং ছায়ার দুটি জগতে থাকতে দেখা যায়ঃ এক দল যারা পড়তে পারে না, অন্য দল যারা তা পারে। অবশ্য এই মাপকাঠি দিয়ে তার সাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রহণ করা উচিত নয়। এর অন্তরবর্তী কয়েকটি আধা-আলোর অঞ্চল আছে—যে মানুষদের আদমসুমারীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধরা হলেও তারা মাত্র দুই বা তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে। এরা সাধারণত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। লাতিন আমেরিকায় পরিসংখ্যানের তথ্যানুসারে বেশীর ভাগ মানুষই প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম তিন বছরের অধিক পাঠাভ্যাস করেনি। এই কারণে জনশিক্ষার পরিকল্পনায় এই সামান্য শিক্ষা প্রাপ্তদের সমস্যাটিও গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

লিখন শৈলী

বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তা স্থির করতে হবে। বর্ণনা, ব্যাখ্যা, ছোট গল্পের পদ্ধতি, কথোপকথন, উপকথা, এই নানা আঙ্গিকের মধ্যে যেটি লেখক তাঁর চিন্তার সবচেয়ে সেরা বাহক বিবেচনা করবেন সেটিকেই গ্রহণ করবেন। বিষয় এবং আঙ্গিক অবিচ্ছেদ্য—এবং উভয়ই একই সৃষ্টিকর্মের প্রকাশ। এই জন্য একটি মাত্র সাহিত্য-আঙ্গিক নির্বাচন করা সঠিক নয়। এর উদ্দেশ্য হবে পাঠককে কোন একটি বিষয়ে আগ্রহবান করে তোলা—যাতে করে সে পড়ার অভ্যাসটি আয়ত্ত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে আঙ্গিক বিষয়বস্তুকে সার্থক ভাবে ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। আঙ্গিকের দুটি চারিত্রিকতা থাকা উচিতঃ তা পাঠকের উপলব্ধির অনুপাতে হওয়া দরকার আর পাঠককে তা যেন বিষয়ের উপরে ভাবাতে পারে। তাই হলে পরই, পাঠক এই পাঠ্যবস্তুতে তার ব্যক্তিগত সমস্যা ও অসুবিধাগুলির একটি সমাধান খুজে পাবে।

এই সম্পর্কে যে নীতিগুলি নির্ধারিত হয় তা হলঃ

১। যদি কোন ভাব বা ধারণাকে সোজাসুজি জ্ঞাপন করতে হয় তা হলে একটি চিঠির আকারে বা পাঠকের কাছে বাণীর আকারে তা লেখা দরকার। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লেখায় 'আপনি' বা 'তুমি' বলে আগাগোড়া পাঠককে সম্বোধন করা হবে। লেখা যত নৈর্ব্যক্তিক হয় ততই মর্মগ্রহণ কঠিন হয়।

২। বর্ণনার ক্ষেত্রে, হুবহু ছবির মত বর্ণনা হওয়া দরকার—যেন এমন নানা চরিত্রের ও জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয় যার সঙ্গে পাঠক অনায়াসেই আপনাকে একাত্ম করে দেখতে পারে।

৩। অদরকারী বাহুল্য বর্জন করা উচিত।

৪। গল্প মাত্র কয়েকটি ধারণা অথবা চিন্তাকে অবলম্বন করে বলা হবে।

৫। শব্দের ব্যবহার যেন সুনির্দ্দিষ্টভাবে ঘটে। নূতন অপরিচিত শব্দ যেন ব্যবহারের সময়ে প্রথমে ব্যাখ্যা করা থাকে নয়ত বইয়ের গোড়ায় তার অর্থ দেওয়া উচিত। এই শব্দকে তারপরে লেখার মধ্যে বারে বারে আবর্তিত করা হবে।

৬। বাক্যগুলি ছোট ছোট হবে। বিশেষ করে বইয়ের গোড়ার অংশে। অবশ্য তার মানে নয় যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় বাক্য পরে ব্যবহার করা চলবে না। কিন্তু তার গঠন এমন হবে না যার ফলে অর্থ বুঝবার জন্যে একাধিক বার পড়বার দরকার হতে পারে। বাক্য গঠনে বৈচিত্র্য বিশেষ উপযোগী।

৭। বইগুলি পড়ার পক্ষে সহজ হওয়া দরকার। অনুচ্ছেদ কেবলমাত্র ছোট হওয়াই যথেষ্ট নয়, দুটি অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফের মধ্যে অনেকটা ফাঁক দেওয়া চাই। পাঠকের পক্ষে যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

শব্দ মালা

যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হবে তা যত অধিক পাঠকের সুপরিচিত হয় ততই ভাল। লেখক এবং শিক্ষকদের এই কাজে যুক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যে জায়গায় এই বইগুলি ব্যবহার করা হবে সেখানে ভাষার উপলব্ধিতা পরীক্ষা করা খুব উচিত যাতে শব্দগুলির ভাববহনের ক্ষমতা অনুভব করা যায়। কোন্ শব্দগুলি বারে বারে ব্যবহার করা হয় তার তথ্য নেওয়া সমীচীন।

একটি কথা মনে রাখা দরকার—শব্দ অপরিচিত হয়েও অসুবিধার সৃষ্টি করে না যদি বিষয়বস্তুকে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যা পাঠকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিত্য সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে।

স্প্যানিশ ভাষার শব্দমালা সংক্রান্ত আরও বেশী গবেষণা হওয়া দরকার।

চিত্রাঙ্কন

চিত্রগুলি কৌতূহল জাগ্রত করবে এমন হওয়া উচিত। এবং পাঠককে বিষয় উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। শিক্ষার প্রথম দিকে ছবির ব্যবহার অনিবার্য কিন্তু ছাত্র যে পরিমাণে অগ্রসর হতে থাকে—বইতে ছবির ভাগ তত কমিয়ে আনা যেতে পারে। কি অনুপাতে ছবি থাকবে তা নির্ভর করে বইটির বিষয়বস্তুর বক্তব্যের উপর। চিত্রাঙ্কণ রীতিতে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার—ছবি দেখে পাঠক যেন অনুভব করে যে সেগুলি বয়স্কদের জন্য, শিশুদের জন্য নয়। কেবলমাত্র সুন্দর এবং সহজবোধ্য হওয়াই যথেষ্ট নয়—তারা যে পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে চায় তা যেন নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে পারে। যে পরিমাণে

একটি চিত্র বিষয়কে পরিস্কার রূপে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় সেই পরিমাণেই তা সার্থক। মৌঃ শিঃ প্রকাশন প্রাথমিক বইগুলিতে এই পদ্ধতিতে পাঠমালা রচনা করেছে। প্রত্যেকটি পাঠের একটি ছবি থাকে, একটি শিরোনামা থাকে আর—রচনার প্রথম শব্দগুলিও সেই শিরোনামা দিয়েই শুরু হয়। ফলে নবশিক্ষার্থী তাঁর সামনে পান একটি শিরোনামা, ছবি আর লেখা যা মিলিত ভাবে তাঁর বোধের সহায়তা করে।

প্রচ্ছদ

পাঠকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করার জন্য বিষয়ের সঙ্গে প্রচ্ছদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা উচিত। বইগুলি যদি ভিন্ন সিরিজের হয় তখন রং আয়তন এবং শিরোনামা দেখে প্রভেদ বোঝা যাবে।

ফর্মা

ওজন এবং আকার এমন হবে যেন সহজেই ব্যবহার করা চলে। পকেট সাইজের বই সবচেয়ে উপযোগী দেখা গেছে।

টাইপ

১৪ থেকে ২৪ পয়েণ্টের ব্যবহার সুবিধাজনক। বাক্যগুলি ছোট আকারের। শেষের শব্দটি যেন ভাঙা না হয়। এবং ছোট ছোট অনুচ্ছেদে রচনা হবে।

বিষয় বস্তুর বর্ণনা রীতি

কোন একটি বিষয় যদি সম্পূর্ণ নিরস হয়—যেমন ধরা যাক 'বসন্ত রোগ' এই সম্পর্কে একটি রচনা—তখন নিরস বস্তুকেও আগ্রহ-পরিপূর্ণ করার জন্য রচনায় নাটকীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

এই বর্ণনায় একটি সাধারণ মেয়ে মারিয়ার দুটি ছেলে রয়েছে—পেদ্রিতো আর পাব্লো। প্রধান চরিত্র পেদ্রিতো এক স্বাস্থ্যবান প্রফুল্ল ছেলে। সে গান গায়, বাজায়, স্কুলে যায়—বাপমায়ের সমস্ত আশা তাকে ঘিরে। একদিন সে অসুখে পড়ল। কি তার রোগের উপসর্গ ? তার জর,—আর সারা মুখে ফোটা ফোটা দাগ ফুটে উঠেছে। তার মা ত বুঝতে পারছেনা কি এ ব্যাধি। তাই ডাকল তার প্রতিবেশিনী জুয়ানাকে। জুয়ানার জ্ঞান গম্যি বেশী—দেখে বলল, এ রোগ বসন্ত।

এর পরের পাঠে জুয়ানা বলে বসন্তরোগের কি ফলাফল ঘটে—সবথেকে তুচ্ছ যেটি যেমন সারাগায় বসন্তের দাগ আর সবচেয়ে ভয়াবহ যা—যেমন অন্ধত্ব এবং মৃত্যু। এই ফলাফল নাটকীয়তার সঙ্গে বর্ণনা করা হয়—প্রতিবেশীদের

মধ্যে যার ঘরে এই রোগের অক্রমণ হয়েছিল তার উদাহরণ দেওয়া হয়। মারিয়া ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার ছেলের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক দেখেন। তখন ডাক্তার ইতিপূর্বে জুয়ানা যে সব কথা বলেছিল তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য যোগ করে বোঝান এবং সব শেষে বসন্ত রোগ কি উপায় ছড়ায় তার কথা বলেন। এই সঙ্গে তিনি এখনও যারা সুস্থ অবস্থায় রয়েছে তাদের টিকা নেবার উপদেশ দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পেদ্রিতো মারা গেল। ছেলের বাপ মা দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে—প্রতিবেশীরা যারা পেদ্রিতোকে ভালবাসত তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ডাক্তার বলেন যে বসন্ত এমনকি রোগীর ব্যবহৃত জামা কাপড়ের সংস্পর্শে এলেও ছড়াতে পারে। পেদ্রিতোর বাবা এখন অন্য ছেলের মঙ্গল চিন্তায় মৃত পুত্রের খেলনাটিও পুড়িয়ে ফেললো। প্রতিবেশীদের মধ্যে দুঃখ আর উদ্বেগ ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন জুয়ানা বলে যে তার দুই ছেলে লুই আর পাব্লো আর অন্য ছেলেমেয়েরা টিকা নেওয়ার দরুণ বসন্তে আক্রান্ত হয় নি, তখন একটা বেশ আনন্দের সঞ্চার হয়। ডাক্তার সকলকে টিকা নেওয়া আর তার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। সমস্ত মানুষ তখন টিকা নিতে এগিয়ে আসে।

ভাষার রচনা, সংগঠন আর শব্দমালা

উপরে বর্ণিত বইটি ছবি দেখে ধারণা করার ভিত্তিতে রচিত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের একএকটি বিষয়ের সঙ্গে একটি ছবি। এবং বর্ণনা একই বিষয়কে উদ্ঘাটন করে। অদরকারী বাহুল্য বর্জন করে মাত্র ভাবটিই ছবি আর কথা উভয়ের মধ্যে ফুটে ওঠে। নতুন শব্দ খুব ধীরে যোগ করা হয়। বারে বারে ব্যবহার করার মারফত প্রচলন করা হয়।

যেমন—অসুখের ব্যাপারটা খুব সরল ভাবে আনা হয়ঃ

"একদিন পেদ্রিতোর অসুখ করল।
তার জর এল, আর সারা মুখে দাগ ফুটে উঠল।"

মাত্র এইটুকু লিখেই ছবির সঙ্গে প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ হল। পরের পাঠে আগের পাতায় যে রোগটি বর্ণনা করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে।

"সে জুয়ানাকে ডেকে আনল।
জুয়ানা বলল—
এই রোগ বসন্ত।"

এই যে নতুন শব্দটি ব্যবহার করা হল—এটি শিরোনামায় লেখা রয়েছে—পরের পাঠে তা আবার ব্যবহার করা হল। তার পরের পাঠে তিনবার ব্যবহার

করা হল। পরেতে আরও একবার। 'টিকা' শব্দের বেলাও একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

বাক্যগুলি খুব ছোট : প্রথম ছয়টি পাঠে তারা খুবই ছোট। কাহিনী যেমন অগ্রসর হয় এদের দৈর্ঘ্যও বাড়ে। কিন্তু বোধ্যতা আর সরলতার সীমা কখনও অতিক্রম করে না। এমন দৈর্ঘ্য বজায় রাখা হয় যে প্রত্যেক বাক্য পুরা অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

বাক্য এবং অনুচ্ছেদগুলি ফাঁকা জায়গা রেখে আলাদা করা থাকে, যাতে পাঠক অনায়াসে প্রত্যেক পৃথক বাক্য ধরতে পারে।

আগাগোড়া বইটি সামঞ্জস্য বজায় রেখে লেখা হয়। প্রত্যেক ঘটনা পূর্বের ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে আবার নূতন ঘটনাকে উপস্থাপিত করে। খুব স্বাভাবিকভাবে বলা হয় কাহিনীটি।

শব্দমালায় সেই সব শব্দই স্থান পায় যা লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের পরিচিত। যে চরিত্রদের ফোটান হয় তারা লাতিন আমেরিকার গ্রামের অতি সুপরিচিত শ্রেণীর। এদের পাঠকেরা সহজেই আপনাদের অতি নিকটের মানুষ হিসাবে চিনতে পারে।

সচিত্র করণ

ছবিগুলি বাস্তব, চিত্তাকর্ষক এবং সহজবোধ্য। প্রত্যেকে কোন একটি বিশেষ এবং সুস্পষ্ট ধারণা প্রকাশ করে, যেমন : আমার নাম মারিয়া ; পেদ্রিতো আর লুই খেলা করে। পেদ্রিতোর অসুখ করেছে ; তোনো অন্ধ হয়েছে। ডাক্তার আমাদের টিকা দিলেন ; পেদ্রিতো মারা গেল ; ইত্যাদি।

প্রচ্ছদে প্রধান চরিত্র পেদ্রিতোর ছবি আছে। শিরোনামায় ২৪ পয়েণ্ট এবং বিষয়বস্তু ১৮ পয়েণ্টে লেখা।

পাঠ্যবস্তুর উপযোগিতা পরীক্ষা

যে বইগুলি প্রকাশ করা হয়ে থাকে তার আখ্যানের ভাবগ্রহণ ক্ষমতা, ছবির কার্যকারিতা, এবং সর্বসমেত পাঠকের কৌতূহল জাগানোর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য লাতিন আমেরিকা মৌঃ শিঃ প্রকাশন কয়েকটি পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করেন। এই কাজে শিক্ষাবিদ বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রত্যেকটি বই চারভাগে পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। একভাগে থাকে ছবি ; অন্যটিতে ছবি ও ছবির নীচে লেখা তৃতীয় ভাগে মাত্র লেখা ; পরীক্ষা করা হয় ; শেষভাগে সমস্ত বইটিই দেখানো হয়।

পরীক্ষক দল গ্রাম ও সহরের পাঠকদের মধ্যে এগুলি পড়িয়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করেন। একদল ছবি ছাড়া বই পড়ে, তারপর বন্ধ করে যা মনে থাকে তাই লেখে। অন্য দল ছবি দেখে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে। অন্যরা সম্পূর্ণ বইটি পড়ে তার সারাংশ বর্ণনা করে।

পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ

প্রকাশন পাঠকদের সঙ্গে সোজাসুজি যোগস্থাপনের চেষ্টা করে। এই জন্য প্রত্যেক বইয়ের শেষে একটি পাতা থাকে যাতে কয়েকটি প্রশ্ন লেখা থাকে এবং এই প্রশ্ন থেকে ভাষা, বিষয়, বোধ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠকের মতামত জানা সম্ভব হয়। এই প্রশ্নপত্র বিনা ডাকমাশুলে প্রকাশনের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও কোন নূতন বিষয় সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ আছে কি না তা জানাতে চাওয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশন অনেক উত্তর পেয়েছে।

সাংগঠনিক উন্নয়ন, বিতরণ ও মূল্য নির্ধারণ

বিতরণ করার প্রারম্ভিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রকাশন বইয়ের নমুনা কপি এবং তালিকা যে সকল সংগঠন বই ব্যবহার করতে চায় তাদের কাছে পাঠায়।

প্রথম দিকে প্রকাশনের নীতি ছিল যে বই কেবলমাত্র তৈরী খরচায় বিভিন্ন সংগঠনকে বিতরণ করা হবে। এর জন্য বিশেষ অর্ডার পত্র ছিল। এইভাবে গোড়ার দিকে প্রকাশন ২,০০০,০০০ এর বেশী বই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করে।

মৌলিক শিক্ষা লাইব্রেরী

প্রথমদিকে বিতরণের সাফল্য প্রকাশন কর্তৃপক্ষকে মৌলিক শিক্ষার পাঠ্যবস্তুকে নূতনভাবে ব্যবহার করার প্রেরণা যোগায়। স্থির করা হয় এই সকল পাঠ্যবস্তু নিয়ে মৌলিক শিক্ষা লাইব্রেরী গঠন করা হবে। এই পাঠকেন্দ্রগুলিতে মৌলিক শিক্ষা প্রসারে নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এসে বিশেষ সমস্যাদির আলোচনা করবেন, এবং বিশেষ ধরনের যে বই তাঁদের কাজের জন্যে তৈরী করা হয়েছে তার ভিত্তিতে ফলাফল বিচার করবেন। এই বইগুলিতে সমস্যা ও তার সমাধান, তথ্য, এবং জনসাধারণের মধ্যে কাজের শ্রেষ্ঠ পন্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক শিক্ষা লাইব্রেরী বাস্তব পক্ষে মৌলিক শিক্ষার একটি শিক্ষায়তনে পরিণত হয়।

১০০টি মৌলিক পুস্তিকা

লাইব্রেরীতে এই পুস্তিকার প্রতিটি দশ কপি করে আছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রাথমিক স্কুলের যা কিছু পাঠ্য তা থাকে, যেমন ভাষা, প্রাথমিক গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান, সমাজ জীবনের সহায়ক উপদেশ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রমিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, অবসরের পাঠ। লাইব্রেরীতে দৈনন্দিন জীবনের সর্ববিধ তথ্য ও জ্ঞানের সরঞ্জাম জমা থাকে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

আমেরিকা জাতিসংঘ সমগ্র লাতিন আমেরিকায় ১০০,০০০ মৌলিক শিক্ষা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা বিশেষ উৎসাহে লাতিন আমেরিকায় সমর্থিত হয়েছে।

লাইব্রেরী পরিচালনা

যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তা উপলব্ধি করতে হলে মৌলিক শিক্ষা লাইব্রেরী সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা চক্র প্রবর্তন করার চেষ্টা করবে। বয়স্কদের শিক্ষার যথাযথ পদ্ধতিতে এই মণ্ডল গঠন করা দরকার। এর ভিতর দিয়ে জনসাধারণের নেতৃস্থানীয়দের সহযোগিতা লাভ করা হবে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণের মধ্যে বইগুলিতে যে বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে তার প্রতি আগ্রহ জাগানো যাবে।

প্রকাশন কয়েকটি প্রাচীর পত্র ছেপেছেন যাতে প্রকাশিত বইয়ের মলাটের ছবি দেওয়া থাকে। লাইব্রেরী গৃহের বাইরে এই প্রাচীর পত্র টাঙানো থাকে এবং পড়ার ঘরেও থাকে। জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে থাকার ফলে এগুলি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

লাইব্রেরীর অবস্থিতি স্থানীয় স্কুলে। পৌরসভার গৃহে, টাউনহলে, সমবায় সমিতির বাড়ী কিংবা লোকের বাড়িতেও হতে পারে। পাঠ্যগুলি একটি প্রদর্শনী বোর্ডের উপরে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। দেয়ালে নানারকম চার্ট ও তালিকা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

প্রকাশনের একটি নির্দেশক পুস্তিকা আছে যার মধ্যে লাইব্রেরী সংগঠন এবং পাঠ্য বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে নানা কথা আছে। কোনো সহরে লাতিন আমেরিকান মৌঃ শিঃ প্রকাশনের পাঠ্য বস্তু পাওয়ার পর কি ভাবে মৌঃ শিঃ লাইব্রেরী গঠন করতে হয় তার বিধিব্যবস্থা বর্ণিত আছে।

হাতে কলমে কাজের অন্য একটি সহায় পুস্তিকা মৌঃ শিঃ প্রকাশন প্রস্তুত করেছে। এই পুস্তিকায় লাইব্রেরী গঠনের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত

হয়েছে। পাঠচক্রের সংগঠন সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া কর্তব্য সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায় মৌঃ শিঃ লাইব্রেরী শিক্ষা প্রসারে কতখানি সহায়তা করেছে।

মুদ্রণের সংখ্যা ও মূল্য

প্রতিক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ ১০,০০০ সংখ্যায় ছাপানো হয়। পরবর্তী সংস্করণ চাহিদা অনুসারে স্থির হয়। ভূমি সংরক্ষণের উপর একটি বই আড়াই লক্ষ কপি ছাপা হয়।

প্রকাশন, মূল্য নির্ধারণ কাগজ ও ছাপার খরচের ভিত্তিতেই স্থির করে। খুচরা বিক্রেতাদের ১০০০ কপি অর্ডারের উপর শতকরা ৩০ হারে বাটা দেওয়া হয়।

দানের পরিকল্পনা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমেরিকান জাতিসংঘ একটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যার ফলে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন ত্বরান্বিত হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে পাঠ্য পুস্তিকা দান হিসাবে বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে দেওয়া হবে।

এই দান এক একটি বইয়ের প্যাকেজে প্রদত্ত হয়। এর বিবরণ দেওয়া হল :

১নং প্যাকেজে—১২টি বিভিন্ন নামের ১২০ সংখ্যক পুস্তিকা, মূল্য ৪ ডলার
২নং প্যাকেজে—১২টি বিভিন্ন নামে ২৪০ সংখ্যক পুস্তিকা, মূল্য ৮ ডলার
৩নং প্যাকেজে—১২টি বিভিন্ন নামে ১,২০০ সংখ্যক পুস্তিকা, মূল্য ৩৬ ডলার
৪নং প্যাকেজে—১২টি বিভিন্ন নামে ২৪০০ সংখ্যক পুস্তিকা মূল্য ৭ ডলার

১৯৫৪ সাল অবধি মোট ৪০টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। কপির মোট সংখ্যা পৌনে তিন লক্ষ।

মুদ্রিত পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে গবেষণা

মুদ্রিত বস্তুর প্রাপ্যতা

ছাপার হরফে যে পাঠ্য বস্তু প্রকাশিত হয় তার ভাববহনের ক্ষমতা কতখানি? পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়ে গবেষণার ফলে যা জানা গেছে তা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে বয়স্করা সাধারণত যে পাঠ্য সহজে পাওয়া সম্ভব সেগুলির ভিতরে বাছাই করে। এর ভিতর যেগুলি সবচেয়ে পড়ার পক্ষে সহজ আর তার আগ্রহের সমীপবর্তী সেইটিই সে গ্রহণ করে। অর্থাৎ নির্বাচনের প্রথম লক্ষ্য হল, প্রাপ্যতা, দ্বিতীয় সহজবোধ্যতা আর তৃতীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ।

জনসাধারণের ভিতর পাঠ্যসামগ্রী পরিবেশন করার একটি অতি কার্যকরী ব্যবস্থা লাইব্রেরী মারফত সম্পন্ন হয়। লাইব্রেরীর কাজকর্মের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া দরকার যে, লাইব্রেরী কাদের বইপড়ার সহায়তা করে? কি সংখ্যক লোক লাইব্রেরীর সাহায্য নেয়? সমগ্র জনসাধারণের মাথা পিছু লাইব্রেরী বাবদ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, বই সংগ্রহ এবং কর্মী নিয়োগের জন্য কি পরিমাণ খরচ করা হয়? কি কি বই লাইব্রেরীতে রাখা হয়? গ্রাহক সংখ্যা কত আর কি পদ্ধতিতে বই বিতরণ করা হয়?

এইখানে উল্লখ করা যেতে পারে যে আমেরিকার মত শিক্ষায় অগ্রসর দেশেও জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ কোন সাধারণ লাইব্রেরীর সুযোগ পায় না। যারা সে সুযোগ পায় তাদের ভিতরেও অল্পজনেই সে সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কোন শিক্ষা বা তথ্যমূলক পাঠ্য যদি মাত্র সাধারণ লাইব্রেরীর মারফত প্রচারিত হয় তা সকলের কাছে পৌছাবে না। কেবল মাত্র লাইব্রেরীর ভিতর দিয়ে শিক্ষার বস্তু বিতরণ করার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনা। ব্রহ্মদেশের একটি আদর্শ গ্রামশিক্ষা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে জনসাধারণের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬।৮ জন লাইব্রেরীর সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। বই সংগ্রহ করার পক্ষে লাইব্রেরী সন্নিকটে থাকা একটি প্রধান প্রয়োজন; তারপর বই সহজেই পেতে পারা অন্য একটি প্রয়োজন।

কি পরিমাণে এবং কোন কোন বই প্রকাশিত হয় তার একটি হিসাবে ও খবরা খবর সংগ্রহ করা বিশেষ দরকার। প্রকাশক অথবা বিষয়বস্তু অনুসারে বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

এই সকল তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। বিনামূল্যে বিতরণ করা এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশিত বই জনসাধারণের কাছে ব্যাপক ভাবে পৌছে দেওয়ার উপায় সম্পর্কে আরও গবেষণা হওয়া দরকার।

অনুন্নত দেশগুলিতে অধিকাংশ প্রকাশক ব্যবসায়ীর দেশব্যাপী বিতরণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য নেই, যার সাহায্যে প্রত্যেক সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে বইগুলি পৌছে দেওয়া যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধান হিসাবে সমবায় প্রথায় বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রকাশকদের সমবায় মারফত পুস্তক প্রচারের ভ্যানের ব্যবস্থা করা সম্ভব; পরীক্ষামূলক বিক্রির চেষ্টা, প্রদর্শনী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বহু প্রকাশকের মিলিত চেষ্টা আর সহযোগিতায় করা যেতে পারে। অল্প মূল্যের বইয়ের বাজার পাওয়া দুরূহ নয়। জনসাধারণের পক্ষে উপযোগী এবং সহজবোধ্য ভাবে লেখা বইয়ের কাটতি হওয়া যুক্তিযুক্ত ভাবেই আশা করা যেতে পারে, যদি তা যথার্থ ভাবে বাজারে পৌছান যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পঞ্জিকা দুটাকা অবধি মূল্যে অনায়াসে বিক্রি হয়ে থাকে। পুরান ধর্মগ্রন্থ এবং মহাকাব্য গ্রামাঞ্চলেও বিপুল সংখ্যায় বিক্রি হয়ে থাকে। বাছাই করা কিছু অঞ্চলে পুস্তক প্রচারের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

পাঠযোগ্যতা

পাঠ্যবস্তু সহজলভ্য হলেও জনসাধারণের পক্ষে তার গ্রহণীয়তা কতখানি সে সম্পর্কে স্থির করা দরকার। যদি বিষয়বস্তু গুরুভার হয়, বা ভাষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায় সেক্ষেত্রে বইয়ের প্রচার খুব সফল হবে আশা করা যায় না।

সাংবাদিক, লেখক ও শিক্ষকদের মতে পরিষ্কার সাবলীল গদ্য যা সকলেই পড়তে পারে লেখা খুব দুরূহ নয়। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে সংবাদপত্রে যে ভাষা প্রচলিত তা গড়পরতা সংবাদপত্রের পাঠকের গ্রহণক্ষমতার বেশ কয়েক কাঠি উর্ধ্বে। সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভাষা, ব্যবসা সংক্রান্ত ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা এগুলি এমনই যে সাধারণ লোকের মনোযোগ তা মোটেই আকর্ষণ করে না।

ইংরাজি ও স্প্যানিশ ভাষায় স্তর অনুসারে ভাষার কাঠামো রচনার একটি মান স্থির করা গেছে। এই মান স্থির করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে কোন

পাঠ্য মারফত ভাবপ্রচারে বাধার সৃষ্টি হয় না। সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষে সহজ লেখা ছাড়া অন্য কিছু পড়েই না, এমনকি তাদের ক্ষমতা যতখানি তা থেকে বেশ কিছু সহজ লেখাই তারা বাছাই করে।

কোন ছাপা পাঠ্যবস্তু কতখানি গ্রহণযোগ্য তা মাত্র তার সহজে পড়তে পারার উপরই নির্ভর করে না। যাঁরা এই বিষয় গবেষণা পরিচালনা করছেন তাঁরা একটি পরিচ্ছেদ বয়স্ক ও কিশোর উভয় স্তরের কয়েকজনকে পড়তে দেন, পরে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়। এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার ভিন্ন স্তর অনুযায়ী প্রশ্নোত্তরের উপর কোনও পাঠ্যবস্তুর গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

ইংরাজি গদ্য পড়তে গিয়ে যে অসুবিধা অনুভূত হয় তা প্রধানত ইংরাজি ব্যাকরণের জটিলতার হেতু।

ভাষা-প্রয়োগ

যেহেতু শব্দের ব্যবহার পড়ার অসুবিধা দূর করতে সক্ষম, সে কারণে শব্দ পরিচয়ের জন্য একই শব্দ বারে বারে রচনায় ব্যবহার করা সুবিধাজনক। যে শব্দগুলি খুব বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে পড়া সবচেয়ে সহজ। ইংরাজি ও স্প্যানিশ ভাষার ২,০০০ অতি প্রচলিত শব্দই বেশীর ভাগ ছাপা বইতে ব্যবহার হতে দেখা যায়,—যদিও ৫০,০০০ শব্দের একটি শব্দভাণ্ডার ভাষার সমূহ প্রয়োজন মেটায়। এর মধ্যে ১০০টি শব্দ সদাসর্বদা ব্যবহারের এবং এই দিয়েই অর্ধেক ভাগ লেখা হয়।

গ্রামীণ মানুষের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির সময় একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। কোনো শব্দের অধিকবার ব্যবহার প্রধানত লেখকের অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু তা থেকে গ্রাম্য কথিত ভাষায় সেই শব্দ সমধিক ব্যবহার হয় এমন অনুমান করার কারণ নেই। সুপ্রচলিত শব্দতালিকা তৈরী করে সেই শব্দের কতগুলি গ্রাম্যলোকেরা সহজেই বোঝে এবং কোনগুলি বোঝে না, এবং তারা অন্য কোন শব্দ খুব বেশী ব্যবহার করে এসব জানা দরকার।

প্রাযুক্তিক শব্দ (Technical terms)

শিল্পপ্রধান এলাকায় একটি প্রাযুক্তিক শব্দ-তালিকা তৈরী করা বিশেষ দরকার। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। প্রযুক্তিগত বিষয়ের উপযোগী শব্দ তালিকা সৃষ্টি করার পর সেগুলি সাধারণ লোকের কথা বলার অভ্যাসে কি ভাবে আত্মগত করা যাবে? বিশেষত কিছু কিছু পরিভাষা

বা প্রাযুক্তিক শব্দ সম্পূর্ণ নূতন এবং তার ব্যবহারও বিরল। এই জন্য এই ধরনের শব্দগুলিকে নূতন শব্দ হিসাবেই গণ্য করা উচিত।

নূতন শব্দ সংযোগ

দেখা গেছে যে নূতন শব্দ কোনও লেখায় ব্যবহৃত হলে পাঠকের পক্ষে তা শেখা বা মনে রাখা সম্ভব হয় যদি সেই শব্দটি বারে বারে নানা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে সেই শব্দ দেখা মাত্রই সে চিনতে পারে। কোন কোন গবেষক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে কোন নূতন শব্দ অন্তত সাত আটবার চোখে পড়ার পরই ধরা যেতে পারে যে সেটি শিক্ষার্থী দেখে চিনতে পারবে। সবশেষে, একটি শব্দ যতবারই ব্যবহার হোক না কেন, যদি যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে সেই লেখাটি রচিত হয়েছে তা পাঠকের আগ্রহোৎপাদন না করে তা হলে কিছুতেই সে শব্দ সে শিখতে পারবে না।

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে কোন পরিচ্ছেদে পাঁচ ছয়টির বেশী নূতন শব্দ থাকলে তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা পাঠকের পক্ষে একান্ত দুরূহ হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে নবশিক্ষার্থী পাঠকের ক্ষেত্রে এই নূতন শব্দ শেখার ভার আরও লঘু হওয়া উচিত।

লিখন শৈলী

শব্দের ব্যবহার এবং ভাষা বিন্যাস যেমন কোন পাঠ্যের সহজসাধ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে তেমনি বাক্য রচনা ও লিখন রীতিও তা করে থাকে। ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যক্তিগত সম্বোধনের পদের ব্যবহার, যেমন 'আমি' 'তুমি' 'আমরা' 'তোমরা' ইত্যাদির ব্যবহারে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

লেখার রীতি সম্পর্কে গবেষণায় আর যে বিষয়গুলি জানা গেছে তা হল : বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট খণ্ডে এমন ভাবে ভাগ করা উচিত যেন আলোচনার প্রতিটি ধাপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আর সারাংশের উল্লেখ যথোপযুক্ত স্থানে করা দরকার। খুব সূক্ষ্ম আলোচনা করা উচিত নয় ; অনেকগুলি চিন্তা একসাথে জড়ো করে মিশিয়ে লেখা উচিত নয় ; মাঝে মাঝে পাঠককে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য ব্যবহার করা খুব সুবিধার ; ছোট ছোট অনুচ্ছেদ এবং প্রচুর শিরোনামা ব্যবহার করলে পাঠকের পক্ষে একটি চিন্তার ক্রমপরিণতি অনুধাবন করা সহজ হয়।

পাঠযোগ্যতা সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল।

১। গ্রাম্য লোকেদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাঁরা একবার না থেমে সর্বোচ্চ ৮০০টি শব্দ সম্বলিত কোন লেখা ক্লান্ত না হয়ে পড়তে পারেন।

২। যে পরিমাণে তথ্যের জ্ঞান পাঠক ধরে রাখতে পারে সেই পরিমাণে কোন মৌলিক চিন্তা সে কম গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ যে কোন একটি বইতে মাত্র গুটিকয়েক সহজ গোছের চিন্তা পাঠককে গ্রহণ করানো যায়; আর যদি অত্যধিক খবর আর তথ্য তাকে দেওয়া যায় তা হলে মৌলিক জ্ঞান যৎসামান্য সে ধরে রাখতে পারে।

৩। যে ধরনের পাঠ্যবস্তু গ্রাম্য বয়স্ক পাঠকদের পক্ষে সু-উপযোগী হতে দেখা গেছে তা কতকগুলি ছোট ছোট, সহজ, অতিমাত্রায় চিত্র-যুক্ত পুস্তিকা। এদের প্রতি পাতায় যৎসামান্য চিন্তামূলক বস্তু থাকে—বর্ণনা ও কাহিনীর রীতিতে এগুলি লেখা। তত্ত্বালোচনা, উপদেশ এবং ভাব ব্যাখ্যার কোনও চেষ্টা না করে সাধারণ মানুষের আগ্রহবস্তুর একেবারে মূল বিষয়গুলি এখানে প্রদত্ত হয়।

আক্ষরিক লিপি

লেখার বিষয়বস্তু যথেষ্ট সুপাঠ্য, এবং যত্নসহকারে লিখিত হলেও যে হরফে এই লেখা মুদ্রিত হয় তা যদি ঠিকমত না হয় তা হলে পাঠকের কাছে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে পারে। দৃষ্টির সঞ্চালন ক্ষমতা এবং পড়ার দ্রুততার পরীক্ষা ক'রে—হরফের ব্যবহার—অনেক সময় স্থির করা হয়।

এই বিষয়ে কয়েকটি অনুসন্ধানের ফল এইরূপ:

১। ছোট হরফে যদিও এক পাতায় অনেক বেশী পরিমাণ বস্তু ছাপা সম্ভব তবু এর ফলে বিশেষ সাশ্রয় হয় না। ছোট হরফে ছাপা বইয়ের পাঠক সংখ্যা কমে যায়, কারণ ছোট হরফ পড়া কষ্টসাধ্য। ইংরাজিতে ১০ পয়েন্ট টাইপের চেয়ে ছোট টাইপ কোন সময়েই ব্যবহার অনুমোদন করা হয় না, ১২ পয়েন্টের ব্যবহারই অধিকতর উপযোগী দেখা গেছে।

২। পড়ার শ্রম লাঘব করার পক্ষে হরফের মাপ ছাড়া আরেকটি জিনিস অত্যন্ত দরকারী। সেটি হল বেশী লেড্ (leading) দেওয়া, অর্থাৎ লাইনগুলির মাঝখানে বেশী ফাঁক দেওয়া। যথেষ্ট ফাঁক দেওয়া ৮ পয়েন্ট টাইপে ছাপা বই ঘন ছাপা ১০ পয়েন্টের থেকে পড়া সোজা।

৩। কোনও লাইন পড়ার পক্ষে অতি মাত্রায় লম্বা আবার অতি মাত্রায় ছোট দুইই হতে পারে। ইংরাজিতে ৪০ মিলিমিটার বা সওয়া দুই ইঞ্চির সামান্য বেশী লম্বা লাইন সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হয়। এই দৈর্ঘ্য ১০ পয়েন্ট টাইপের জন্য উপযোগী। যদি টাইপের মাপ বড় হয় তা হলে লাইনের দৈর্ঘ্যও অনুপাতে বড় হওয়া দরকার। কারণ বড় টাইপ মানেই কম লেখা প্রতি লাইনে যায়। মোটামুটি বলা যায় লম্বা লাইন পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে, কারণ

পাঠক একটি লাইন শেষ করে পরের লাইনের গোড়া খুঁজে পেতে বেগ পায়। আবার খুব ছোট লাইন হলে বাক্য অযথা ভেঙে ভেঙে যাওয়ার জন্যেও বিরক্তিকর ঠেকে।

৪। প্রতি অনুচ্ছেদের আরম্ভে অল্প জায়গা ছেড়ে দিলে—অর্থাৎ আরম্ভের লাইনের মাপ ছোট করলে পড়া সহজ হয়। এ বিষয় দেখা গেছে যে প্রতি অন্তর্বর্তী লাইনের মাপ সামান্য ছোট করলে পাঠকের পক্ষে পরের লাইন খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। অবশ্য এত সামান্য ছোট হবে যেন গড় দৈর্ঘ্যে খুব তারতম্য না ঘটে। বিশেষ করে সদ্য-সাক্ষরদের বইয়ের পরিকল্পনায় এইভাবে লাইন রচনা খুব উপকারী হতে পারে। যে কোন উপায়, যা চোখের দৃষ্টিকে ছাপার হরফ ধরে সহজেই এগিয়ে যেতে দিতে পারে তাই উপযোগী হতে পারে। এই প্রবন্ধের লেখকের মতে নবশিক্ষিতদের পাঠ্যবস্তু ছাপায় প্রতি অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনের পরেই বাকি লাইনগুলি বামভাগে কিছুটা ছোট করা কর্তব্য। এর ফলে প্রথম লাইনের পর দ্বিতীয় লাইন খুঁজে পেতে কোনই পরিশ্রম হবে না।

৫। লিপিবিশারদেরা বলেন যে বিষয়বস্তু আর ছবি, এ দুয়ের চারিধারে যথেষ্ট সাদা স্থান পড়ে থাকা একান্ত দরকার। কোন পাতায় ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় করা লেখা থাকলে স্বভাবতই তা পড়ায় একটা বিরূপতা জেগে ওঠে। লেখার মারজিনে উপরে বা নিচে যথেষ্ট জায়গা পড়ে থাকার অর্থ কাগজের অপচয় নয়। বরং বিপরীত বিষয়টিই আপত্তিকর। জমাট লেখা ছাপলে পাঠক সংখ্যা কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

৬। টাইপের ব্যবহার সম্পর্কে বলা যায় যে বিভিন্ন ছাঁচের টাইপের ব্যবহারে সঙ্গতি থাকা বিশেষ দরকার। একই পাতায় দু'ধরনের টাইপ ব্যবহার করাই যথেষ্ট। অনেক ছাঁচের টাইপ ব্যবহার করলে সঙ্গতি নষ্ট হয় আর বিষয়বস্তুর ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে ভাঙাচোরা মনে হতে পারে। দু রকমের টাইপ ব্যবহার করার সময়ও দেখা দরকার যে তাদের আকৃতির একটা সামঞ্জস্য থাকে। বইয়ের প্রচ্ছদে অনেক সময় বিচিত্র চেহারার টাইপ ব্যবহার করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে অক্ষরের চেহারা চমকপ্রদ করলে শিল্পীর কারিগরীই প্রকাশ পায়—সেই অক্ষরগুলি যে অর্থ ব্যক্ত করতে চায় তা চাপা পড়ে যেতে পারে।

৭। নামপৃষ্ঠা ইত্যাদিতে বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বলা যায় অযথা কারুকার্য সাজগোজ করায় কোন সুফল পাওয়া যায় না। সবচেয়ে ভাল নামপৃষ্ঠার বিন্যাসে মূল

বস্তুর পরিচয় দেওয়াই যথেষ্ট। শিরোনামা, উপ-শিরোনামা, ছবি, এবং বিষয়ের নাম ছাপার সঙ্গে লতাপাতা, তারকা, বা ঐ জাতীয় অলঙ্করণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। এগুলি বেশী ব্যবহার করলে বক্তব্য থেকে দৃষ্টি অপসারিত হয়। মাত্র ফাঁকা জায়গা রাখার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

রঙের ব্যবহার

রঙের পছন্দ অপছন্দ ব্যক্তি বিশেষের রুচির উপর নির্ভরশীল—এই মতই সাধারণত বলা হয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন যে রঙের পছন্দ কোন সময়ই আলাদা করে স্থির করা সম্ভব নয়। তা নিশ্চিতরূপে কোন বিশেষ ক্ষেত্রের সম্পর্কিত হয়ে নির্ধারিত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি বলতে পারে যে সবুজ রং তার প্রিয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সে কোন সময়েই তার ছেলের গায় দেওয়ার কম্বল সবজ রঙের বাছাই করেনা। বা সবুজ খাবার প্লেট, সবুজ শার্ট, সবুজ জুতো ব্যবহার করবেনা। রং নির্বাচন প্রধানত ব্যবহারোপযোগিতার উপর নির্ভরশীল। বইয়ের প্রচ্ছদ বা অন্য জায়গায় রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তার বক্তব্য সম্পর্কে আগে বিবেচনা করা কর্তব্য। রং যেমন আকর্ষণ করতে পারে তেমনি তা দূরে হটিয়ে দিতেও পারে। রং বিষয়ের কোন কোন অংশকে গুরুত্ব দেবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বা ছবিকে অত্যন্ত বাস্তব করতে পারে।

এই বিষয় গবেষণা থেকে জানা গেছে যে রংকে যথেষ্ট বাস্তব ভঙ্গিতে ব্যবহার না করতে পারলে তা কেবল মাত্র বইয়ের পাতার পাড়ে একরঙা অলঙ্করণ করার জন্য ব্যবহার করাই উপযোগী। হঠাৎ কোন রং না দেওয়াই ভাল। সাদা কালোর চিত্রাঙ্কণের মাঝখানে অযথা রঙের ছোপ দিলে ছবি জবড়জং হয়ে যায়। ছবির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

আরও বলা যেতে পারে অনেকগুলি রংয়ের ব্যবহারে যে খরচ হয় তা করার কোনও যৌক্তিকতা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না। একরঙা পাঠ্যের সুবিধা বর্তমানে সর্বত্র স্বীকৃত হচ্ছে।

চিত্র সংযোজন

গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে লিখিত বিষয়ের সঙ্গে উপযোগী এবং সুচিন্তিত চিত্রাঙ্কন যুক্ত থাকলে সেই লেখার ভাবার্থ অনেক সহজে পাঠকের মনে প্রবেশ করতে পারে। এর অর্থ হল বিষয় ছাড়াও ছবি থেকে মানুষে অনেক ধারণা সংগ্রহ করতে পরে।

কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে ছবি দৃষ্টিকে যেমন আকর্ষণ করতে পারে তেমনি তা তাকে বিভ্রান্তও করতে পারে। যদি বেশী পরিমাণ চিত্রাঙ্কন করা

স্থির হয় তা হলে লিখিত বস্তু এবং ছবি অঙ্গাঙ্গী ভাবে রচিত হওয়া দরকার, যাতে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ভাববহনের ক্ষমতা সম্পূর্ণ সফল হয়।

সবচেয়ে সক্ষম চিত্রাঙ্কনগুলি যেন স্পষ্ট, বাস্তব আর ভাবের সগোত্র হয়। বাড়তি জিনিস একেবারে বাদ দেওয়া উচিত। পরিষ্কার রেখা, বেশী জটিল কিছু না যোগ করা এবং অদরকারী ছবি বাদ দেওয়া প্রকৃত পক্ষে উপযোগী।

ছবি সাধারণত সদা কালোর দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) আকারে আঁকা হয়। তা বাস্তব জগতের কোলাহল মুখর, সচল, শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণ যুক্ত জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াসী হবে। খুব সাবধানে এই ছবি না আঁকলে অনায়াসেই তা থেকে পাঠকেরা ভুল অর্থ সৃষ্টি করে নিতে পারে। লাতিন আমেরিকার ডাঙার অধিবাসীদের যখন নদী ও ভেলার ছবি দেখান হয় তারা সেগুলিকে শূয়োরের খোঁয়াড়ের ছবি বলে ভুল করে। আবার সহরের লোকেদের কাছে যেটি একটি দুধের বোতল বলে সহজেই মনে হবে গ্রাম্য লোক সেটিকে কোন ভাবেই চিনতে পারবে না।

আগ্রহ সৃষ্টিকারী পাঠ্য

ধরা যাক কোন একটি পাঠক সম্প্রদায়ের সামনে যথেষ্ট পরিমাণে ছাপা পাঠ্য বস্তু দেয়া গেল, যেগুলি সহজ এবং চিত্তাকর্ষক। এখন এই পাঠকেরা বইগুলির ভিতর থেকে যেগুলি তাদের আগ্রহের সবচেয়ে সন্নিকট সেগুলিই নির্বাচন করবে। এদের নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা কতটুকু জ্ঞান রাখি ?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পাঠকের মূল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যে বিষয়বস্তু তাকে সাহায্য করতে পারে তার প্রয়োজনই সর্বাধিক। যদি কোনও একটি ব্যক্তিবিশেষের জীবনের গতি লক্ষ্য করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে প্রতিমুহূর্তেই তাকে কোন না কোনও বিষয়ে বিচার অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত অনেক সময়ে তুচ্ছ ব্যাপারে করতে হয়, যেমন কি রঙের জামা পরা বা কেনা দরকার ; আবার তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বের, যেমন তাকে গ্রামে বাস ছেড়ে সহরে রুজি রোজগারের সন্ধানে যেতে হবে কিনা। মানুষের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যা কিছু সহায়তা করতে পারে তাই তার আগ্রহের স্থল, তাই তার মনকে আকর্ষণ করতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি দিক হল,—যে মানুষ কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ পোষণ করে, যা কিনা তার মনে সর্বক্ষণের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে, তার নিরসন যে লেখায় পাওয়া যায় তাই তার মনে গভীর আগ্রহ সঞ্চার করতে সক্ষম।

যদি কোন একটি অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি—যে বিষয় সম্পর্কে সেই পাঠকের মনে কোন অভিযোগই নেই। সেখানে আগ্রহ আনতে হ'লে তার মনে একটি অসন্তোষ সৃষ্টি করা দরকার। যেমন উদাহরণস্বরূপ একজন চাষী। হয়ত যে পদ্ধতিতে চাষ করতে সেঅভ্যস্ত তাতে তার কোন অভিযোগই নেই কারণ অন্য কোন কায়দা তার জানা নেই। সে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই চাষের অন্য পদ্ধতি দেখে নি—তাই এর চেয়ে ভাল ফল সম্ভব বলেও তার বিশ্বাস হয় না। এই চাষীকে যদি উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্বাস করাতে হয় তা হলে তাকে হাতে কলমে চাষ করে তা দেখাতে হবে।

মাত্র আনন্দবিধান ছাড়া অন্য কোন বিষয় তার সুপরিচিত হলে পরেই পাঠকের মনে তা আগ্রহ সঞ্চার করতে পারবে। যা সুপরিচিত বিষয়, তাই তার মধ্যে কোন অপরিপূর্ণতার বোধ আনতে পারে—যেটি আবার তার মূল প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। আর পরিচিত বিয়য়ই তাকে পরিপূর্ণ তুষ্ট করতে পারে।

কয়েকটি অতি নির্দিষ্ট বিষয় কোনও বয়স্ক ব্যক্তির জীবনকালে তার আগ্রহের স্থল হয়ে থাকে। সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তা তার মধ্যে একটি প্রধান যা সে আজীবন অনুভব করে। তারপর স্বাস্থ্য ও পরিবার, আমোদপ্রমোদ এসব তার আগ্রহের স্থল। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

যেমন আনন্দ লাভের প্রয়োজন সারা জীবনই মানুষের থাকে, কিন্তু তা লাভ করার উপায় বয়সের প্রবীণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যুবকেরা খেলা ধূলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারলেই আনন্দলাভ করতে পারে। কিন্তু প্রবীণেরা খেলা দেখতেই আনন্দ পায় কিম্বা দাবা পাশার মত নিশ্চল ক্রীড়াতেই আনন্দ পায়। আবার পরিবারের মধ্যেও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের ও মা-বাপের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পাল্টায়। পড়ার বিষয়সংক্রান্ত আগ্রহের ক্ষেত্রেও তেমনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রুচির বৈশিষ্ট্যও পাল্টায়।

পাশ্চাত্য দেশে জনসাধারণের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও মাপকাঠি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। লাইব্রেরীতে বই লেনদেনের ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যে বই অপেক্ষাকৃত বেশীবার চাওয়া হয় তা থেকে বিষয় আগ্রহের একটি নির্দেশক খোঁজা হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ মাত্র এক শ্রেণীর পাঠকই লাইব্রেরিতে যায় আসে এবং যারা সেখানে বই পড়ে তাদের আগ্রহ যে কটি বই থাকে তার ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেউ বলতে পারবে না যদি সেই পাঠকেরাই পড়ার আরও বৃহত্তর ব্যাপক ক্ষেত্রের সুযোগ পায় তা হলে আগের বই সে আর পড়তে ইচ্ছুক হবে কিনা।

যে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়েছে তা হল : যে সব পাঠকদের পাঠ ক্ষমতা অতি মাত্রায় অল্প তারা তাদের পেশা সংক্রান্ত বিষয় বা আপনার উন্নতির পক্ষে সহায়ক বস্তুই পাঠ্যের মধ্যে পেতে চায় ; যাদের পাঠ ক্ষমতা এদের চেয়ে বেশী এবং কয়েক বছর শিক্ষা লাভ করেছে তারা পড়ে আনন্দ লাভ করার প্রয়োজনটিই অধিক গণ্য করবে।

বিষয়-আগ্রহ সম্পর্কে কোন স্থির নির্দিষ্ট পরিমাপ এখনও করা সম্ভব হয় নি। সমাজ ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায়, বিশেষরূপে গ্রামীণ মানুষের জীবনে যে বিশেষ সংবেগ ও চাপ ক্রিয়া করে, এ সম্পর্কে আরও জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

পূর্ব-পরীক্ষণ

পাঠকবর্গের প্রকাশিত বইয়ে আগ্রহ দেখা গেলেও প্রত্যেকটি বই ছাপার আগে পৃথক ভাবে পরীক্ষা করে তার ভাববহনের উপযোগিতা লক্ষ্য করা উচিত। এর ফলে কোন বই ছাপার আগেই তার কোনও উন্নতি সাধন করার প্রয়োজন থাকলে তা করা সম্ভব হবে।

পরীক্ষার সব থেকে সহজ পন্থা হল—প্রস্তাবিত বইয়ের কয়েকটি নকল করা কপি সম্ভাব্য পাঠকদের মধ্যে বাছাই করা কয়েকজন পাঠককে পড়তে দেওয়া। পড়ার পর তাদের বইটির সম্পর্কে মতামত, তারা কি বুঝতে পেরেছে এবং কি মনে আছে এ সব বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং এ থেকেই বোঝা যাবে বইয়ের কোন অংশগুলি দুর্বল বা তার আরও সংশোধন দরকার কি না।

প্রচ্ছদ এবং বইয়ের নামের ক্ষেত্রেও পূর্বপরীক্ষার প্রয়োগ সম্ভব। একটি টেবিলের উপর অনেকগুলি প্রচ্ছদের নমুনা রেখে সেই পাঠক প্রতিনিধিদের বলা হয়, যে প্রচ্ছদ তাদের সবচেয়ে পছন্দ সেইটি বেছে নিতে। তারপর প্রচ্ছদের ছবি থেকে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কি আন্দাজ হয় এবং সেই বিষয় তাদের পড়ার কৌতূহল জাগায় কি না এই প্রশ্ন করা হয়। এই সকল উত্তরের ভিত্তিতে সংশোধন করা যুক্তিযুক্ত হবে।

পূর্বপরীক্ষার বহুবিধ পদ্ধতি আছে, এবং তা নির্ভর করে কোন্ বিশেষ গুণাগুণের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তা করা হয়। ব্রহ্ম অনুবাদ সমিতি ব্যাপক ভাবে তাদের পুস্তিকার পূর্বপরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এই পরীক্ষায় একই বিষয়বস্তু নানা ভাবে তৈরী করা হবে—যেমন কোনটি গল্পের আকারে বলা হবে আর কোনটি সোজাসুজি উপদেশ আকারে লেখা হবে। এক ধরনের রচনার কপি একটি গ্রামে বিতরণ করা হবে এবং অন্য ধরনের রচনা আরেকটি

গ্রামের প্রতি গৃহস্থের ঘরে পৌছে দেওয়া হবে। যারা এই বই বিতরণ করবে তারা কয়েক দিন এলাকায় থাকার পর ফিরে এসে জানাবে বইগুলি কারা পড়েছে, কারা পড়ে নি, এবং তার কতখানি তাদের মনে থেকেছে। এই ফলাফলের ভিত্তিতে স্থির করা সম্ভব হবে কোন্ ধরনের রচনা সব থেকে বেশী পাঠকের মনে ধরেছে, কোন আঙ্গিক ভাববহনে সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে (এটি বোঝা যাবে পাঠকদের স্মরণে কোন বইয়ের ছাপ বেশী থেকেছে তা থেকে)। এই পরীক্ষার ফল থেকে কোন্ রচনার পদ্ধতি বেশী উপযোগী তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

উত্তর পরীক্ষণ

পত্রিকা, খবরের কাগজ, গ্রাহক বা ক্রেতাদের পরীক্ষা করে জানা দরকার পাঠ্যবস্তুর কোন অংশ পড়া হয় কোন অংশ পড়া হয় না, কোন্ কথা মনে থাকে কোনগুলি থাকে না। ব্রহ্ম অনুবাদ সমিতি এই উদ্দেশে তাদের পত্রিকা বিভাগের মারফত একটি প্রশ্নতালিকা প্রতি সংখ্যার সঙ্গে পাঠকদের কাছে পাঠায় এবং কোন প্রবন্ধ ভাল লাগে কোনগুলি লাগে না তা 'হাঁ' বা 'না' লিখে ফেরৎ পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। প্রশ্নপত্র ডাক টিকিট আর সমিতির ঠিকানা সহ পাঠানো হয়। এর সুবিধা হল অতি স্বল্পসংখ্যক কর্মীর সাহায্যেই এই তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু এই উপায়ে পাঠকদের খুব ছোট এক অংশই উত্তর দেয় এবং তাদের মনে করা যেতে পারে সেই পত্রিকার বিশেষ অনুরাগী পাঠক, বা বিপরীতক্রমে পত্রিকার বিশেষ ভাবে বিরোধী। অথবা তারা ভাল করে না পড়ে বা না বুঝে অন্যদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে মতামত পাঠায়।

এই জন্য সরাসরি পাঠকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভিত্তিতে যে মতামত সংগ্রহ হয় সেইটিই যথার্থরূপে নির্ণয় করতে সাহায্য করে যে, কোন্ রচনা পাঠক পড়েছে এবং কতটা ঐ বিষয় সে বলবার অধিকারী।

ভাব ও শিক্ষা প্রচারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব জানা যেতে পারে পাঠকদের জীবনে কি পরিবর্তন আসে তা লক্ষ্য করে। প্রকাশকদের দ্বারা এ ধরনের তথ্য নির্ধারণ সম্ভবপর নয়। শিক্ষা প্রসারের কর্মীদল অবশ্য এ কাজের ভার নিতে পারেন, পাঠকদের অভিমত, রুচি ও আগ্রহ কিভাবে পাল্টায় তার পরিমাপ স্থির করতে পারেন। সমাজ-নিরীক্ষা কোন এককালীন কার্য নয়। শিক্ষা আন্দোলনের প্রথমভাগে সম্ভাব্য পাঠকদের প্রয়োজন, তাদের আগ্রহ, চিন্তাধারা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষরূপে আবশ্যক, যার ফল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি আনয়নে, বিশেষ সহায়তা করতে পারবে।

মৌলিক শিক্ষা পাঠ্যবস্তুর কার্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

নবশিক্ষিতদের সাহিত্য উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই কাজের অগ্রগতি বহুলাংশে সফল হয়েছে। প্রকাশকেরা সাধারণতই বিষয়টিকে দেখেন ব্যবসায়গত সাফল্যের বিচারে, অর্থাৎ যদি কোন বই ভাল বিক্রি হয় তা হলে তা নিঃসন্দেহে পাঠকের প্রয়োজন মেটায়। অন্য দিকে শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা, যদি কোন বই পড়া যায় তা হলে তা বোঝাও সম্ভব। এই উভয় ধারণা আজ বিনা জিজ্ঞাসায় মেনে নেওয়া হয় না এবং বিভিন্ন দেশের সরকার এই দিকে বিশেষ মনোযোগ অর্পণ করেছেন। ডাঃ স্পলডিং এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং নবশিক্ষিতদের জন্য মৌলিক শিক্ষার পাঠ্যবস্তুর কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান ও তার ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল। এই পরীক্ষাকার্য কোষ্টারিকা ও মেক্সিকোতে চালানো হয়েছিল।

অনুসন্ধানের পদ্ধতি

১। পাঠক পাঠিকাদের পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ এবং তাদের বয়স, নরনারীভেদ, শিক্ষা ও পেশার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থির করা।

২। পাঠ ও প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা—পাঠকদের প্রথম পাঠারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বোঝার ক্ষমতা, এবং রচনা ও গঠনের বিভিন্নতা অনুযায়ী কোন্‌টি সর্বোপযোগী তা স্থির করা।

৩। চিত্র পরীক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষার্থিরা বিভিন্ন ধরনের চিত্র নির্ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কি না—এ থেকে কোন্ ধরনের চিত্র এই শ্রেণীর পাঠকদের পক্ষে সু-উপযোগী তা স্থির করা।

৪। শিক্ষাদানের পদ্ধতির বিচার—শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রসারে নিযুক্ত কর্মীদের ক্লাসে এবং মণ্ডলীতে বিভিন্ন পাঠ্যবস্তুর ব্যবহার ও তার ভিত্তিতে এদের কার্যকারিতা কতখানি বৃদ্ধি পায় তা স্থির করা।

৫। শিক্ষকেরা এই পাঠ্যগুলি সম্পর্কে কি মতামত দেন বিশেষত শিক্ষারম্ভে পাঠকদের পক্ষে কোনগুলি সবচেয়ে উপযোগী হয় তার হিসাব সংগ্রহ করা।

পরীক্ষাকৃত পাঠ্যবস্তু

লাতিন আমেরিকান মৌলিক শিক্ষা প্রকাশনের প্রকাশিত কয়েকটি বই এই ভাবে পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ছিল—পৌরনীতি বিষয়ক-২ ; স্বাস্থ্য-৪ ;

আনন্দ বিধায়ক-২ ; অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক-৩। ৬১৮ জন প্রথম শিক্ষার্থিদের মধ্যে এই পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। ৩৪২ কোষ্টারিকায় এবং ২৭৬ জন মেক্সিকোতে। নিম্নে একটি প্রশ্নপত্রের অংশ উদ্ধৃত হল :

'প্রিয় পাঠক,

এই পুস্তিকা আপনার জন্যেই লেখা। আমরা অশা করি এটি আপনার উপকারে লাগবে। আমরা আশা করি আমাদের পুস্তিকা আপনার বন্ধুদেরও সাহায্য করবে। আপনার এই পুস্তিকাটি কেমন লেগেছে আমাদের জানালে উপকৃত হব। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, প্রতি প্রশ্নের যেটি আপনার স্বমতে তার পাশে × চিহ্ন দেবেন।

এই পুস্তিকার নামটি লিখুন।

এই পুস্তিকায় যা বলা হয়েছে সে বিষয়ে কি আপনার আগ্রহ আছে ?

(খুব আছে) (কম আছে) (নেই)

এই পুস্তিকায় যা বলা হয়েছে তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

(খুব বুঝেছি) (কম বুঝেছি) (বুঝিনি)

আপনার কি ছবিগুলি ভাল লেগেছে ?

(খুব ভাল) (সামান্য) (না)

আর কি কি আপনার পড়তে ভাল লাগতে পারে ?

আমি এই সব পড়তে ইচ্ছুক :

—স্বাস্থ্যের যত্ন

—ভাল ফসল ফলানো

—গৃহের উন্নতি করা

—উপকথা

—ইতিহাস (গল্প)

....

....

....

ফলাফল বিশ্লেষণ

পাঠকদের পছন্দক্রমে বিষয়গুলি এই ভাবে নির্বাচিত হয় :

কোষ্টারিকা : ১। ইতিহাস (গল্প) ; ২। স্বাস্থ্য ; ৩। গৃহ ; ৪। ফসল ; ৫। উপকথা।

মেক্সিকো : ১। ইতিহাস (গল্প) ; ২। স্বাস্থ্য ; ৩। গৃহ ; ৪। উপকথা ; ৫। ফসল।

ফসলের স্থান এত নীচে হওয়ার কারণ পড়ুয়াদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ছিল স্ত্রীলোক এবং মেক্সিকোতে চাষী পাঠকের সংখ্যা কম। স্ত্রীলোকদের উত্তরের ভিত্তিতে ফলাফল দাঁড়ায় এইরূপ : স্বাস্থ্য, শতকরা ২৪ ; গৃহ, শতকরা ২৪ ; ইতিহাস, শতকরা ২০ ; উপকথা, শতকরা ১৭ ; ফসল, শতকরা ১৪ ।

প্রশ্নোত্তরের জবাবে আনন্দবিধায়ক পাঠ্যের প্রতি বেশী সংখ্যক পাঠক পাঠিকার আগ্রহ দেখা গেলেও চিঠি মারফত জানবার ভিত্তিতে যে জবাব আসে তাতে দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পায়।

মেয়েদের পারিবারিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে উপকারী এবং পুরুষদের পেশাগত কর্মের সহায়ক বিষয়ই সব চেয়ে পড়ায় আগ্রহ এনে দিতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে যাদের পাঠক্ষমতা নিতান্তই কম তাদের ক্ষেত্রে।

আনন্দবিধায়ক পাঠ্যের প্রতি আগ্রহ, নবশিক্ষিতদের চেয়ে শিক্ষায় কিছু অধিক অগ্রসর পাঠকদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়।

পাঠকের উপলব্ধির ক্ষমতা নিরীক্ষা

১। পাঠক একটি বই চেঁচিয়ে পড়ে ; শিক্ষক যে শব্দগুলি চিনতে কষ্ট হতে দেখা যায় তা লক্ষ্য করেন।

২। পাঠককে তার পর যা সে পড়েছে তার ভিতরে স্থান, কাল, পাত্র পাত্রী ও ঘটনা সম্পর্কে যা মনে আছে তা বর্ণনা করতে বলা হয় ; উত্তরের সংখ্যা ও নির্ভুলতা অনুসারে এদের সাজানো হয়।

৩। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের বক্তব্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা হয়।

৪। শব্দের উপর কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করা হয়। যে শব্দগুলির পরিচিতি কষ্টসাধ্য অনুভূত হয় সেগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়।

ছবি থেকে পাঠকদের কিরূপ ভাবগ্রহণে সহায়তা হয় তা চিত্রযুক্ত ও বিশেষ পদ্ধতিতে রচিত বইয়ের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এই বইগুলির পাতার অর্ধেক চিত্রসম্বলিত—বাকিগুলি চিত্রবিহীন।

এই পরীক্ষাকার্য থেকে মোটামুটি যে ধারণায় আসা সম্ভব হয়েছিল তা নিম্নে বর্ণিত হল।

উপসংহার

প্রশ্নোত্তরের ফলাফল থেকে মোটামুটি জানা যায় :

১। লাতিন আমেরিকায় বয়স্ক শিক্ষার্থির জন্য পাঠ্য চিত্রযুক্ত হওয়া দরকার। চিত্রবিহীন বইয়ের থেকে চিত্রাঙ্কিত হলে পাঠকের মনে থাকে বেশী।

২। চিত্রগুলি বাস্তব হওয়া উচিত।

৩। ছবির প্রতি পাঠকের আগ্রহ এবং তার দ্বারা পাঠ্য বোধগম্য হওয়ার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কেবল ছবি পছন্দ করা থেকে তার ভাববহনের কার্যকারিতা সামান্যই উপলব্ধি হয়।

৪। যে বই খুব সহজপাঠ্য নয় বিবেচিত হয়েছে তার ভাবোপলব্ধি অত্যন্ত কম হতে দেখা যায়।

৫। লিখিত বস্তু পড়ার পক্ষে সহজ হলেও অনেকগুলি চিন্তা একসঙ্গে থাকলে বয়স্ক শিক্ষিতের পক্ষে তা দুরূহ হয়ে ওঠে। নূতন চিন্তা বা ধারণার প্রয়োগ যথাসাধ্য কম রাখা দরকার।

৬। অতিমাত্রায় বিবরণ থাকলে নবশিক্ষার্থির পক্ষে তার ভাবগ্রহণ সম্ভব হয় না। তার কাছে সবকটি উক্তিই সমান গুরুত্বের হয়ে ওঠে এবং যেটি প্রধান সেটির থেকে লক্ষ্য সরে যায়।

৭। যে প্রশ্ন-তালিকা শেষে যোগ করা হবে তা সাবধানে গঠিত হওয়া উচিত। কারণ অনেক সময় ভাসা-ভাসা প্রশ্ন থাকায় উত্তর সঠিক হয়েও এলোমেলোভাবে দেওয়া হয়।

৮। পাঠকদের ভিতর ভাবগ্রহণের ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়—যেমন দেখা গেছে মেয়েরা প্রশ্নোত্তরে পুরুষদের থেকে অধিক নম্বর পায়। চাষী এবং দক্ষ কারিগরেরা অদক্ষদের চেয়ে বেশী পায়। ২৫ বছর বয়েসের পাঠক তার নীচের বয়সের পাঠকদের চেয়ে ভাল নম্বর পায়। দু বছরের বেশী শিক্ষাপ্রাপ্তরা তার থেকে কম শিক্ষাপ্রাপ্তদের চেয়ে বেশী নম্বর পায়।

সার্থক চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি

চিত্রগুলি সহজ, জীবন্ত, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং পাঠকের জীবন নির্বাহের সঙ্গে যোগসম্পন্ন হওয়া দরকার। যে ঘটনা চিত্রে বর্ণিত হবে তা তাৎপর্যযুক্ত হওয়া উচিত। বয়স্কদের কোন রং পছন্দ তা বিচার করতে হবে, ছবির কার্যকারিতা বিচার করতে হবে। এমনও সম্ভব যে নবশিক্ষার্থি এই সর্বপ্রথম কোন চিত্রের পরিচয় লাভ করছে; তাই তার পক্ষে অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে মূল বস্তুর সাদৃশ্য উপলব্ধি করাই বিশেষ প্রয়াস সাপেক্ষ হতে পারে। দৃষ্টির সুবিধার জন্য ছবির প্রধান অংশ হয় মাঝখানে নয় বাঁ দিকে মাথায় বসাতে হবে।

চিত্রাঙ্কণের দুটি দিক অনুধাবন করা কর্তব্য: একটি চিত্রের বিষয়বস্তু, রচনা ভঙ্গী, রং ও অন্যান্য বিবরণের প্রধান অঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা; অন্যটিতে নামযুক্ত ও নামবিহীন চিত্র দেখে তার ভাব উপলব্ধি করার ক্ষমতা। এই উদ্দেশ্যে

৯৮ জন পাঠককে পরীক্ষা করা হয় এবং তিনরকমের চিত্র দেখানো হয়ঃ কাঠখোদাই, আঙ্গিক প্রধান এবং বাস্তব চিত্র।

যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় তা বর্ণিত হলঃ

১। ছবি বিষয়ের ভাবগ্রহণে সহায়তা করে।

২। জটিল আঙ্গিক ও রীতির বা কাঠখোদাই চিত্র থেকে বাস্তব ধরনের চিত্র পাঠক বেশী পছন্দ করে।

৩। পাঠকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছবি আঁকা উচিত। এই অভিজ্ঞতার অভাবে বিচিত্র অর্থ করে নেওয়া সম্ভব। যেমন অনেকে নদীতে ব্যবহৃত ভেলাকে শুয়োর বলে মনে করে ছিল।

৪। অসম্পর্কিত বস্তু কেবল অর্থ জটিল করে তোলে।

৫। একরঙা রঙীন ছবি অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যেমন সবুজ রঙের আগুন বা মুরগীর ছবি দেখে পাঠক অবাক হয়ে গেছে।

৬। কোন পরিবেশগত অবস্থাকে যদি জানাবার প্রয়োজন ঘটে, সে ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে অতি-অভিব্যক্তির দরকার, তা নইলে চিত্রে বর্ণিত কোন অবস্থা, যেমন ঘিঞ্জি বাসস্থান, নোংরা পরিবেশ এগুলিই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়।

৭। ছেলেদের থেকে বয়স্কদের প্রভেদ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাবার প্রয়োজন।

৮। যে বস্তু অচেনা তাকে চেনাবার জন্য চেনাবস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখানো উচিত। যেমন দুধের ক্যান বোঝাবার জন্য একটি গরু সঙ্গে আঁকা দরকার।

৯। উপযুক্ত নাম দেওয়া দরকার।

শিক্ষকদের মতামত

বইয়ের গুণাগুণ এবং যোগ্যতা বিচারের জন্য শিক্ষকদের মতামত বিশেষ উপকার করে।

এই মতামত থেকে জানা গেছেঃ

মৌখিক উপায়ে পাঠকদের প্রশ্নোত্তরে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রসারে নিযুক্ত কর্মীরাই বইগুলির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারেন।

শব্দমালা রচনায় জনসাধারণের মধ্যে অতিপ্রচলিত শব্দের তালিকা শিক্ষকদের মারফত সংকলিত করা দরকার।

গ্রামবাসীর বইয়ের চিত্রাঙ্কনের মর্ম বুঝতে পারার একটি পরীক্ষা

নবশিক্ষিতদের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের সকলকে চিত্রাঙ্কনের সমস্যার সম্মুখস্থ হতে হয়। বিশেষত এই কাজের ভার যাঁরা নেন তাঁরা উচ্চ শিক্ষিত বা বিদেশ থেকে এসেছেন—ফলে যাদের জন্যে ছবি আঁকা তাদের তুলনায় শিক্ষার প্রভেদ হয় বিপুল। এই সমস্যা উপলব্ধি করে মহীশূরে একটি পরীক্ষা কার্য চলনা করা হয়।

প্রারম্ভিক চিন্তা

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীহেব্বার শিক্ষা প্রসারণ দলের হয়ে ১ম ও ২য় ভাগ প্রাইমারে চিত্রাঙ্কনের কাজ করছিলেন। ১ম ভাগ প্রাইমারে ১৯৯টি মাত্র শব্দ ছিল। এবং কয়েকটি বাক্যে কোন ঘটনা প্রদর্শিত ছিল না বলে শিল্পীর অসুবিধা হয়। তা ছাড়া পূর্ববর্তী কয়েকটি ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা সমিতির ক্লাসে ছবির মর্ম পুরোপুরি উপলব্ধি না হওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা ভাবগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করে। শিল্পী কালো সাদার ছবির সঙ্গে আরেকটি রং যুক্ত করে ছবির ফলাফল পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এইসব মিলিত উদ্দেশ্য নিয়ে একটি পরীক্ষাকার্যের উদ্যোগ করা হয়। পরীক্ষাগ্রহণের একটি দল নিকটবর্তী একটি গ্রামে পাঁচ ছয় দিন থেকে গ্রামবাসীদের সুবিধানুযায়ী পরীক্ষার কাজ চালান।

চিত্র নির্বাচন

শ্রীহেব্বারের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্থির হয় একটি একক ছবি অপেক্ষা কয়েকটি পরস্পর-সম্পর্কিত ছবি বোঝা সহজ হওয়ায় সেই ভিত্তিতেই ছবিগুলি বেছে নেওয়া হবে। প্রথমে শ্রীহেব্বারের ১৩টি রেখাচিত্র বাছাই হয়। এ ছাড়া আরও আটটি রঙীন ছবি নেওয়া হয় যার চারটি পূর্বের রেখাচিত্রগুলি থেকে নেওয়া। তারপর ছবির অঙ্কনপদ্ধতি গ্রামবাসীদের কিরূপ পছন্দ তা জানার জন্য একজন স্থানীয় শিল্পী শ্রীগুরুর ছবি নেওয়া হয়। শ্রীগুরুর অঙ্কন রীতি স্বাভাবিক এবং হুবহু নকল করার প্রয়াসী। তাঁর যে দুটি ছবি বাছাই করা হয় সে দুটি শ্রীহেব্বার যে বিষয়ে অবলম্বনে ছবি এঁকেছেন তারই উপর অঙ্কিত করা। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীরা হেব্বারের শিল্পরীতি অথবা গুরুর নকল করার রীতি কোনটি বেশী পছন্দ করে তা স্থির করা।

পরীক্ষা

দুই ভাগে পরীক্ষাকার্যকে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটিতে একক চিত্রগুলি দেখিয়ে তাদের মধ্যে রং, রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ছবিগুলি পরস্পরের সম্পর্কিত করে দেখানো হয়।

প্রথম ভাগ : একক চিত্র পরীক্ষা। ক) প্রথমে সাদা কালোয় আঁকা ছবি গ্রামবাসী পুরুষ বা স্ত্রীলোক দর্শকের সামনে বিনা মন্তব্যে রাখা হয়। যদি কোন মতামত না পাওয়া যায় তখন পরীক্ষক প্রশ্ন করেন "এই ছবিতে কি দেখানো হয়েছে?" খ) এরপর সবুজ আর কমলা রঙে আঁকা ছবি দেখানো হয়। যদি পূর্বের সাদা কালোর ছবির অর্থ ঠিক বলতে না পারে তখন রঙীন ছবি দেখানো হয়। এই সঙ্গে প্রশ্ন করা হয় "কোন ছবি আপনার সবচেয়ে পছন্দ?" গ) রঙীন ছবির অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তখন গুরুর স্বাভাবিক ছবি দেখানো হয় এবং একই প্রশ্ন করা হয় "কোন ছবিটি আপনার সবচেয়ে পছন্দ?"

দ্বিতীয় ভাগ : পরস্পর সম্পর্কিত চিত্রের বোধ্যতা পরীক্ষা। কাহিনীটি প্রথমে সম্পূর্ণ বলা হয় এবং ছবির নীচে যে আখ্যান থাকে সেগুলিও বলা হয়। এর পর ছবিগুলি এলোমেলো করে সাজিয়ে পরীক্ষার্থিকে জিজ্ঞাসা করা হয় "যে গল্পটি এইমাত্র শুনলেন, এই ছবির কোনগুলি সেই গল্পের?" যদি পরীক্ষার্থির ছবি বেছে বার করতে যথেষ্ট দেরী হয় বা সে ভুল ভাবে বর্ণনা করে তা হলে গল্পটি পুনরায় বলা হয়। এই পরীক্ষায় মাথা খাটিয়ে বলার চেয়ে অনায়াসে শোনা-কাহিনীর সঙ্গে ছবির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার উপরে অধিক জোর দেওয়া হয়। এই জন্য মাত্র গল্পে যার মিল আছে তেমন ছবিটি বাছাই করাই যথেষ্ট ধরা হয়, ছবিগুলি ক্রমপর্যায় সাজাবার জন্য বলা হয় না। এই জন্যই গল্পটি যতবার বলা প্রয়োজন ততবার শোনানো হয়।

ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রথম ভাগের (ক)এ সাদা কালোয় আঁকা তিনটি ছবি সম্পর্কে যাদের প্রশ্ন করা হয় তাদের তা ভালমত বোধগম্য হয় না। এই ছবি কটিতে একটা জলহীন পুকুর আর শূন্য ক্ষেত আঁকা ছিল।

(খ)এ রঙের ব্যবহার দর্শকদের মধ্যে কত খানি বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে তার পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু কারও জবাবে সবুজ রঙে আঁকা ছবি বেশী পছন্দ, কারও কমলা রং বেশী পছন্দ এমনি ভিন্ন ভিন্ন জবাব পাওয়া যায়। কাজেই রঙীন ছবি বোধগম্যতা বৃদ্ধি করে কিনা এ সম্বন্ধে কোন সঠিক নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হয় না।

(গ)এ দুই পদ্ধতিতে আঁকা ছবির কোনটি অধিক পছন্দ নির্ণয় করার সময় দেখা যায় বেশীর ভাগ উত্তর প্রদানকারী হেব্বারের আঁকা রেখাচিত্র গুরুর আঁকা ছবি থেকে অধিক পছন্দ করে। প্রথমে পরীক্ষকদের ধারণা ছিল যে গ্রামবাসীরা একেবারে স্বাভাবিক ছবিই হয়ত বেশী পছন্দ করবে কারণ তারা তাদের বাড়িতে সাধারণত দেবদেবীর ছবি, ফটোগ্রাফ এই সব দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু যে ফল পাওয়া যায় তাতে বিস্ময় সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় ভাগে কাহিনী শুনে ছবি বাছাই করায় এবং ব্যাখ্যা করায় কিছুটা প্রাঞ্জলতা দেখা যায়। কিন্তু প্রথম তিনটি ছবির অর্থ তা সত্ত্বেও কেউ বুঝতে পারে না।

এই পরীক্ষা থেকে শিল্পীদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় তা হল :

১। প্রথম তিনটি ছবি, যাতে জলহীন পুকুর আর ক্ষেত আঁকা তা আরও স্বাভাবিক হওয়া দরকার।

২। একটি দরিদ্র গ্রাম ও একটি অতি দরিদ্র গ্রাম এই শিরোনামার দুটি ছবি দেখে উত্তরকারীরা দ্বিতীয় ছবিটিকে প্রথমের শিরোনামায় যুক্ত করে। এটিতে অনেক দরিদ্র লোকের ছবি ছিল, কিন্তু উত্তরকারীরা বলে যে গ্রামে লোক বেশী থাকে আর সকলে কাজ করে সে গ্রাম স্বভাবতই বেশী সমৃদ্ধ।

এই পরীক্ষাকার্য অবশ্য খুব সর্বজনীন হয়নি। বিশেষত অচ্ছুত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে বিশেষ কারণবশত একেবারেই সম্ভব হয় না। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়। গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের পশ্চাদ্বর্তিতা বহু অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ভবিষ্যত প্রচেষ্টার সুবিধার্থে উপদেশ

১) বইয়ের চিত্রণ বোঝাবার জন্য ১২টি ছবি বাছাই করা উচিত। পরীক্ষার পাত্রপাত্রীদের নির্বাচন করার আগে সেই গ্রামের অধিবাসীদের বোধ্যতার স্তর আগে স্থির করা দরকার।

২) রঙীন ছবি পরীক্ষার জন্য ১০টি বা ১২টি রঙীন ছবি নেওয়া দরকার এবং কাহিনী বলার সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি দেখানো উচিত। উত্তরকারীরা তখন কেন কমলা বা সবুজ বা অন্য রং বেশী পছন্দ করে তার কারণ দিতে পারবে।

৩) রঙের ব্যবহার বোঝার পক্ষে সহায়ক কিংবা ক্ষতিকর এই বিষয় পরীক্ষা করার জন্য দুই অথবা তিন গোছা সাদা কালোয় আঁকা ছবি এবং তাদের রঙে আঁকা নকল নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে এগুলি দেখিয়ে পরীক্ষা করতে হয় এমন কোন ছবি আছে কিনা যা গ্রামবাসীদের পক্ষে বোঝা দুষ্কর। পরীক্ষার পাত্র-

পাত্রীদের গল্পটি বলার পর কালো সাদার ছবি আগে দেখানো হবে। যদি কোন ছবির ব্যাখ্যায় উত্তরকারীর অসুবিধা হয় তখন তার রঙীন নকলটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ থেকে বোঝা যাবে রঙের ছবি সাদা কালোয় আঁকা ছবি থেকে বোঝা অধিক সহজ কিনা।

তারপর প্রথমে রঙীন ছবি দেখিয়ে পরে সাদা কালোয় ছবি দেখানো হবে, যাতে প্রতিপন্ন হবে রঙের ব্যবহার উপলব্ধিকে ব্যাহত করে কিনা।

৪। বিভিন্ন অঙ্কন রীতির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে আঁকা ছবি বেশী পছন্দ স্থির করার জন্য একই পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলি প্রদর্শন করতে হবে। তিন চার ভিন্ন রীতির আঁকা ১২টি করে ছবি নির্বাচন করা পরীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত।

শব্দের আবর্তন সংখ্যার (Word counts) প্রয়োগ

শব্দের আবর্তন সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ বর্তমানে প্রথায় দাঁড়িয়েছে। নব শিক্ষিতদের পাঠ্যবস্তু এর সাহায্য ব্যতীত ভালমত প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ অবস্থা এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু এর ব্যাপক প্রয়োগের পূর্বে কয়েকটি অন্তরায় উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

প্রথমে ভাবা দরকার কোন্ অবস্থায় এবং কি উদ্দেশ্যে পাঠ্যবস্তু প্রস্তুত করা হবে। যদি এমন একটি ভাষায় লেখার প্রচেষ্টা হয় যে ভাষায় একটি বিশেষ সাহিত্য আছে এবং মুখ্য উদ্দেশ্য ছাত্রকে সেই সাহিত্য পড়তে সমর্থ করে তোলা—তা হলে আবর্তন সংখ্যা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। অতি সুবিস্তীর্ণ শব্দ তালিকা নানা ভাষায় গঠন করা হয়েছে। বইতে লেখা লক্ষ লক্ষ শব্দের মধ্যে সব চেয়ে প্রচলিত প্রথম এক হাজার শব্দ, তার পরের হাজার সংখ্যক, এইভাবে ক্রমানুপাতে তালিকা প্রস্তুত করা হয়। লেখক এই তালিকার সাহায্যে নির্ভুল ভাবে তাঁর পাঠমালা ধাপে ধাপে এমন ভাবে রচনা করতে পারেন যে তার ভিতর দিয়ে ছাত্রকে সেই ভাষায় লিখিত সাহিত্যের সমগ্র ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে পারেন।

অন্যথায়, যদি এমন একটি ভাষার শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যেটি বস্তুত পাঠকের মুখেরই ভাষা, যেমন সেই সব ভাষা যার লিখিত রূপ নেই, বা লিখিত রূপ কথিত রূপ থেকে ভিন্ন, সে ক্ষেত্রে কোন শব্দ তালিকা প্রস্তুত করা অপ্রয়োজনীয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনসাধারণের জন্য নূতন একটি সাহিত্য সৃষ্টি করা যার ভাষা তাদের সুপরিচিত এবং কথ্য। এইটিই যদি উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয় তা হলে বর্তমান সাহিত্য ও কথ্য ভাষা উভয় থেকে বাছাই করে শব্দমালা তৈরী করার প্রয়োজনের চেয়ে মাত্র কথ্য ভাষার উপর নির্ভর করে তৈরী করাই উচিত।

কিন্তু একটি যথার্থ শব্দ-আবর্তন-সংখ্যা গঠন করা দুরূহ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই শব্দ-আবর্তন-সংখ্যা নিরূপণ করতে হলে ব্যাপক ভাবে নানা অবস্থার নানা লোকের স্বাভাবিক ও বিনা ভূমিকায় কথাবার্তা—যা বিভিন্ন ঘটনা সূত্রে বলা হয় তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই ব্যাপক প্রচেষ্টা ছাড়া সংক্ষেপে যা কিছু করার চেষ্টাই হোক না কেন তা অনুমানের উপর নির্ভরশীল হবে। যেহেতু এত ব্যাপক হারে কাজ করা অসম্ভব তাই ডাঃ লবাক্ একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন যা এর মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। এই পদ্ধতি হল, প্রথমে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি শব্দ তালিকা সংকলন করা। তারপর দশজন অশিক্ষিতের এক একটি দল যার

মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ নানা বয়সের মানুষ থাকবে, তাদের কাছে শব্দগুলি দিয়ে প্রত্যেক শব্দ পৃথক ভাবে বোধগম্য কিনা জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত শব্দ নিয়ে এর পর একটি শব্দ মালা সংকলন করা।

প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি খুব সন্তোষজনক নয়। শব্দমালা তৈরীর উদ্দেশ্য হল লেখক বা সম্পাদকের ব্যক্তিগত ও ইচ্ছামত বিচারে শব্দের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করা। এই উদ্দেশ্যে যদি এমন কোনো শব্দ তালিকা রচনা করা হয় যা বর্তমান সাহিত্য থেকে সংকলন করা মাত্র, তা হলে তা উপযোগী হতে পারে না। কারণ এই সাহিত্যের সমস্ত শব্দই লেখকদের অভিরুচি অনুসারে লিখিত।

দ্বিতীয়ত সবচেয়ে চলিত শব্দগুলি কথিত ভাষাতেই রয়েছে। এই শব্দ সাহিত্যে ততটা স্থান পায় না যতটা তা ঘরের চারপাশে ফেরে। যাকে যথার্থরূপে অন্দরের ভাষা বলা যেতে পারে। যদি কোন পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা শব্দমালা রচনা করা হয় সে ক্ষেত্রে এই সব অন্দরের শব্দ তার মধ্যে স্থানই পাবে না। বিদেশী বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে বলা যায় এই শব্দ তিনি সব শেষে শেখেন। কারণ এগুলি শিখতে হলে তাঁকে গৃহস্থ পরিবারের একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের সঙ্গে একান্ত হতে হবে। আর দেশীয় পণ্ডিত এই সব মামুলী শব্দকে নিজেই দীর্ঘকাল পূর্বে বর্জন করে সাধু ভাষা ধরেছেন। সব শেষে ভোটের সাহায্যে শব্দ নির্বাচনের প্রথাও খুব সুবিধার নয়। কারণ শব্দ সংকলন প্রথমত বিশেষজ্ঞদের ও অশিক্ষিতদের দ্বারা করা হয় যা অনেকাংশে স্বেচ্ছামূলক। দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিতদের শব্দগুলি সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহ করতে হলে পৃথক ভাবে প্রত্যেকের মতামত সংগ্রহ করা দরকার। অন্যথায় দলবদ্ধ ভাবে, তারা পরস্পরের মতের দ্বারা প্রভাবিত হবে। বিশেষরূপে স্ত্রীলোক ও কনিষ্ঠেরা মাতব্বরদের মতের বিপক্ষে কোন মতই দিতে চায় না।

যে সকল সম্প্রদায় অনুন্নত তাদের মধ্যে আবার নানা অংশে কথিত ভাষার তারতম্য ঘটে। বয়সের ভাগ অনুসারে, স্ত্রী-পুরুষভেদে, ভাষা বদলায়। উদাহরণরূপে আফ্রিকার একটি আদিম কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মেয়েদের মুখে ইয়্যাম (yam) ফলটির অন্তত আশিটা বিভিন্ন নাম জানা যায়। পুরুষেরা কিন্তু মাত্র কয়েকটা নাম বলতে পারে। আবার পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পেশার বিষয়ভুক্ত বিষয়—যেমন শিকার, যন্ত্রপাতি, শিল্প, খেলা, উপকথা, পুরুষালী আচারপ্রথা ইত্যাদির শব্দসংখ্যা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী। যুবক ও প্রবীণদের মধ্যেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। অবশ্য বলা যেতে পারে—ভাষার বৈচিত্র্য ধরে নিয়েও কয়েকটি সর্বপ্রধান সাধারণ শব্দ তালিকা তৈরী করা যেতে

পারে। এই তালিকায় ৫০০ সংখ্যক শব্দ যোগ করা অনায়াসে সম্ভব। তারপরে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

যে জেলায় সাক্ষরতা শিক্ষাদানের কাজ প্রযুক্ত হবে সেই জেলার অধিবাসীদের উপযোগী শব্দমালা তৈরী করার বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। যে সকল এলাকা অনুন্নত, যোগাযোগের ব্যবস্থা বিহীন, এবং পাশাপাশি অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে কোন আদান প্রদান নেই—সেই সকল এলাকায় অশিক্ষা সবচেয়ে বেশী। এই অধিবাসীদের পরস্পরের থেকে গা বাঁচিয়ে বাস করার প্রবৃত্তি স্বভাবজাত। ফলে বহুসংখ্যক কথ্য ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটে। কিম্বা যেখানে অনেকখানি ভূভাগে হয়ত একটি ভাষাই রয়েছে সেখানেও একই বস্তুর বিভিন্ন নাম অঞ্চল অনুসারে হতে দেখা যায়। একটা কৌতূহলপ্রদ ঘটনা হল, যে শব্দগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠিগুলির ভিতর সবচেয়ে বেশী বদলায় তা নিত্য ব্যবহৃত বস্তুর নাম। এইজন্য পাঠমালার গোড়ায় এই শব্দগুলি থাকে—যেমন ফল, গৃহপালিত জীবজন্তু, প্রাত্যহিক খাদ্যবস্তু, যন্ত্রপাতি, হাঁড়ি কলসী, জামা কাপড় ইত্যাদি। এই যাবতীয় বস্তুর সঠিক নাম যে এলাকায় যেরূপে প্রচলিত তা বিশেষ নির্ভুলতার সঙ্গে জানা দরকার। কারণ যে মাষ্টার পড়াতে এসে—ধরা যাক্ সকলের অতি পরিচিত একটি ফলের নাম ঠিকভাবে না বলতে পারে, তখন শিক্ষার্থির ধারণা তার সম্পর্কে কি হতে পারে?

আবর্তনসংখ্যার ভিত্তিতে শব্দমালা সৃষ্টির বিষয়কে অন্য দিক থেকেও বিচার করা কর্তব্য। একটি অন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য বা বই লেখার জন্য, যে শব্দমালা ব্যবহার করা হয় তার যৌক্তিকতা স্বতন্ত্র। এ ক্ষেত্রে পাঠকের জানা শব্দের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু নবশিক্ষিতের মাতৃভাষায় যখন কোন পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন করা হবে তখন সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। কারণ এক্ষেত্রে তার একটি কথিত শব্দভাণ্ডার আছে যেটি মৌলিক শব্দের কোন তালিকা থেকে সংখ্যায় অনেক বেশী, এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে: যে শব্দগুলি আবর্তন-ক্রমিক ভিত্তিতে হয়ত তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়নি—কিন্তু শব্দগুলি পাঠকের অত্যন্তই জানা—সেগুলি কি ছাপার হরফে তার কাছে খুব দুরূহ ঠেকবে?

অবশ্য প্রাথমিক পাঠমালায় একটি সীমাযুক্ত শব্দভাণ্ডারের ব্যবহারই নবশিক্ষার্থির পক্ষে উপযুক্ত, যাতে শিক্ষার্থী এক এক বারে অল্প সংখ্যক শব্দের পরিচয় লাভ করে এবং একসঙ্গে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেক নূতন শব্দের বোঝা না এসে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে আবর্তনসংখ্যাই কেবল মাত্র শব্দতালিকা প্রণয়নের ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। শব্দের দৈর্ঘ্য, পর পর ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার, স্পষ্টতা, এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি এই সবগুলির বিচার করাই যথার্থ প্রয়োজন।

বয়স্কদের যখন মাতৃভাষা শেখানো হয়—তখন শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি যদি ধ্বন্যাত্মক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যেমন ইংরাজি বা ফরাসী ভাষার ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়—সে ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহারকে প্রাথমিক পর্যায়ের পরেও খুব সংক্ষিপ্ত করে রাখা প্রয়োজন, এবং ধীরে ধীরে বাড়ানো উচিত; কারণ শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হওয়া অবধি প্রত্যেকটি শব্দের পরিচয় পৃথকভাবে নিতে হয়। কিন্তু একটি প্রকৃত ধ্বন্যাত্মক লিপিতে এই অসুবিধা দেখা দেয় না। স্প্যানিশ এবং অনেকগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার ভাষায় এই ধরনের লিপির ব্যবহার আছে। পাঠক যখন মোটামুটি অক্ষরগুলি চিনতে পারার দক্ষতা অর্জন করেছে সে অনায়াসেই নূতন নূতন শব্দ যা ইতিপূর্বে ছাপার হরফে সে দেখেনি তা সহজেই পড়তে পারে। কোন জাতির বাস্তব উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি না হলেও তাদের ভাষার ভাণ্ডার কত সমৃদ্ধ তা সচরাচর উপলব্ধি হয় না। আফ্রিকার আদিম জাতিগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিত্য ব্যবহারে লাগে এমন শব্দসংখ্যা সেখানে প্রচুর বর্তমান।

ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অধিবেশনে বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিবরণী

ইউনেস্কোর অষ্টম সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রধান অধিকর্তা স্থির করেন যে নবশিক্ষিতদের জন্য পাঠ্য উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৫-৫৬ সালে চারটি প্রধান এলাকায়--ব্রহ্ম, সিংহল, ভারত ও পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হবে।

এই সকল দেশের সরকারদের কাছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ এবং পরীক্ষা-কার্য ও গবেষণার জন্য ঠিকা দেওয়া হয়। এই সকল এলাকায় ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগে যে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তাকে আরও কার্যকরী করার জন্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে প্রসারিত করার জন্য প্রধান অধিকর্তা বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের একটি বৈঠক আহ্বান করেন। ইউনেস্কোর ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে এঁদের কাছে উপদেশ চাওয়া হয়।

প্রত্যেক দেশ থেকে চারজন বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করা হয়। জাতি সংঘ এবং অন্যান্য অন্তর-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে এই বৈঠকে দর্শক আহ্বান করা হয়।

এলাকাগুলির প্রয়োজন

সকল এলাকাতে সরল ও সহজ পাঠ্যবস্তুর উৎপাদন এবং তার বিষয়বস্তু ও প্রণয়নরীতির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। পাঠকশ্রেণীর পাঠ-ক্ষমতার স্তর ও পাঠরুচি অনুযায়ী তা রচিত হওয়া দরকার। বৈঠকে উপলব্ধি হয় যে এই পাঠ্যবস্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও প্রসারিত ও সম্পন্ন করে তুলতে পারবে। এই সকল অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী অশিক্ষিত। যে পরিমাণে যত্নের সহিত ও সুচিন্তিত উপায়ে নবশিক্ষিতের পাঠ্যবস্তু উৎপাদন করা যাবে সেই পরিমাণে কোন দেশে সংস্কৃতি, উন্নত নাগরিকতা, শিল্পকলার উন্নতি ও অবসরের যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। বৈঠক এ বিষয়ে একমত হন যে পাঠ্যবস্তু প্রথম পাঠের পর্যায় থেকে জনশিক্ষার উপযোগী সাহিত্য অবধি প্রসারিত হওয়া দরকার। এক নূতন ধাঁচের সাহিত্য উৎপাদনের প্রয়োজন ও এই বিষয়ে প্রকৃত উপলব্ধির জন্য মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন আছে। দেশানুযায়ী ও ভাষাগত মনুষ্যগোষ্ঠির প্রয়োজনানুপাতে এই সাহিত্য প্রবর্তিত হবে।

পরবর্তী প্রয়োজনগুলি এই বৈঠকের বিবেচনায় সর্বাধিক গুরুত্বের বলে স্থির হয়ঃ

ক) পাঠ্যবস্তু সম্পর্কিত গবেষণা, উৎপাদন এবং বিতরণের কাজে

বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদান, খ) পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন, উৎপাদন ও বিতরণের সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা; গ) অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; ঘ) বই কেনার অভ্যাস বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ সংগঠন সৃষ্টি করা; ঙ) সাহিত্যের প্রসার ও বিতরণ প্রণালীর উন্নতি সাধন; চ) সরকার, সেবাপ্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন; ছ) লেখকদের উৎসাহ দান; জ) যে সকল প্রতিষ্ঠান সাহিত্য উৎপাদনের কাজে যুক্ত তাদের উৎসাহ দান; ঝ) নবশিক্ষিতদের পাঠ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ এবং মুদ্রণ সংক্রান্ত সরবরাহের আমদানীর পথে বহিঃশুল্ক ইত্যাদির বাধা দূর করা এবং এই পাঠ্যবস্তু বিতরণের জন্য ডাকমাশুল ও রেলমাশুলের হ্রাস।

এই প্রয়োজন মিটাবার কর্মপন্থা

শিক্ষাদান: বৈঠক স্থির করেন যে নিম্নে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ কর্মীবৃন্দকে যথার্থরূপে শিক্ষাদানের মৌলিক প্রয়োজন আছে।

লেখক: কেবল মাত্র লেখক খুঁজে বার করা নয়। তাদের সরল পাঠ্যবস্তু প্রণয়নে যথাযোগ্য দক্ষতা অর্জনে রীতিমত শিক্ষাদান।

সম্পাদক: নবশিক্ষিতদের বিশেষ সমস্যার এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনা; লেখকেরা সাধারণত অনভিজ্ঞ এবং সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

বইয়ের আকল্পকার (Designer): বই পড়ার এবং কেনার অভ্যাস বৃদ্ধি করার একটি উপায় হল সুন্দর দেখতে বই তৈরী করা। মুদ্রণ শিল্পে বইয়ের আকল্প মানে বিষয়বস্তু সুকৌশলে সজ্জিত করা (lay out) এবং বিচিত্র টাইপের ব্যবহার। বইয়ের আকল্পকার (Designer) প্রকৃত মনোরম পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সাজাবে।

চিত্রকর: নবশিক্ষিতদের পাঠ্যবস্তু বেশীর ভাগ চিত্রিত করা উচিত। কিন্তু সার্থক হতে হলে এগুলি বিশেষ যত্নসহকারে আঁকা দরকার।

উৎপাদন বিশেষজ্ঞ: উৎপাদনের পরিকল্পনা, পরিচালনা, এবং ব্যবস্থাপনা, ব্যয়হিসাব এবং মূল্য নির্ধারণ এই কাজ সম্পাদন করার জন্য এদের প্রয়োজন। উৎপাদন ম্যানেজার পাঠ্যবস্তু মুদ্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ কুশলা ফল পাওয়ার উপযোগী করে উৎপাদনের সংগঠন তৈরী করতে হবে।

প্রকাশক: প্রশাসন, নীতি, মূল্য নির্ধারণ, বাজার তথ্য সংগ্রহ, উন্নয়ন, বিতরণ এবং বিক্রি—এই যাবতীয় দায়িত্ব প্রকাশকের। প্রকাশকদের শিক্ষাদানের

সামান্য চেষ্টাই করা হয়েছে। প্রকাশকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

পুস্তক বিক্রেতা : পুস্তক বিক্রেতার কর্মকুশলতার উপরেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বইয়ের বিতরণ প্রণালীর সাফল্য নির্ভর করে। এলাকার বিশেষ চরিত্র অনুযায়ী বই বিক্রির পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে।

লাইব্রেরী অধ্যক্ষ : গ্রামীণ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ একজন বিতরকও, এবং তিনি বই কেনা ও পড়ার উৎসাহ দেবেন। লাইব্রেরী-শিক্ষাদানের স্বল্পকালীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

গবেষক : সামাজিক তথ্যাদির উপর বিশেষ ধরনের গবেষণার জন্য গবেষক মণ্ডলী গঠন করা কর্তব্য।

গবেষণা : বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে তত্ত্বগত এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা দরকার। এই পর্যায় পড়ে :

ক) পাঠ্যবস্তু প্রণয়ন ; খ) উৎপাদন ; গ) সাক্ষরতা শিক্ষাদানের বাস্তব পরীক্ষা, পরবর্তী সাহিত্য এবং অল্প পাঠক্ষমতাসম্পন্ন বয়স্কদের জন্য সহজ জন-শিক্ষার বইয়ের পরীক্ষা। ঘ) বিতরণ ও বিক্রি ব্যবস্থা ; ঙ) জন সাধারণের পড়বার অভ্যাস বৃদ্ধি করা।

তথ্য কেন্দ্র এবং জাতীয় সংগঠনের সৃষ্টি

জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায় তথ্য কেন্দ্র সৃষ্টি করা দরকার যেগুলি লেখক, প্রকাশক, গবেষকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে।

বৈঠক বিবেচনা করে যে আঞ্চলিক সরকারসমূহ বই পড়া ও কেনার অভ্যাস বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হবে। এর জন্য বেসরকারী অলাভকামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য করবে ; লেখক সমিতি, প্রকাশক, লাইব্রেরী অধ্যক্ষ, পুস্তক বিক্রেতা এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পাদন করবে : সাধারণ ভাবে জনশিক্ষার পাঠ্য সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য জনসাধারনকে জানাবে ; বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ; জনরুচি ও প্রয়োজন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ; বইয়ের উৎপাদনের মান উন্নত করা ; জনসাধারণের মধ্যে বিচারসক্ষমতা এবং ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করা ; বইয়ের তালিকা ও পরিচিতির পুস্তিকা প্রকাশ করা, তরুণ পাঠকদের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করা ; পিতামাতা অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে নব তরুণ সম্প্রদায় যাতে ব্যঙ্গকৌতুকের বই এবং ফিল্মের ভিতরে

আনন্দলাভের একমাত্র পথ না খোঁজে তার জন্য চেষ্টা করা ; বেতার অনুষ্ঠানে বই সংক্রান্ত প্রচারে অংশ গ্রহণ করা ; পাঠ্য পুস্তকের মান নিম্ন হওয়ার বিরুদ্ধে জন-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা ; প্রকাশন সম্পর্কিত যাবতীয় খবরাখবর ও যোগাযোগ সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করা।

বিতরণের পদ্ধতি ও প্রণালীর উন্নতি সাধন

বৈঠক এই মত প্রকাশ করে যে বিভিন্ন সরকার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশকেরা সক্রিয়ভাবে বিতরণ ও বিক্রির নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।

উন্নয়ন : পাঠ্যবস্তুর উন্নতির জন্য বিভিন্ন সরকার নানাভাবে চেষ্টা করতে পারে : যেমন পুরস্কার ঘোষণা করে, যেগুলি জাতীয় স্বার্থের উপযোগী তেমন প্রতি বইয়ের সংস্করণের কিছু অংশ খরিদ করা, যে সকল বইয়ের প্রকাশ সম্ভবপর বিবেচিত হয় না সাহায়ক দান করে সেগুলি প্রকাশ করা, যে সকল পাঠ্যবিষয়ে বই লেখা অতি প্রয়োজন এবং উচিত লেখক ও প্রকাশকদের তার তালিকা সরবরাহ করা। ইউনেস্কো, পাঠ্যবস্তু উৎপাদনে অনুবাদ ও প্রকাশনের স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে যোগাযোগ করতে পারে। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতারা সক্রিয়ভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং ভ্রাম্যমাণ পুস্তক প্রদর্শনী গঠন করে, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দানের ভিত্তিতে বইয়ের মান উন্নত করে এবং পুস্তকচক্র স্থাপন করে পাঠ্যবস্তুর উন্নতি সাধন করতে পারে।

বিতরণ

যে কোন বিতরণ ব্যবস্থার প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করে তা জনসাধারণের কাছে বই পৌঁছে দিতে পারে কিনা তার উপর। যেখানে সরকারী বিতরণ ব্যবস্থা আছে সেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ মারফত বিতরণ করা সম্ভব হয়। বৈঠক বিবেচনা করে সরকারী বিতরণ ব্যবস্থাকে কি করে আরও কার্যকরী করে তোলা যায়। বিতরণ কর্মীদের শিক্ষাদান, বিতরণের প্রণালী উদ্ভাবন এবং একটি কেন্দ্রীয় বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে বিবেচিত হয়।

বৈঠক এই লক্ষ্যের কার্যকরী পন্থা হিসাবে সমস্ত এলাকায় কয়েকটি পাইকারী বিতরণ কেন্দ্র সমবায় প্রথায় প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা তা বিবেচনা করেন। খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বই প্রদর্শন করার প্রয়োজন উল্লেখ করা হয়। সর্বশেষে স্থির করা হয়, যেহেতু, কোনো প্রকাশকের পক্ষে কোনো পুস্তকবিক্রেতাকে ধারে বই দেওয়া সম্ভব কিনা স্থির করা কঠিন, সেহেতু প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের সমিতির মধ্যে এই উদ্দেশ্যে ধারে বই দেওয়ার একটি নীতি স্থির করা কর্তব্য।

প্রকাশনের মূলধন সমস্যা

পুস্তক ব্যবসায়ের পক্ষে ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা লাভ করা কঠিন। এই অবস্থা নিরসনের জন্য স্থির হয়, প্রকাশকেরা ঋণগ্রহণের সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করতে পারে; সরকার, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তায় ঋণ ভাণ্ডার স্থাপন করতে পারে এবং সুযোগ্য ক্ষেত্রে ঋণ দান করতে পারে।

সরকার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা

বৈঠক উপলব্ধি করে যে বর্তমানে নবশিক্ষিতদের জন্য যে গুরুতর সাহিত্যাভাব বর্তমান তা অপসারণের জন্য সরকার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশক সকলের কর্মোদ্যোগকে বহুগুণে বর্ধিত করা প্রয়োজন।

এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ এবং সহযোগিতার বৃদ্ধি ও উন্নতি একান্ত দরকার। পরস্পরের সহযোগিতা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষার্থিদের একই সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। আলোচনা চক্র, কর্মশালা ইত্যাদি প্রবর্তনের ভিত্তিতে কর্মীরা পরস্পর পরস্পরের সমস্যা আরও ভালোরূপে উপলব্ধি করতে পারবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান পুস্তক প্রণয়ন, উৎপাদন, ও বিতরণের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন। সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে এই সকল সংগঠনগুলি যেন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আপনাদের কার্যপরিচালনায় প্রয়াসী হয়।

বেশীর ভাগ প্রকাশকদের ক্ষেত্রেই নবশিক্ষিতদের সাহিত্য উৎপাদনের কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে সরকারী ও বাইরের সাহায্য বিশেষভাবে দরকার। বর্তমানের একান্ত অভাব দূর করে ভবিষ্যতে স্বাধীন আত্মনির্ভর পুস্তক ব্যবসায় গড়ে তুলতে হলে এই ভূমিকা অত্যাবশ্যক।

শিক্ষকদের উৎসাহদান

বৈঠক একমত হয় যে লেখকদের উৎসাহদান পাঠ্য উৎপাদনের সমূহ উন্নতির জন্য একান্ত দরকার। এই সূত্রে পরবর্তী বিষয়গুলি প্রস্তাব করা হয়:

ইউনেস্কো লেখকস্বত্ব ও লেখকের অধিকার সম্পর্কে সহায়তা করবে। প্রতিভাবান লেখকেরা যাতে তাদের সৃষ্টিমূলক কর্মের ফলে স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারে এবং যথার্থ মূল্য পায় এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পেশাগত সমিতি গঠনে উৎসাহ দেওয়া হবে।

অধিকাংশ লেখকের উপার্জনই স্বনির্ভর, যার ফলে তাদের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। লেখকদের সাহায্য করার জন্য একটি অলাভকামী প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত যা লেখকদের বার্ধক্য পেনসন যোগাবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের অর্থ ভাণ্ডারে লেখক ও প্রকাশকেরাও অর্থ নিয়োগ করতে পারবেন।

লেখকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ইউনেস্কো করতে পারে।

সর্বশেষ প্রস্তাবাদি

প্রস্তাবে বলা হয় যে শিক্ষাকেন্দ্রে কোনও শিক্ষার্থিকে দুই বছর অবধি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন শিক্ষাকেন্দ্রে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে তা হল:

ক) একটি গবেষণা বিভাগ। এই বিভাগ উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করবে। এর সংলগ্ন পরীক্ষামূলক মুদ্রণ বিভাগের মারফত নানাধরনের পাঠ্যবস্তু তৈরী করায় সাহায্য করবে। ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি পরীক্ষা করে কমমূল্যে পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের পথ ও পন্থা খুঁজে বার করবে।

খ) একটি শিক্ষা বিভাগ ও কর্মশালা।

গ) একটি ছোট আকারের মুদ্রণযন্ত্র সমেত মুদ্রণ বিভাগ—যেটি শিক্ষা, গবেষণা এবং আদর্শ পাঠ্যবস্তু উৎপাদনের চেষ্টা করবে।

ঘ) একটি তথ্য আদান প্রদানের কেন্দ্র।

ঙ) একটি সাময়িক পত্রিকা।

এই সকল কাজ ছাড়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরবর্তী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে: স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা করবে; আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান; পত্রিকা প্রকাশ।

বৈঠক ইউনেস্কোর ভবিষ্যত কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা স্থির করে। এই পরিকল্পনার ভিতরে: শিক্ষার সংস্থান; গবেষণা কার্য; তথ্য কেন্দ্র গঠন এবং খবরাখবর সরবরাহ; আদর্শ পাঠ্য প্রণয়ন; ইত্যাদি বিষয় স্থানলাভ করে।

